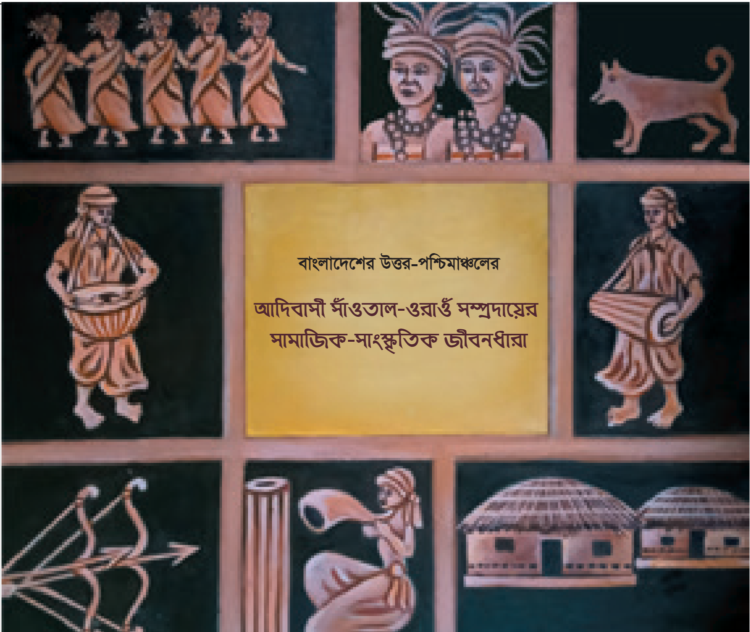

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের

আদিবাসী সাঁওতাল-ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা

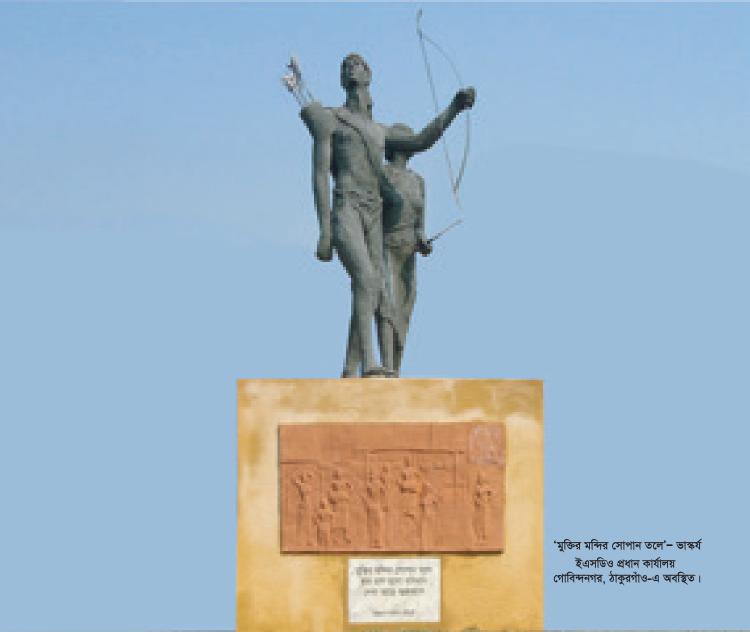

‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’– ভাস্কর্য
ইএসডিও প্রধান কার্যালয়
গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও-এ অবস্থিত।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের

আদিবাসী সাঁওতাল-ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের

আদিবাসী সাঁওতাল-ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০২১

স্বত্ব
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
প্রধান কার্যালয়ঃ
কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০
ঢাকা অফিসঃ
ইএসডিও হাউস, বাড়ী নং-৭৪৮, রোড নং-৮, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি,
আদাবর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক
ইএসডিও'র গবেষণা বিভাগের একটি প্রকাশনা

প্রচ্ছদ
অনন্যা হোড়

কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ নাদিমুল ইসলাম

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০

কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে এই গ্রন্থের কোন অংশের পুন: মুদ্রণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের

আদিবাসী সাঁওতাল-ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা

সম্পাদনা
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক
ইএসডিও

সম্পাদনা সহযোগী
নির্মল মজুমদার
শাহ্ মোঃ আমিনুল হক
সন্তোষ কুমার তিগ্গ্যা

উৎসর্গ

এই বইটি লিখতে গিয়ে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং
সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া গেছে-সেই সব
আদিবাসী যাঁরা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে, বিশেষ করে
কিশোর-কিশোরী-তরুণ-তরুণীরা যাঁরা গানগুলি
নিজেদের ভাষায় লিখে-বাংলায় অনুবাদ করে
বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদেরকে।

ভূমিকা

বাংলাদেশ যেভাবে বিশ্বের বুকে আজ মডেল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে ঠিক তেমনি ওরাওঁ, সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, গারোসহ প্রায় ৫৪টিরও অধিক ক্ষুদ্রজাতিসত্তার এক অপূর্ব মিলনীতে এই আমাদের মাতৃভূমি বৈচিত্র্যে ভরপুর। আদিবাসীদের বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতি, উৎসব, পার্বণ বাঙালির বাংলা সংস্কৃতির সাথে এক নব অলংকাররূপে যুক্ত হয়ে আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যকে করেছে আরও সমৃদ্ধ। এ যেন এক অপূর্ব সম্মিলনী বাঙালি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতির মধ্যে। যদিও এটি খুব স্বল্পপরিসরে পরিলক্ষিত, শুধুমাত্র বাঙ্গালী উৎসবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত, কিন্তু ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের সংস্কৃতি আজ বিভিন্ন কারণে বিলীন হওয়ার পথে। কারণ হিসেবে বলা যায়, দারিদ্রতা, অর্থনৈতিক দৈন্যতা, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও চর্চার অভাব এবং অন্যান্য সংস্কৃতির মতো অপসংস্কৃতির আগ্রাসনকেও উল্লেখ করা যেতে পারে। সরকারি পর্যায়ে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা অপ্রতুল এবং তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নের সক্ষমতার অন্তরায়। তথাপি এগুলো সংরক্ষণ ও চর্চা করা প্রয়োজন শুধুমাত্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নয়, আমাদের মাতৃভূমির বৈচিত্র্য ধরে রাখার জন্যও এটি আজ আবশ্যিক।

ঠিক তেমনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আদিবাসীদের জমি, যেটির সাথে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা নিবিড়ভাবে জড়িত। ভূমি ছাড়া আদিবাসীদের যেন কল্পনাও করা যায় না। এ যেন তাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ দীর্ঘ ৩০ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি, এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসীরা আজ বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। প্রতিনিয়ত আগ্রাসী ও কুচক্রী ভূমিদস্যু মহল সর্বদাই ফাঁদ পেতে থাকে এই আদিবাসীদের ভূমি গ্রাস করার জন্য। এজন্য তারা ছলে-বলে-কৌশলে আত্মভোলা, সহজ-সরল এইসব আদিবাসীদের জমি হাতিয়ে নিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

এভাবেই দেখা যায়, অনেক আদিবাসীই বাধ্য হয়েছে নিজ গ্রামে পরবাসী হয়ে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর হতে। আজও উপেক্ষিত হচ্ছে এই অঞ্চলে যারা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল সেই সমস্ত অকুতোভয় সাঁওতাল, কড়া, ওঁরাওসহ অন্যান্য জাতিসত্তার আদিবাসী সম্প্রদায়ের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম। অনেকের নাম গেজেটভুক্ত না হওয়ায় ইতিহাসের পাতা থেকে তাদের নাম মুছে যাচ্ছে; মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি না পাওয়ায় তারা যন্ত্রণাকাতর।

ইকো-সোশ্যাল ডেভেলমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), একটি অলাভজনক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এসব পিছিয়ে পড়া, অবহেলিত, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে। দীর্ঘ দিনের কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে হয়েছে এসব জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই তাদের সংস্কৃতি, ভূমি রক্ষা, জীবনমান উন্নয়ন এবং সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণ করার জন্য কাজ করা প্রয়োজন। এর তাগিদ অনুভব থেকেই “সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি অধিকার রক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি” বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে এবং সার্বিক বাস্তবায়নের জন্য ইএসডিও দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন সমন্বিত কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। এ উদ্যোগের অন্যতম ২টি উপ-উপাদান হলো (ক) ভূমি তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সহায়তা প্রদান এবং (খ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

ইএসডিও এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ঠাকুরগাঁও জেলায় বসবাসরত ওরাওঁ ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে তাদের সংস্কৃতি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে ঐসমস্ত সম্প্রদায়ের পুরোহিত, মানঝি (মোড়ল) ও সাংস্কৃতিক মনস্ক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদি যে, পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়াস কিছুটা হলেও তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ শতাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যার দশমিক শূন্য নয় শতাংশ উত্তর-পশিমাঞ্চলে। আমাদের দেশে ৫০টি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাস করে (বাংলাদেশ গেজেট, ডিসেম্বর ২০১৯)। আমাদের দেশে ৫৪টিরও অধিক ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাস করে। যাদের সরকারি দলিল, আইন, নীতি, ঘোষণা ও দাপ্তরিক নথিতে আদিবাসী, উপজাতি, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে 'আদিবাসী'-হিসেবে অভিহিত করা হলেও এই নীতি প্রণয়নের সমসাময়িক কালে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়ে যাওয়ার পর, 'উপজাতি' বা 'আদিবাসী'র পরিবর্তে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' এখন অনেকটা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে স্থায়ী পরিভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ১৬টি জেলায় এই বিপুল সংখ্যক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। এসব সম্প্রদায়ের সামাজিক সংগঠনগুলো আজও মূলস্রোতধারার প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও উন্নয়নের সাথে প্রতিনিয়ত তাল মিলাতে পারেনি। অন্যদিকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিমন্ডলে নানামুখী অস্থিরতা চলমান; দেশে দেশে জাতিগত ও সামাজিক-রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা; ব্যাপক অভিবাসন ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন শ্রেণির, জাতিসত্তার এবং বিশ্বাস ও মতবাদের মানুষ নানামুখী সমস্যায় পড়ছে। এর ফলে উগ্র জাতীয়তা ও ধর্মীয় ভাবধারার উত্থান হচ্ছে এবং অন্যদিকে আমাদের সামাজিক উদ্যোগের পরিসরকে সংকুচিত করছে। মূলত: এই সমস্ত কারণেই আমাদের দেশে সংখ্যালঘু জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও মতবাদের মানুষের প্রতি কিছু মূলস্রোতধারার মানুষের সংবেদনশীলতা আজও কম। আর তাই তো টেকসই উন্নয়নকে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ করতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) ‘কাউকে পিছিয়ে ফেলে নয়'-এই মূলমন্ত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। মূলত: এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) দাতা সংস্থা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কাঞ্চনজজ্ঘার কোল ঘেঁষা ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া এইসব প্রান্তিক, অবহেলিত জাতিসত্তার মানুষের টেকসই উন্নয়ন ও পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষিত জীবনের জন্য কাজ করে আসছে। এরই পাশাপাশি ইএসডিও সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক দাতা সংস্থা হেকস/ইপারের সহযোগিতায় ২০০৭ সাল থেকে এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভূমি অধিকার ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি তাদের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে এ অঞ্চলের আদিবাসীরা বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম থেকে প্রতিনিয়ত সহায়তা ও সহযোগিতা পেয়ে যাচ্ছে ।

আদিবাসীদের সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে, তাদের খাদ্য তালিকা বাঙালি হিন্দু কিংবা মুসলমানের খাদ্য তালিকার মতোই। ভাত, মাছ, মাংস, নিরামিষ কিংবা বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক পিঠা তাদের খাবার হিসেবে বিদ্যমান। তবে কিছু কিছু আদিবাসী যেমন কড়া, মালো, মালপাহাড়ী, মুশোহর, বুন, রাজবংশী এখন বেজী, ইঁদুর, কচ্ছপ, শামুক, ঝিনুক, কুচিয়া এবং অন্যান্য বনজ শাক, লতা, কন্দ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। নেশা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে হাড়িয়া বা ভাত পচানো মদ প্রধান। উৎসবপ্রিয় সদা হাস্যোজ্জ্বল এসব আদিবাসীদের প্রায় সারা বছর বিভিন্ন পার্বণ বা উৎসব লেগেই থাকে। যদিও কালের বিবর্তনে তারা সব উৎসব বা পার্বন পালন করতে পারছে না; তথাপি তাদের উদ্বেলিত মন আজও ফিরে যেতে চায় সেইসব অতীতের উৎসবমুখর দিনগুলিতে। আর তাই তো ক্ষুদ্র পরিসরে তাদের এই উৎসব বা পার্বণ আয়োজনে সকলের অংশগ্রহণ যেন দৃষ্টিনন্দন করার মতো। তাদের হয়তো অর্থনৈতিক সামর্থ্যের কমতি রয়েছে; কিন্তু আজও কিছু কিছু উৎসব বা পার্বণ যেমন কারাম, ফাগুয়া, সোহরাই, বাহা, পূষনা ইত্যাদি তারা পালন করে চলছে তাদের সক্ষমতার মধ্যে।

প্রকাশনাটি আদিবাসীদের ভূমি সংরক্ষণ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমরা কৃতজ্ঞ সেই সমস্ত আদিবাসী সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি, মানঝি হাড়াম (মোড়ল), ধর্মীয় পুরোহিতসহ সকলের প্রতি যাদের হৃদয়গ্রাহী উষ্ণ আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় এই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাব্দিক কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, ভাষার বোধগম্যতার ঘাটতির কারণে কিছুটা বিচ্যুতি হতে পারে– এসবকিছু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠক সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

কৃতজ্ঞতা

বইটি প্রকাশনা করতে গিয়ে যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি-

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।
ড. নমিতা হালদার, এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।
জনাব মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।
ড. জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

জনাব সেলিমা আখতার, পরিচালক (প্রশাসন) ইএসডিও এবং অধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা এন্ড কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

জনাব অনীক আসাদ, নৃবিজ্ঞানী, গবেষক এবং মানবাধিকার কর্মী।

হেকস্/ইপার এর সহায়তায় ইএসডিও-প্রমোশন অফ রাইটস্ অফ এথনিক মাইনোরিটি এ্যান্ড দলিতস্ ফর ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ) প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব কাজী মোঃ সেরাজুস সালেকীন এবং সকল উন্নয়নকর্মী।

জনাব উৎপল চন্দ্র বর্ধন, প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), ইকো কলেজ, ঠাকুরগাঁও।

সূচিপত্র

ঠাকুরগাঁও জেলার আদিবাসীদের পরিসংখ্যানগত তথ্য ১০
আদিবাসীদের ভূমির সার্বিক অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে ডিজিটাল ভূমি জরিপ ১১
আদিবাসী সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা ১৩
আদিবাসী ওরাওঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা ২৬
আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-পালা-পার্বণের গান ৩৫
আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ ওরাওঁ সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-পালা-পার্বণের গান ৪৮
কেস স্টাডি ৫৭
আলোকচিত্রে সাঁওতাল ও ওরাওঁদের গ্রাম ৭২
আলোকচিত্রে সাঁওতাল ও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক-সামাজিক-জীবনধারা ৭৬
আলোকচিত্রে কার্যক্রম ৯৪
আলোকচিত্রে ডিজিটাল ভূমি জরিপ ১০৪
ডিজিটাল ভূমি জরিপকৃত পরিবারের তালিকা ১০৮

ঠাকুরগাঁও জেলার আদিবাসীদের পরিসংখ্যানগত তথ্যঃ

দীর্ঘকাল যাবৎ এখানে আদিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসবাস। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। এছাড়া জনসংখ্যার তুলনায় অনাবাদি জমি ছিল প্রচুর। এসব অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার জন্য এক শ্রেণির জমিদার অন্যান্য এলাকা থেকে রাজস্ব মওকুফের লোভ দেখিয়ে এদেরকে এ অঞ্চলে নিয়ে আসেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাওঁ, পাহান, মুন্ডা, মাহালী ও মুশোহর উল্লেখযোগ্য। এ জেলায় দালিত সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষের বসবাস রয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- বাঁশফোর, বাঁশমালী, কামার, কুমার, মুচি, বাধিয়া ইত্যাদি। ঠাকুরগাঁওয়ের আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি চিত্র নীচে তুলে ধরা হলো-

উপজেলা	আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম									
	সাঁওতাল		ওরাওঁ		পাহান		মুশোহর		মুন্ডা	
	খানা	জনসংখ্যা	খানা	জনসংখ্যা	খানা	জনসংখ্যা	খানা	জনসংখ্যা	খানা	জনসংখ্যা
ঠাকুরগাঁও সদর	৪৮৮	১৭৫৫	৩৫৯	১৩৯৪	৪৮	১৯৭	১৮৩	৬৩৫	-	-
পীরগঞ্জ	৬৯৯	৪০৫১	৫	১৪	-	-	-	-	১	৫
রাণীশংকৈল	৩৬৯	১৫৩২	৩	১২	১৬৪	৬৯৬	-	-	-	-
বালিয়াডাঙ্গী	১৯	৮৬	-	-	-	-	১৫	৬৮	-	-
হরিপুর	১৪৭	৬৬২	৩৩	১৪৯	-	-	২৫	১১৩	-	-
মোট	**১৭২২**	**৮০৮৬**	**৪০০**	**১৫৬৯**	**২১২**	**৮৯৩**	**২২৩**	**৮১৬**	**১**	**৫**

তথ্য সূত্র : ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্পের বেইস লাইন সার্ভে ২০১৯।

উপরোক্ত চিত্রে দেখা যায় যে, ঠাকুরগাঁও জেলার ৫টি উপজেলায় সাঁওতাল ১৭২২টি, ওঁরাও ৪০০টি, পাহান ২১২টি, মুশোহর ২২৩ টি এবং মুন্ডা সম্প্রদায়ের ১টি খানা রয়েছে। এদের মধ্যে সাঁওতাল ও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য হওয়ায় ইএসডিও পিকেএসএফ'র সহায়তায় সাঁওতাল ও ওরাওঁদের সাথে "সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ" নামক প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ঠাকুরগাঁও জেলা ম্যাপ ঃ

আদিবাসীদের ভূমির সার্বিক অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে ডিজিটাল ভূমি জরিপ

ডিজিটাল ভূমি জরিপের উদ্দেশ্য ঃ সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জরিপের (সিএস, এসএ, আরএস) খতিয়ানসমূহ ভূমি মালিককে সরবরাহ করা। বিভিন্ন (সিএস, এসএ, আরএস) খতিয়ানসমূহ সহজে সরবরাহ করার লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসনকে শক্তিশালীকরণ ডিজিটাল ভূমি জরিপের মূল উদ্দেশ্য।

ডিজিটাল ভূমি জরিপের প্রক্রিয়া ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী ভূমি অধিকার রক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২ দিন ব্যাপী ডিজিটাল ভূমি জরিপের গাইড লাইন বিষয়ক কর্মশালা ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেছিলেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। ডিজিটাল ভূমি জরিপে রিসোর্স পার্সন হিসেবে সার্বিক সহায়তা করেন ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব সোহাগ চন্দ্র সাহা ও ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব বহ্নি শিখা আশা। এছাড়াও প্রশিক্ষণে সহায়তা করেন সার্ভেয়ার জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম ও জনাব গোলাম রব্বানী। প্রশিক্ষণে অশংগ্রহণ করেন এই প্রকল্পের উন্নয়নকর্মী ও প্রকল্পভুক্ত সদস্য/সদস্যাগণ। গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ১২টি মৌজার ২৫০টি এবং পীরগঞ্জ উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ১৬টি মৌজার ২৫০টি সহ মোট ৫০০টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিবারের জমিতে গিয়ে নকশাসহ ডিজিটাল সার্ভে সম্পাদন করা হয়।

ভূমি জরিপের ফলাফল ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রাপ্ত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বর্তমানে জমির কাগজপত্র সমন্ধে যেমন– খতিয়ান নং, জমির দাগ নং, মৌজা ম্যাপ, এসএ রেকর্ড এবং ব্রিটিশ রেকর্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারছে। খাজনা খারিজ করাও ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন। কর্মএলাকার সাধারণ মানুষ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের জমি জমার অবস্থান ভালোভাবে চিহ্নিত করছেন এবং সরকারি অফিসে গিয়ে খাজনা খারিজ করে নিচ্ছেন। এতে করে এই অঞ্চলে ভূমি দস্যুদের জমি গ্রাস করার পাঁয়তারা কমেছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কাছে অনুমতি নিয়ে জমি বেচা-কেনা করছেন। কর্মএলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার বিরোধ নিস্পত্তি শুরু করেছেন। সামাজিকভাবে এই প্রকল্পটি সবার কাছে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার, এলাকার সুধীজন, গণমাধ্যমসহ সকলস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমতলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সমাবেশ, সচেতনীকরণ সভা, সেমিনার, মানববন্ধন করে যাচ্ছে।

ভূমি জরিপের টপসীট

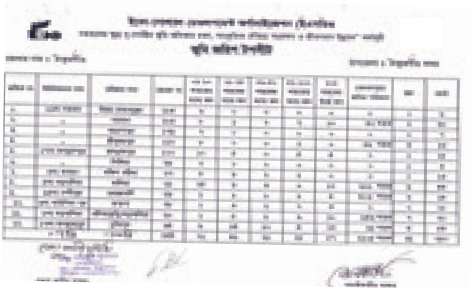

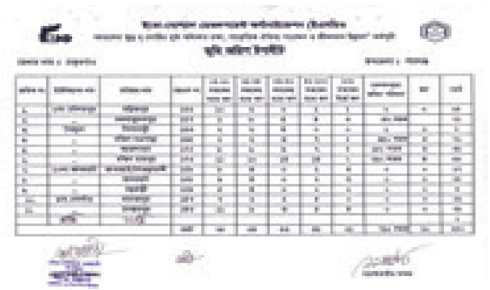

আদিবাসী সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা

সাঁওতাল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। তাদের বাসস্থান মূলত বরেন্দ্র অঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলায়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে সাঁওতালরা বহুকাল যাবৎ এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে।

এই জনগোষ্ঠী উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে কিভাবে সাঁওতাল নামে পরিচিত হয় এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন তারা সুদীর্ঘকাল 'ষাঁওত' বা সমভূমিতে বাস করার ফলে তাদের প্রচলিত নাম হয়ে পড়ে সাঁওতাল। আবার অনেকে পূর্ব জাতিগত পরিচয় 'খেরওয়ার' বলেও অভিহিত করে থাকেন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সাঁওতাল এর পরিবর্তে 'সানতাল' বলতে পছন্দ করে। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের আবার সান্দাল, সন্থাল, সান্থাল বলা হয়। আর নিজেদের মধ্যে তারা যখন আলোচনা করে তখন নিজেদের 'হড়' বলে সম্বোধন করে থাকে। 'হড়' শব্দের অর্থ মানুষ।

সাঁওতালদের ভাষা ঃ সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষাভাষী অস্ট্র-এশিয় আদি অস্ট্রেলীয় (প্রোটো অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশধর। এদের গায়ের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি, চুল কালো ও কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু। দীর্ঘমুন্ড প্রশস্ত নাসিকা সাঁওতালদের সঙ্গে মুন্ডা, ওরাওঁ, মালপাহাড়ি পাহান, কৈবর্ত ও অনুরূপ আদিবাসীদের দেহ বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিশেষ মিল রয়েছে। মিল রয়েছে তাদের গ্রাম পঞ্চায়েতি শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে তাদের নৃত্য-গীত-বাদ্য অনুরাগের ক্ষেত্রেও। সাঁওতালগণ ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আদিবাসিন্দা। এরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষি সংস্কৃতির জনক ও ধারক হিসেবে স্বীকৃত।

গোত্র ঃ অন্যান্য আদিবাসী সমাজের মতো সাঁওতাল সমাজও নানা গোত্র বা টোটেমে বিভক্ত। সাঁওতালী ভাষায় এই গোত্রগুলিকে 'পারিস' বলা হয়। সাঁওতাল সমাজ মূলত ১২টি গোত্রে বিভক্তঃ ১. কিস্কু বা কিষ্কু ২. হাঁসদাক বা হাঁসদা ৩. মুরমু বা মুর্মু ৪. হেম্বরোম বা হেমব্রম ৫. মারনদী, মারাণ্ডি বা মার্ডি ৬. সোরেন ৭. টুডু ৮. বাস্কো বা বাস্কি ৯. বেসরা ১০. পাঁওরিয়ার বা পাউরিয়া ১১. গুয়াসোরেন এবং ১২. চোঁড়ে। সাঁওতালদের গোত্রগুলো তাদের পূর্বপুরুষ কিংবা টোটেম সম্পর্কিত গাছ-গাছড়া, জীবজন্তু, পশুপাখি ইত্যাদির নামে পরিচিত। যেমন হাঁসদা গোত্রের উদ্ভব ঘটেছে হাঁস থেকে। অনুরূপ হেমব্রম সুপারি থেকে, মুরমু নীল গাভী থেকে, মারনদী ঘাস থেকে, সোরেন যোদ্ধা থেকে, টুডু বাদ্যকর থেকে ইত্যাদি। তবে সার্বিকভাবে সাঁওতালদের আদি দেবতার নাম 'মারাংবুরু' যাকে সব গোত্র মান্য করে। যার আদি নিবাস– 'হিহিড়ি-পিপিড়ি' নামক আদিভূমে।

সাঁওতাল সমাজে একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। রক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যেও নয়। এমন কি একই প্রধান গোত্রের উপগোত্রগুলোর মধ্যেও বিয়ে চলে না। আবার সংস্কারমূলক ধারণার জন্য কোন কোন ভিন্ন গোত্রের মধ্যেও বিয়ে চলে না।

ধর্মবিশ্বাস ঃ সাঁওতালদের বিশ্বাস আত্মা অমর এবং সেই অনৈসর্গিক আত্মাই সব ভালো মন্দ বিচার করে থাকে। অনৈসর্গিক এই আত্মারা সর্বব্যাপী বিচরণ করেন। মানুষের জীবনের ভালো মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল এই আত্মার সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে। তারা বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা অমর ও অবিনশ্বর।

সাঁওতালী ভাষায় দেবতাকে বলা হয় 'বোঙ্গা'। 'বোঙ্গা' যদি প্রসন্ন হন তবে সমাজ জীবনে ভালো ফল হয়। আবার কোন কারণে 'বোঙ্গা' যদি রুষ্ট হন, তবে সমাজ জীবনে ভালো ফল হয় না-অমঙ্গল হতে পারে। এজন্যই বোঙ্গাকে খুশি রাখার জন্য সাঁওতালরা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ পালন করে থাকে।

সূর্য পূর্ব দিকে উঠে বলে সাঁওতালদের কাছে পূর্বদিক পবিত্র। পূজা দেয়ার সময় বা কোন শপথ নেয়ার সময় তারা পূর্ব দিকে মুখ করে বসে।

'মারাং বুরু' সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান 'বোঙ্গা'। 'মারাং বুরু' অর্থ বড় পাহাড়। লোকশ্রুতি অনুযায়ী 'মারাং বুরু' সাঁওতাল জাতির পালনকর্তা।

তাঁদের বিশ্বাস 'মারাং বুরু'ই আদি মানব-মানবীকে দেখাশুনা করেছিলেন। তিনিই তাদের খাদ্য দিয়েছিলেন, বস্ত্র দিয়েছিলেন, হাঁড়িয়া প্রস্তুত করতে খাদ্য দিয়েছিলেন, বস্ত্র দিয়েছিলেন, হাঁড়িয়া প্রস্তুত করতে শিখিয়েছেন এবং সৃষ্টির প্রয়োজনে যৌনজীবনে প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন। তারই কথা মতো সাঁওতাল জাতি বোঙ্গাকে পূজা-অর্চনা করতে শুরু করে। 'ওরাকে' বা 'ওরা বোঙ্গা এবং 'আরকে বোঙ্গা' সাঁওতালদের পারিবারিক দেবতা। সাঁওতালরা সময় ও সুযোগ মতো এই বোঙ্গার পূজা করে থাকে। বাড়িতে কেউ অসুখ-বিসুখে পড়লে সে এই দেবতার কাছে প্রার্থনা করে।

সাঁওতালদের বিশ্বাস গ্রামের বাইরে 'জাহের থান' বা পবিত্র কুঞ্জে অধিষ্ঠিত আছে মারাং বুরু, জাহের এরা, গোঁসাই এরা, মোরেইকো, তুরুইকো এবং পরগনা। কোন 'একঘরে' সাঁওতালকে সমাজে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার সময় গ্রামের পুরোহিত জাহের থানে মারাং বুরু, জাহের এরা এবং মোরেইকো-তুরুইকো সন্তুষ্টি বিধানে পূজা করে।

সাঁওতালী জীবনে সারা বছর ধরে পূজা-পার্বণ ঘুরে ঘুরে আসে। সাঁওতাল ধর্ম ও জীবনের সঙ্গে এই পার্বণগুলো অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, অনুষ্ঠানগুলো তাদের ধর্মবিশ্বাসেরই প্রকাশ। প্রায় সকল পার্বণেই নাচ-গান, বলিদান অবশ্যম্ভাবী। বলিদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাঁওতালরা বোঙ্গা বা দেবতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

সাঁওতাল সমাজে লৌকিক হিন্দু দেব-দেবীর প্রভাবও দেখা যায়। সাঁওতাল নর-নারীরা আসলে ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে সর্বপ্রাণবাদী ও প্রকৃতি উপাসক, আবার তারা 'ঠাকুর জিউ'কে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মান্য করে। তাদের ধর্মাচারণে মূর্তিপূজার প্রচলন নেই। সাঁওতালদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তারা নারী-পুরুষ উভয়ই উল্কি চিহ্ন অঙ্কন করে।

সমাজ কাঠামো ঃ সাঁওতাল সামাজে রূপান্তর ঘটেছে, বনচারী এই আদিবাসী সম্প্রদায় একসময় বসতি স্থাপন করেছে লোকালয়ে। শিকড় ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও হিন্দু সমাজের পাশাপাশি শতাব্দীর পর শতাব্দী সহ অবস্থান করা সত্ত্বেও সাঁওতালরা স্ব-সমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। গতানুগতিক সামাজিক নেতৃত্ব এখনো বহাল আছে তাদের। গ্রাম পর্যায়ে আছেন মাঞ্ঝি বা মাঝি (গ্রামের প্রধান), জগমাঝি (নৈতিকতার অভিভাবক), পারানিক (মাঝির সহকারী), নাইকো (পুরোহিত), কুড়াম নাইকো (সহকারী পুরোহিত) এবং গোরেথ (সংবাদ বাহক)। জানগুরু বা ওঝারাও আছেন। লোকেরা হাসপাতালেও যায়, আবার জানগুরুর কাছেও যায়। খ্রিষ্টান ধর্ম বা হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তকরণ তাদের ডাইনি বিশ্বাস দূর করতে পারেনি। সাঁওতালরা তাদের সমাজে সংঘটিত যে কোন ধরনের অপরাধের বিচার স্ব-সমাজের প্রধানদের দ্বারাই নিষ্পন্ন করার পক্ষপাতি। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন স্তরের বিচারালয়ে তারা তার বিচার সম্পাদন করে থাকে।

গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ সাঁওতালদের বিচার ব্যবস্থার প্রথম স্তরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন। এরা হলেন মাঝি হাড়াম, জগমাঝি, জগ পারানিক, গোরেথ ও নায়েকে। নায়েকে তারা পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে নয়, গ্রামের পুরোহিত হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে।

পরগণা পঞ্চায়েত ঃ বিচার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে পরগনা পঞ্চায়েত। আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের প্রধান তথা মাঝি হাড়ামদের নিয়ে গঠিত হয় পরগণা পঞ্চায়েত। এদের প্রধানকে বলা হয় পারগানা। পরগণা পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা পাঁচ-ছয় জনে সীমিত থাকে। তবে এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।

দেশ প্রধানের পঞ্চায়েত ঃ সাঁওতালদের সর্বোচ্চ আদালতকে বলা হয় লা'বীর। এই সর্বোচ্চ আদালত বছরে একবার বসে থাকে। এতে এলাকার সকল জটিল সমস্যা উত্থাপিত হয় এবং সকলের আলোচনার প্রেক্ষিতে সহজেই সেসব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

এ চারটি স্তরের আদালতের বিচার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ গ্রামের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক কলহ শুরু হলে প্রথমেই তারা বিচারের জন্য যায় গ্রাম প্রধান মাঝি হাড়ামের নিকট। মাঝি হাড়াম তাদের অভিযোগ শুনে বিচারের দিনক্ষণ নির্ধারণ করে তাদের নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন। গোরেথ বিচারের জন্য

নির্দিষ্ট দিনে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যবৃন্দ ও গ্রামবাসীকে উপস্থিত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দ বাদী-বিবাদীর কথা শোনার পর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন। শাস্তি দু'ধরনের হতে পারে-আর্থিক ও দৈহিক।

পারগানার বিচার পদ্ধতি ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে যে সমস্ত বিষয় মীমাংসা সম্ভব হয় না সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের ভার পড়ে পারগানার ওপর। দুই গ্রামের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হলে পারগানা তার মীমাংসা করে দেয়। পারগানা নির্দিষ্ট এলাকার মাঝি হাড়ামদের মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

দেশ প্রধানের বিচার পদ্ধতি ঃ পারগানা যেসব সমস্যার মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন তা নিষ্পত্তির দায়িত্ব পড়ে দেশ প্রধানের ওপর। দেশ প্রধান নিজে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাকে সহায়তা করে একটি নির্বাচিত পরিষদ। তিনি নির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমেই উদ্ভূত পরিস্থিতির মীমাংসা করে থাকেন।

লা'বীর বিচার পদ্ধতি ঃ সাঁওতালদের সর্বোচ্চ আদালত লা'বীরের রয়েছে ব্যাপক ক্ষমতা। ধর্মীয় বিষয় ছাড়া সকল অমীমাংসিত বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে থাকে এই আদালতে। উল্লেখ্য যে, গ্রাম পঞ্চায়েত, পারগানা ও দেশপ্রধানের বিচার পদ্ধতি সাঁওতাল সমাজে আজও প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু লা'বীরের বিচার পদ্ধতি এখন আর চালু নেই।

সাঁওতাল সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উপরিউক্ত চার স্তরের আদালত পরিচালনার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত রয়েছেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবারে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

মাঝি হাড়াম ঃ সাঁওতাল গ্রাম প্রধানকে বলা হয় মাঝি হাড়াম। সমাজের যে কোন বিচার-আচার বা উৎসব পালন করতে মাঝির সম্মতি প্রয়োজন। মাঝি হন গণতান্ত্রিক চরিত্রের, তিনি সব সময়ই গ্রামের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকেন। মাঝি পদটি বংশানুক্রমিক। অবশ্য মাঝি কোন গুরুতর অন্যায় করলে গ্রামবাসীরা অন্য কোন ব্যক্তিকে মাঝি নির্বাচিত করতে পারে।

সাঁওতাল সমাজের কেউ মাঝির আদেশ অবহেলা বা অবজ্ঞা করতে পারে না। গ্রামে কোন বিবাহ বা তালাকের সময় অবশ্যই মাঝির অনুমোদন দরকার হয়। গ্রামে বিপদে আপদে বা সমস্যা দেখা দিলে গ্রামবাসীরা মাঝির শরণাপন্ন হয়। সোহরাই বা বাহা উৎসবের জন্য দিনক্ষণ ধার্য করার সময় মাঝি মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিকারে পাওয়া পশু-পাখির মাংস মাঝির সামনে এনে একত্র করা হয় এবং মাঝি তা রীতি অনুযায়ী বন্টন করে থাকেন। গ্রামে কোন অন্যায় অপরাধ সংঘটিত হলে থানায় বা পুলিশে খবর দেয়ার দায়িত্ব মাঝির ওপর ন্যস্ত। আবার থানায় যদি কেউ যেতে চায়, তবে আগেই মাঝির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়।

জগমাঝি ঃ গ্রামের যুবক-যুবতীর নৈতিক দিক দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেন জগমাঝি। তিনি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজের নিযুক্ত ব্যক্তি। যুব সমাজের অপরাধ প্রবণতা রোধ করা, তাদের নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতি থাকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। কোন যুবক-যুবতী অবৈধ কাজে লিপ্ত হলে জগমাঝি পাঁচজনকে ডেকে বিচারের ব্যবস্থা করে থাকেন। এই প্রথাকে বলা হয় 'কুলহি দুরুপ'। অবৈধ সম্পর্কের জন্য দায়ী যুবকের অভিভাবককে জরিমানা করা হয়। যদি যুবকটি বিয়ে করতে রাজি না হয় তবে তার পিতাকে মোটা অংকের জরিমানা করা হয়। কখনো কখনো অপরাধী যুবককে মারধরও করা হয়। আবার তার ক্ষমতার কারণে সাঁওতাল যুবসমাজ বিশেষ সম্মান দিয়ে থাকে।

পারানিক ঃ পারানিক হলো মাঝি হাড়ামের সকল কাজের প্রধান সহকারী। পারানিক গ্রামের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। মাঝির অনুপস্থিতিতে তিনিই মাঝির দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

জগ পারানিক ঃ জগমাঝির সহকারী হলো জগ পারানিক। জগমাঝির অনুপস্থিতিতে জগ পারানিক গ্রামের যুব সমাজের নৈতিক দিক দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

গোরেথ ঃ মাঝি হাড়াম তাঁর দায়-দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে লোক ডাকাডাকিসহ বিভিন্ন জনসংযোগমূলক কাজের জন্য একজন গোরেথ রাখেন। গোরেথ-এর ভূমিকা অনেকটা গ্রাম্য চৌকিদারের মতো। গ্রামে কোন সভার

আয়োজন করা হলে কিংবা কারো মৃত্যু হলে গোরেথ সবাইকে খবরটা জানিয়ে দেয়। গোরেথ সমাজের অপরিহার্য মানবিক দায়িত্ব পালন করে।

নাইকো ঃ নাইকো সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত। সাধারণত পূজা-অর্চনা করা নাইকোর প্রধান কাজ। পূজায় বলি দেয়া পশুর মাথার অংশ নাইকো পেয়ে থাকে। গ্রামবাসী যখন শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তখন তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা তথা পূজা করা নাইকোর কাজ। এই পূজার জন্য যে পাঁচটি মোরগ বলি দেওয়া প্রয়োজন হয়, তার ব্যবস্থা নাইকোই করে থাকেন।

কুড়াম নাইকো ঃ কুড়াম নাইকো হলো সহকারী পুরোহিত। সাধারণত গ্রামের বাইরের পূজা-অর্চনাদির কাজ কুড়াম নাইকো করে থাকেন।

জানগুরু ঃ সাঁওতাল সমাজে জানগুরুকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন তান্ত্রিক বলে ধারণা করা হয়। জানগুরু কোন মহিলাকে সরাসরি ডাইনি ঘোষণা করতে পারে। জানগুরুর নির্দেশে এলাকাবাসী ডাইনিকে নির্যাতন, কখনো কখনো হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। জানগুরু প্রকৃতপক্ষে সরলপ্রাণ আদিবাসীদের মধ্যে এক শ্রেণির ধূর্ত ও চালাক লোক। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তারা সহজ-সরল কুসংস্কার আচ্ছন্ন সাঁওতালদের ঠকায়। শিক্ষিত সাঁওতাল সমাজে এবং খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত সমাজে জানগুরু বা ডাইনি সংকট নেই বললেই চলে।

শিক্ষা ঃ সাঁওতালরা শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত পিছিয়ে। সাঁওতালদের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা বর্তমান শিক্ষা মাধ্যম। বলাবাহুল্য, শিক্ষা মাধ্যম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের ভাষার কোন গুরুত্বই এ দেশে দেওয়া হচ্ছে না। এর কুফল সাঁওতালদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে দুরবস্থার পেছনে রয়েছে সীমাহীন দারিদ্র ও সামাজিক বিধি-নিষেধের অন্তরালের রক্ষণশীল মনোভাব। সাঁওতালদের শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার পেছনে রয়েছে আরো নানা কারণ।

বাংলাদেশে সাঁওতালদের শিক্ষার হার নিম্ন পর্যায়ে অবস্থানের মূল কারণ যে ভাষা সমস্যা এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু বিলম্বে হলেও আদিবাসীরা আত্মবিশ্লেষণ শুরু করেছে। তাই সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা এখন দল বেঁধে নিজেদের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। দেশে এবং দেশের বাইরেও বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আজ খুঁজে পাওয়া যায় সাঁওতাল শিক্ষার্থী।

সাঁওতালী ভাষা ঃ অন্যান্য অনেক আদিবাসীর ভাষার মতো সাঁওতালী ভাষারও কোন লিখিত বর্ণমালা নেই। তাদের মৌখিক শিক্ষা বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে চলে এসেছে এবং সগর্বে তারা এর অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালী ভাষার ওপর 'আলচিকি' নামে বর্ণমালা তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবতার কারণেই এই বর্ণমালা প্রসারতা লাভ করেনি। সাঁওতালী ভাষাকে লিখিত রূপ দেয়া, অভিধান তৈরি করা, পুস্তক রচনা ও লোককাহিনী সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে মিশনারীরা অগ্রণী এবং অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ অনেকটাই দ্বিভাষী হয়ে উঠেছে। সাঁওতালী ভাষা ছাড়াও তারা বাংলা বলতে অসুবিধা বোধ করে না। এমনকি তাদের ভাষাতেও অসংখ্য বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে বাংলা ভাষার সঙ্গে সাঁওতালী ভাষার দুস্তর পার্থক্য রয়েছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে উঠতি বয়সী এবং শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে অনভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। কারণ হিসেবে শিক্ষার্থীরা বলছে, যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বন্ধু-বান্ধব বিশেষত বাঙালি সমাজে বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করায় তারা বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

উত্তরাধিকার ও উৎপাদন পদ্ধতি ঃ সাঁওতাল সমাজ পিতৃপ্রধান। সমাজে পুরুষের আধিপত্য অপেক্ষাকৃত বেশি। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রদের অধিকার সমাজে রয়েছে। মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তির কোন দাবিই করতে পারেনা। তবে সম্পত্তি বণ্টনের সময় তারা প্রত্যেক মেয়েকেই একটি করে গাভী প্রদান করে থাকে। তবুও, পারিবারিক জীবনে নারীর ভূমিকা কম নয়। জীবিকা অর্জনে বা কর্মজীবনে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সাঁওতাল নারী-পুরুষ উভয়ই মাঠে কাজ করে। তবে, জমিচাষের কাজ সাধারণত পুরুষদের হাতেই ন্যস্ত। কেননা, পশুচালনার ব্যাপারে নারীরা

পারদর্শী ও সাহসী নয়। তবে, বীজবোনা ও ফসল তোলার কাজ নারীরাই সম্পন্ন করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, নারীরা যেমন সন্তান উৎপাদনে সক্ষম, তেমনি ফসলের বীজ তাদের হাতে বোনা হলে ফসলও অধিক ফলবে। সাঁওতালদের বিশ্বাস মেয়েরাই সর্বপ্রথম কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আদিবাসীদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা একই সাথে শিকারি এবং কৃষি কাজে ব্যাপ্ত।

আচার-আচরণ ঃ সাঁওতালরা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। উচ্চাভিলাষ তাদের নেই বললেই চলে। সারা বছর বিভিন্ন পার্বণ ও সামাজিক উৎসব এবং অনুষ্ঠানাদি সাঁওতাল সম্প্রদায় যথাযথ মর্যাদা ও আনন্দের সঙ্গে পালন করে থাকে। অনুষ্ঠানগুলিতে খাওয়া-দাওয়া, নাচ ও গানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নাচ-গানে তারা ঢোল, মাদল, বাঁশি, তালা, নাগারা, খঞ্জনী, ডুঙুর ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। শান্ত প্রকৃতির হলেও তারা প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। তবে তারা অন্যায় বুঝতে পারলে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। অন্যায়ের কাছে মাথানত না করে তারা প্রতিবাদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধা বোধ করে না। উদাহরণ, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে অনুষ্ঠিত কৃষক বিদ্রোহ। আবার ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাঁওতালদের ভূমিকা স্মরণীয়।

খাদ্য ঃ সাঁওতালদের প্রিয় খাদ্য ভাত। বনের পশু-পাখি, ফল-মূল, নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরের নানা প্রকারের মাছ তাদের প্রিয় খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে আবহমান কাল থেকে। মাছ ছাড়াও মাংসের প্রতি রয়েছে তাদের বেশ আগ্রহ। তারা গৃহপালিত চতুষ্পদ ও দ্বিপদ প্রাণী, যথা-গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর, হাঁস-মুরগী প্রভৃতির মাংস খায়। বন্যপ্রাণী খরগোশ, বেজি, নেউল, কাঠবিড়ালী, জলজপ্রাণী– কচ্ছপ, বাইম, কুচে, কাঁকড়া, শামুক, এবং ইঁদুর তারা খেয়ে থাকে। তাদের পুষ্টিকর খাদ্য তালিকায় রয়েছে হাঁস-মুরগী, পাখি ও কচ্ছপের ডিম। শাক-সব্জি তাদের তালিকায় অপরিহার্য উপাদান।

সাঁওতালরা দুগ্ধজাত খাদ্য খেতে অভ্যস্ত। ছানা, দুধ, মাখন, দই তাদের প্রিয় খাবার। চিড়া, মুড়ি, খই তারা নিজেরাই তৈরি করে। এছাড়া চিড়া, মুড়ি ও খইয়ের সঙ্গে গুড় মিশ্রিত করে নাড়ু, মোয়া, মুড়কি সাঁওতাল রমণীরা তৈরি করে থাকে। সাঁওতাল রমণীরা বিভিন্ন প্রকার পিঠা-পুলি তৈরিতেও সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে পাকানো পিঠা, সাজি পিঠা, ভাপাপিঠা, পুলিপিঠা, পাটিসাপটা, তালপিঠা, তেলের পিঠা, চিতই পিঠা তারা বাড়িতে তৈরি করে এবং নানা অনুষ্ঠানে খেয়ে থাকে। তবে অন্যান্য পিঠার চেয়ে চিতই পিঠাই তাদের সবচেয়ে প্রিয়। খিচুড়ি সাঁওতালদের খাদ্য তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান এবং সাধারণ ও দরিদ্র শ্রেণির সাঁওতালদের মধ্যে পান্তাভাত অতিপ্রিয় খাদ্য।

মাদক জাতীয় পানীয় ঃ সাঁওতাল নর-নারীরা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনে খুবই অভ্যস্ত। তাদের সমাজে অতিথি আপ্যায়ন ও উৎসব অনুষ্ঠানে মাদক জাতীয় দ্রব্য পান করা ঐতিহ্য হিসেবে পালনীয়। তাদের যে কোন ধর্মীয় এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানের তালিকায় থাকে প্রধানত হাঁড়িয়া বা ভাত পঁচানো পানি। নেশা জাতীয় দ্রব্য তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য পানীয় ছাড়া পূজা-পার্বণেও এর ব্যবহার অপরিহার্য। নেশা জাতীয় পানীয় সম্পর্কে তাদের সমাজে বহু উপকথা ও পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে। এ নেশা জাতীয় পানীয় তারা নিজেরাই প্রস্তুত করে। যেহেতু ভাতকে পঁচিয়ে এ পানীয় তৈরি হয় তাই একে পঁচানি বলা হয়। তবে উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই পঁচানি নামের চেয়ে হাঁড়িয়া নামেই এর পরিচিতি রয়েছে।

সাঁওতাল সমাজে উৎসব ব্যতিরেকে নেশা জাতীয় পানীয় পান করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয় না, তবে নেশার কারণে বহু সাঁওতাল পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। সাঁওতাল সমাজের নারীরাও হাঁড়িয়া ও ধুমপানে অভ্যস্ত।

পোশাক ঃ সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে পুরুষদের নেংটি আর নারীদের ফতা নামে দু'খণ্ড ক্ষুদ্র মোটা কাপড়। পুরুষরা শুধু নিম্নাঙ্গে নেংটি এবং নারীরা একখণ্ড বস্ত্র পড়তো নিম্নাঙ্গে অপরটি পরতো উর্ধ্বাঙ্গে। নিম্নাঙ্গের বস্ত্রটি কোমর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে থাকতো আর উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্রটি বক্ষদেশ ঢেকে কাঁধ পেরিয়ে তা পিঠ বরাবর ঝুলে থাকতো। বর্তমানে নেংটি কিংবা ফতা তেমন কেউ পরে না। অতি দরিদ্র এবং বয়োবৃদ্ধ দু'একজন পুরুষকে কখনো কখনো নেংটি পরতে দেখা যায়। তবে ফতা নামের ক্ষুদ্র দু'টি কাপড়ে ঢাকা কোন সাঁওতাল রমণী মোটেও চোখে পড়ে না।

বর্তমানে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পুরুষ লুঙ্গি পরে। কেউ কেউ ধুতি পরে। তবে উর্ধ্বাঙ্গে শার্ট ও পাঞ্জাবি পরে থাকে। শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলেরা প্যান্ট শার্ট পরে এবং স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা সালোয়ার, কামিজ ও শাড়ি পরে। সাঁওতাল রমণীদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র শাড়ি। এর সঙ্গে ব্লাউজ সায়া পরে। তবে গ্রামের অশিক্ষিত সাঁওতাল রমণীদের মধ্যে বক্ষবন্ধনী পরার রীতি এখনও গড়ে উঠেনি।

বর্তমানে সাংস্কৃতিক নেতিবাচক অভিঘাতের ফলে সাঁওতালসহ অন্যসব আদিবাসী সমাজে নারীদের সনাতনী পোশাক ব্যবহারে পরিবর্তন হচ্ছে। মেয়েরা সালোয়ার, কামিজ আর নারীরা মাথায় স্কার্ফ, ঘোমটা পড়তে শুরু করেছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নারীর পোশাকে এই পরিবর্তন এসেছে বলে ধরে নেয়া যায়।

অলঙ্কার ঃ সাঁওতাল রমণীরা সৌন্দর্য প্রিয়। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে তারা নিজেদের সৌন্দর্য-মণ্ডিত করতে ভালোবাসে। এজন্য তারা অলংকার পরে থাকে। তাদের অলংকারে তেমন বৈচিত্র্য নেই। যেহেতু সাঁওতালরা দরিদ্র যেহেতু তাদের পক্ষে স্বর্ণালঙ্কার পরা সম্ভব হয় না। তাই তারা মূলত রূপার অলংকার পরে থাকে। তাদের ব্যবহার্য অলংকারের মধ্যে রয়েছে গলায় হাঁসুলি, মালা ও তাবিজ- যাকে সাঁওতালী ভাষায় বলে মান্দালী, কানে দুল, নাকে নথ ও মাকড়ি, সিঁথেয় সিঁথিপাটি, হাতে বালা, চুড়ি ও বটফল, বাহুতে বাজু। কোমড়ে বিছা বা হাড়াহাড়ি, পায়ে বাকী তাদের ভাষায় বঙ্কী, হাতের আঙ্গুলে অঙ্গুরী এবং পায়ের আঙ্গুলে বটরী ইত্যাদি।

সাঁওতাল রমণীরা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রকৃতির ফুল-পাতা দিয়ে সাজতে পছন্দ করে। তারা শিমুল ফুল, চম্পাফুল বা কবরীফুল খোঁপায় গুঁজে রূপসজ্জা করে থাকে। ফুল ছাড়া অনেক মেয়ে খোঁপায় কাঁটা পরে, কেউ কেউ রঙিন ফিতা দিয়ে খোঁপা সাজায়। শরীর পরিষ্কার করার জন্য তারা এক প্রকার মাটি ব্যবহার করে যাকে তাদের ভাষায় 'নাড়কা হাসা' বলে। ঠোঁট, কপাল ও সিঁথি এবং হাত-পা রঙিন করার জন্য তারা আলতা এবং সিঁদুর ব্যবহার করে। দেহকে সুবাসিত করার জন্য তারা কারখানায় তৈরি সাবানের সঙ্গে সুগন্ধী তেলও ব্যবহার করে।

গৃহ ও গৃহস্থালি দ্রব্যাদি ঃ সাঁওতাল সমাজের নিজস্ব পরিচয় লক্ষ করা যায় তাদের গৃহ-গৃহস্থালি নিজেদের আঙ্গিকে সাজানো দেখে। প্রায় প্রতিটি সাঁওতাল পরিবারের ঘরের দেয়াল মাটির আর ছাউনি শন ও খড়ের। তাদের অধিকাংশ ঘর আকারে ছোট। মাথা উঁচু করে খুব কম ঘরেই ঢোকা যায়। ঘরগুলো হয় চারচালা বিশিষ্ট। চারচালা ঘরের চারপাশে থাকে বারান্দা। ঘরের দরজা তৈরি হয় সাধারণত বাঁশ-কাঠ দিয়ে। বেশিরভাগ ঘরেই জানালা থাকে না। বোঙ্গার (অপদেবতা) ভয়ে নাকি তারা জানালা বিহীন ঘরে বসবাস করে। বোঙ্গা তাদের কাছে খুবই ভীতিকর। জানালা পথে বোঙ্গার দৃষ্টি বিপদজনক মনে করেই তারা ঘরে জানালা কাটে না বলে জানা যায়।

সাঁওতালদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। ফলে, তাদের স্বাস্থ্য খুব ভালো এবং দেহের গঠন সুঠাম। এদের চেহারা যেমন চকচকে, বাড়িঘরও তেমনি ঝকঝকে তকতকে। তাদের ঘরের দেয়ালে বিচিত্র ধরনের নকশা দেখা যায়। এই বিচিত্র নকশা তৈরিতে তারা কোন রঙ ব্যবহার করেনা। প্রকৃতিগত থেকে প্রাপ্ত মাটির বিভিন্ন স্তরের রঙকে তারা নানাভাবে ব্যবহার করে।

সাঁওতালদের গৃহে খুব কম আসবাবপত্র থাকে। বিত্তবান ও শিক্ষিত পরিবারে চৌকি, খাট এবং লেপ-তোষক ও বালিশের ব্যবহার আছে। দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ মানুষ শোয় বাঁশ ও দড়ির তৈরি খাটিয়াতে অথবা মাদুরের ওপর। শিক্ষিত পরিবারে চেয়ার-টেবিল এবং সাধারণ পরিবারে টুল ও পিঁড়ির ব্যবহার আছে। তাদের থালা, বাসন প্রায় সবই কাঁসা ও এলুমিনিয়ামের, মাটির বাসন-কোসনের ব্যবহার নেই বললেই চলে। মশলা তৈরির জন্য সব পরিবারেই শিল-পাটা দেখা যায়। ব্যবহার্য দ্রব্য হিসেবে চাঁড়ি, টুকরি, কুলো, চালুন, ডালা, ঝাটা সব পরিবারেই পরিলক্ষিত হয়। সাঁওতাল গৃহে শিকার ব্যবহার নেই।

সাঁওতাল গৃহে রান্নাঘর তেমন লক্ষ করা যায় না। বারান্দা বা বাড়ির আঙ্গিনায় রান্নার কাজ করে থাকে। তারা এক মুখো চুলোর চেয়ে দুই বা ততোধিক মুখ বিশিষ্ট চুলো বেশি ব্যবহার করে।

চাষাবাদের জন্য তারা লাঙ্গল, জোয়াল, কোদাল, নিড়ানী, মই ইত্যাদি ব্যবহার করে। একসময় শিকার ছিল সাঁওতালদের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন।

এখন উত্তরাঞ্চলে বন-জঙ্গল নেই বললেই চলে। তবুও, প্রতিটি পরিবারে রয়েছে শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি। তীর, ধনুক ও চৌকা গ্রাম প্রতিটি পরিবারে সযত্নে রাখা হয়।

চিকিৎসা ও চিকিৎসক ঃ একবিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার চরম শিখরেও সাঁওতাল সম্প্রদায় এখনও চিকিৎসার জন্য ওঝার উপর নির্ভরশীল। ওঝা মন্ত্রপূত তেল, জল, গাছ-গাছড়া ও লতাপাতার তৈরির ঔষধ, ঝাড়-ফুক, তুক-তাক, মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করে থাকে। সাধারণত আধুনিক চিকিৎসার শরণাপন্ন না হওয়ার কারণ আর্থিক অস্বচ্ছলতার চেয়ে ওঝার উপর তাদের আজন্ম বিশ্বাস ও সংস্কারেরই প্রভাব বেশি। অনেক সময় ওঝা তার চিকিৎসা ফি ও ঔষধের মূল্য হিসেবে অসুস্থ ব্যক্তির নিকট থেকে মদ গ্রহণ করে থাকে। ওঝা মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন করে রোগীর রোগ নির্ণয় করে। তারা রোগের কারণ উদঘাটনে গ্রামের অনেক অসহায় মহিলাকে ডাইনি বলে চিহ্নিত করে এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অসুস্থ ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কালো ছাগল, একটি লাল মোরগ এবং টাকা দাবি করে। এগুলো ডাইনির নামে উৎসর্গ করলে ঐ রোগী সুস্থ হয়ে যেতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করে। তবে বর্তমানে শিক্ষিত, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সচেতনতামূলক কর্মকান্ডে অনেকেই সচেতন হয়ে এবং ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত সাঁওতালদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাস আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে এবং আধুনিক চিকিৎসার প্রতি তারা তুলনামূলকভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে।

উৎসব অনুষ্ঠান ঃ সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার সমন্বয়েই মানুষের জীবন। সাঁওতালদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়, তবে তাদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়েছে দুঃখই যেন তাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সেই দুঃখের কাছে তাদের পরাজয় ঘটেনি। কঠোর শ্রম, অদম্য মানসিক বল আর শিল্পীত মননে তাদের জীবন হয়ে উঠেছে গতিশীল, কর্মচঞ্চল ও আনন্দমুখর।

সাঁওতালরা পারিবারিক জীবনের কথোপকথনে ব্যবহার করে তাদের মাতৃভাষা, উৎসব অনুষ্ঠানে অনুসরণ করে সুপ্রাচীন ধারা। তারা প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান যথা সোহরাই, বাহা, এরো উৎসব পালন করে জাতীয়ভাবে মহাধুমধামের সঙ্গে। তারা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানও পালন করে বেশ-জাঁকজমকভাবে।

জন্ম ঃ সন্তান প্রসবকালে গর্ভবতী নারীর জন্য এরা কোন আলাদা আঁতুরঘর নির্মাণ করে না। প্রসবকালে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ধাত্রীকেও এরা ডাকে না; প্রসবের দায়িত্ব সাধারণত তাদের সমাজের অভিজ্ঞ মেয়েরাই পালন করে থাকে। প্রসূতির অবস্থা সংকটাপন্ন হলে ডাকা হয় তাদের সমাজের ওঝাকে। ওঝা মন্ত্রপূত তেল-জল, গাছ-গাছড়া, লতা-পাতার তৈরি ঔষধ অথবা ঝাড়ফুঁক করে প্রসূতিকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে। সাঁওতাল সমাজের লোকেরা সাধারণত আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে অনাগ্রী। প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার চেয়ে ওঝাদের প্রতি তাদের বিশ্বাস অগাধ।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে আনন্দের সীমা থাকে না। ধাত্রীও উৎফুল্ল হৃদয়ে নবজাতকের নাড় কাটে। নাড়ি কাটার ক্ষেত্রে ছেলেদের তীর-ধনুকের সম্মুখভাগের লোহার নির্মিত ধারালো অংশ এবং মেয়েদের ঝিনুক ব্যবহার করা হয়। তারা বিশ্বাস করে ধনুকের সম্মুখভাগের ধারালো অংশ দিয়ে কাটলে সে ছেলে বড় হয়ে দক্ষ তীরন্দাজ হবে এবং ঝিনুক দিয়ে নাড়ি কাটলে সে মেয়েটি বড় হয়ে ঝিনুক কুড়ানি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবে। তারা শিশুর নাড়ি কোথাও না ফেলে ঘরের চালের দুই রুয়ার মাঝখানে গুঁজে রাখে। এতেপ্রসূতি ও নবজাতক বোঙ্গা বা অপদেবতার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। সাঁওতাল সমাজে শিশুর মাথার চুল কাটার প্রথা প্রচলিত রয়েছে তাদের সমাজের পাঁচদিন বয়সে প্রথম মাথার চুল কামান এবং এক মাস বয়সে দ্বিতীয় মাথার চুল কামান হয়।

শিশুর নামকরণকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল সমাজে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সাধারণত শিশুর বয়স তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। সাঁওতাল সমাজে শিশুর নামকরণের সময় যা নির্ধারণ করা হোক না কেন নাম রাখার ব্যাপারে তারা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। নিয়মটি হচ্ছে-নবজাতক পুত্রসন্তান হলে তার নাম পিতামহের নামের সঙ্গে মিল রেখে

এবং কন্যা সন্তান হলে তার নাম রাখে তার মাতামহীর নামের সাথে মিল রেখে। নামকরণের দিন অভিভাবকরা ধাত্রীকে সাধ্যানুযায়ী পুরস্কার স্বরূপ অর্থ প্রদান করে থাকে।

বিয়ে ঃ মানব জীবনের একটি অপরিহার্য সামাজিক বন্ধন বিয়ে। সাঁওতালরা বিয়েকে 'বাপ্‌লা' বলে। সাঁওতাল সমাজের বিয়ের পদ্ধতির সবটাই লোকাচার নির্ভর। এ সমাজে বর্তমানে চার প্রকার বিয়ের প্রচলন দেখা যায়। যথা-

১. ডাঙ্গুয়া বাপ্‌লা বা আনুষ্ঠানিক বিয়ে,
২. আঙ্গির বাপ্‌লা বা প্রেমঘটিত বিয়ে,
৩. অ-র বাপ্‌লা বা বলপূর্বক বিয়ে এবং
৪. ইত্‌তু বাপ্‌লা বা কৌশল বিয়ে ।

১. ডাঙ্গুয়া বাপ্‌লা ঃ বর-কনের অভিভাবকদের পছন্দ অনুযায়ী যে বিয়ে সম্পাদিত হয় সাঁওতাল সমাজে তাকে ডাঙ্গুয়া বাপ্‌লা বলে। সাঁওতাল সমাজে প্রায় ৯০ শতাংশ বিয়ে হয় এই পদ্ধতিতে। এ ধরনের বিয়েতে পাত্রপক্ষই কনে নির্বাচন করে। তারপর উভয়পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে উভয় পরিবার প্রধান সম্মত হলে বিয়ে সম্পাদন হয়। তবে এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীরও মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ বিয়েতে ঘটকের (সাঁওতালী ভাষায় রায়বারী) ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

উভয় পরিবারের সম্মতিতে এবং ঘটকের তৎপরতায় ডাঙ্গুয়া বিয়ে হলেও সবকিছুই মূলে ভূমিকা পালন করেন গ্রামের প্রধান মাঝি হাড়াম। ঘটক মাঝি হাড়ামের মাধ্যমেই কনের পিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে থাকে। কনে পক্ষের লোকজন পাত্রকে দেখার জন্য যেমন সরাসরি পাত্রের পিতার বাড়িতে না গিয়ে মাঝি হাড়ামের বাড়িতে যায়। ঠিক তেমনি পাত্রপক্ষও মাঝি হাড়ামের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। মাঝি হাড়াম পাত্রপক্ষকে কনের বাড়িতে নিয়ে যায়। পাত্রের মা সাধ্যানুযায়ী অলংকার কনেকে দিয়ে আশীর্বাদ করে। এরপর ঘটকের সক্রিয় তৎপরতায় বিয়ে সম্পাদিত হয়। মাঝি হাড়াম উপস্থিত উভয়পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের সামনে উভয়পক্ষের অভিভাবকদের বিয়ে সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি বাক্য পাঠ করান। প্রতিশ্রুতি বাক্যটি হচ্ছে-"এখন থেকে বর-কনের বৈবাহিক সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়ে গেল, কোন অবস্থাতেই এর হেরফের হবে না।" মাঝি হাড়ামের সঙ্গে উভয়পক্ষের অভিভাবকও সমস্বরে প্রতিশ্রুতি বাক্য পাঠ করে বলে, "না তারা আর অন্য কোথাও তাদের পুত্র বা কন্যার বিয়ে দেবেনা।"

বিবাহের মূলপর্ব শেষ হওয়ার পর অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। মারোয়া সাজানো, গীতবাদ্য, ভোজপর্ব, হাঁড়িয়া পান ইত্যাদি বিবাহবাড়ির পরিবেশকে জমজমাট করে তোলে।

২. আঙ্গির বাপ্‌লা ঃ সাঁওতাল সমাজে এ ধরনের বিয়ে এক সময় প্রচুর পরিমাণে হতো। বর্তমানে হয়, তবে খুব বেশি পরিমাণে নয়। পূর্বে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা কর্মজীবনে পরস্পরের খুব কাছাকাছি হতো, গড়ে উঠতো গভীর সম্পর্ক। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও যুবক-যুবতীরা একে অপরের সান্নিধ্যে এসে পরস্পরকে জানার সুযোগ পেত। পরববর্তীতে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতো এবং অতি সহজেই দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ করে নিতো। যার ফলশ্রুতিতে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। এ ধরনের বিয়েই সাঁওতাল সমাজে আঙ্গির বাপ্‌লা বা প্রেমঘটিত বিয়ে নামে পরিচিত। পূর্বে সাঁওতালদের অধিক বয়সে বিয়ের রীতি প্রচলিত ছিল, তাই সদ্য যৌবনপ্রাপ্তরা এভাবে নিজেরাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো।

আঙ্গির বাপ্‌লা সম্পাদনের পর সদ্য বিবাহিত যুবক-যুবতী মাঝি হাড়ামের মাধ্যমে উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সামনে তাদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও বিয়ের কথা উপস্থাপন করে। পরস্পর সম্মতি প্রদানের পরই প্রেমিক তার প্রেমিকার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এভাবেই আঙ্গির বাপ্‌লা পূর্ণাঙ্গতা পায়।

৩. অ-র বাপ্‌লা বা বলপূর্বক বিয়ে ঃ কখনো হয়তো কোন সাঁওতাল যুবক কোন সাঁওতাল যুবতীর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। অথচ যুবতীটি তাকে পছন্দ করে না বা যুবকটি যে তাকে ভালোবাসে তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে না। সেক্ষেত্রে যুবকটি কৌশলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যুবতীটিকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। সুযোগের সন্ধানে থাকতে থাকতে সে যখন মেয়েটিকে কাছে পায় তখন জোরপূর্বক তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে দেয়। একবার কোন সাঁওতাল যুবতীর

কপালে সিঁদুরের চিহ্ন পড়লে সে সিঁদুর মাখিয়েছে তার সঙ্গে বন্ধন খণ্ডন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে গ্রামের মাঝি হাড়াম উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সামনে যুবতীর মতামত প্রকাশের জন্য সভার আয়োজন করেন। যুবতী যদি সম্মতি জ্ঞাপন করে তাহলে বিয়ের কোন বাকী থাকে না। আর যদি অসম্মতি জ্ঞাপন করে তাহলে যুবককে সামাজিকভাবে দণ্ড প্রদান করা হয়।

৪. ইততু বাপ্‌লা বা কৌশল বিয়ে ঃ কোন সাঁওতাল যুবক যদি কোন সাঁওতাল যুবতীর প্রেমে পড়ে অথচ যুবতী তাকে মোটেও পছন্দ করে না তখন সেই যুবক ছলে বলে কৌশলে সেই যুবতীর কপালে সিঁদুর পড়িয়ে দেয়। সাঁওতালদের মধ্যে একটি সংস্কারবদ্ধ ধারণা যে, অবিবাহিতা মেয়ের কপালে সিঁদুরের চিহ্ন দিলে তাকে আর অন্যত্র পাত্রস্থ করা চলবে না। এ অবস্থায় মেয়েটি তার পিতা-মাতার কছে অকপটে ঘটনাটি খুলে বলে। তারপর সকলের সহযোগিতায় মেয়ের পিতা সেই যুবককে গ্রামের মাঝি হাড়ামের সামনে হাজির করে এবং তার বিচার হয়। বিচারে তাকে অপরাধী করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যদি সে যুবক জরিমানা প্রদান করে তবে বোঝা যায় সে সমাজের মধ্যে সে খুব নীচ প্রকৃতির লোক এবং শয়তানী করাই তার উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়।

বিধবা বিবাহ ঃ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মাঝে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। সাঁওতালী ভাষায় বিধবাকে 'রাণ্ডি' বলা হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তারা বিয়ে করার অনুমতি পেলেও বিধবা বিবাহকে তারা সুনজরে দেখে না। বিধবাদের বিবাহ সাধারণত দোজবরের সঙ্গে হয়ে থাকে।

তালাক প্রথা ঃ সাঁওতাল সমাজে তালাক প্রথার প্রচলন রয়েছে। সাধারণত চরিত্রহীনা মেয়েরাই তালাক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সাঁওতালী ভাষায় তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের 'ছাডইউ' বলা হয়। এদের বিবাহ সাধারণত দোজবরের সঙ্গে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিবাহকে তারা 'নিকাহ' বলে।

পণ প্রথা ঃ সাঁওতাল সম্প্রদায়ে কনেপণ দেয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। তবে এ পণের পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। এছাড়া উপহার দেয়ার রীতিও প্রচলিত রয়েছে সাঁওতাল সমাজে। কনের ভাইকে এঁড়ে বাছুর দেয়া-এ ধরনের একটি নিয়ম প্রচলিত। বিয়ের সময় কনের চাচা যদি বরের কাছে এঁড়ে বাছুর দাবি করে তবে সে দাবিও বর পূরণ করতে বাধ্য হয়। তবে চাচাও বিনিময়ে কনেকে বিভিন্ন অলংকার, থালাবাসন ইত্যাদি উপহার দিয়ে থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ঃ সাঁওতাল সমাজে কেউ মারা গেলে সে সংবাদ প্রথমে গ্রামের মাঝি হাড়ামের নিকট পৌঁছানো হয়। মাঝি হাড়াম তখন সে সংবাদ গোরেথ-এর মাধ্যমে গ্রামের সবাইকে অবগত করান। মৃত্যুসংবাদ শুনে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা মৃতব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার আত্মীয়-স্বজনের নিকট সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সাঁওতাল সমাজে পূর্বে দাহ করার নিয়ম চালু থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় মৃতদেহ করবস্থ করার নিয়ম চালু রয়েছে। কাঠ ও খড়ির দুস্প্রাপ্যতা ও মূল্যবৃদ্ধির কারণেই দাহ করা বন্ধ হয়ে গেছে। মৃতদেহকে কবরে নেয়ার পূর্বে সাবান দিয়ে ভালো করে ধোয়ার পর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। মৃতের আত্মীয় স্বজনেরা হলুদ মেশানো তেল মাখিয়ে তার কাপড়ের কোণে সাধ্যমত টাকা পয়সা বেঁধে দেয়। তাদের বিশ্বাস মৃতব্যক্তি পরকালে জীবিত হয়ে স্বর্গে যাবে এবং এসব জিনিস ব্যবহার করবে। খাটিয়া বা বাঁশের মাচায় করে মৃতদেহ বহন করে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় খৈ ছিটানো হয় এবং সঙ্গে পুরাতন কুলা, ঝাঁটা, মাটির কলস, কাঁসার বাটি, বাটা সরিষা, তেল, ধান, সিঁদুর, এক ধরনের মাটি (নাড়কা হাসা) ও একটি মুরগীর বাচ্চা নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃতব্যক্তির কল্যাণার্থে তার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার রীতিও সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত রয়েছে। মৃতব্যক্তির পারিবারিক সাধ্য ও সুযোগমতো এ অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে।

উৎসব, পালা-পার্বণ ঃ বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। এ প্রচলিত কথাটি সাঁওতাল সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফাল্গুন মাস থেকে তাদের বছর গণনা শুরু হয় এবং মাঘ মাস পর্যন্ত তাদের উল্লেখযোগ্য পূজা-পার্বণের মধ্যে ফাল্গুন মাসে বাহা উৎসব, চৈত্র মাসে বোঙ্গাবুঙ্গি উৎসব,

বৈশাখ মাসে হোম, জ্যৈষ্ঠ মাসে এরোরা সার্দার, আষাঢ় মাসে হাড়িয়াও, ভাদ্র মাসে ছাড়া, আশ্বিন মাসে দিবি ,কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে নওয়াই এবং পৌষ মাসে সোহরাই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জীবন ঘনিষ্ঠ উৎসব বলতে যা বোঝায় তা সাঁওতালী সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। তাদের নৃত্য, গীত, কোমর জড়াজড়ি করে সম্মিলিত নাচ, ঢোল, মাদল, বাঁশির সুর সবই যেন জীবনের মূর্ত প্রতীক। জীবন থেকে উঠে আসা এই সংস্কৃতি আজও অমলিন। এবারে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সোহরাই ঃ সাঁওতালদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ উৎসব হলো সোহরাই উৎসব। পৌষ-মাঘ মাসে এ উৎসব উদযাপিত হয়। এ সময় আমন ধানে সবার ঘর ভরে ওঠে। নির্বিবাদে ফসল ঘরে তোলার জন্য ফসল দেবতাকে ধন্যবাদ জানানোই এই পূজা-উৎসবের মূল্য উদ্দেশ্যে। গ্রামের লোকেরা মাঝি হাড়ামের কাছে গিয়ে উৎসবের দিন ধার্য করে। সপ্তাহব্যাপী চলে উৎসব। এই উৎসবের প্রারম্ভে 'উম' (পবিত্রকরণ) নিয়মের মাধ্যমে বাড়ি-ঘর ও উঠান-আঙ্গিনা পানি এবং গোবরের ছিটা দিয়ে পবিত্র করা হয়। তারপর তারা দলবদ্ধ হয়ে মাঠে যায় এবং সেখানে নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়।

সোহরাই উৎসবের সাতদিন ধরে চলে পূজা, নাচ-গান, ভোজসভা, পঁচানি বা হাঁড়িয়া খাওয়া ইত্যাদি। যুবক-যুবতীরা বিচিত্র সাজে-মেয়েরা শাড়ি পড়ে, খোঁপায় শিমুল বা মহুয়া ফুল গুঁজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচ গান করে। উৎসবের সময় তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। সাঁওতাল সমাজের মাঝি, জগমাঝি, পারানিক, নাইকে ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ সময় শোভাযাত্রা করে এবং ঘরে ঘরে পিঠা-পুলি তৈরি হয়।

সোহরাই উৎসবের পঞ্চম দিন পাড়ার সকলে মিলে নদীতে বা খালে বিলে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরার পর মাঝি হাড়াম সেই মাছগুলো গ্রামের অংশগ্রহণকারীদের পরিবার অনুসারে ভাগ করে দেন। উৎসবের ষষ্ঠ দিন তারা নিজের বাড়িতে না খেয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে থাকে। সোহরাই উৎসবের সময় শিকার করার একটি রীতি প্রচলিত আছে। গ্রামের লোকেরা দলবেঁধে শিকারে যায় এবং শিকারে প্রাপ্ত পশু-পাখির মাংস তারা ভাগ করে দেয়। এসব গ্রামে খেলাধুলারও (কুস্তি, লাঠি খেলা, তীর চালনা ইত্যাদি) আয়োজন করা হয়ে থাকে। খেলা শেষে যুবকেরা বাড়ি ফিরে গেলে মেয়েরা তাদের পা ধুয়ে দেয়।

সোহরাই উৎসবের প্রধান পুজোটাই হয় প্রথম দিন। সেই পূজা দেখা মেয়েদের নিষিদ্ধ। এই পূজায় আতপচাল, সিঁদুর ও অন্যান্য উপকরণ বোঙ্গার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় এবং এক একটি মুরগী বলি দিয়ে তার রক্ত দেবীর এক একটি খোপে লেপে দেয়া হয়। তারপর দেবীর অদূরেই মুরগী ও পোলাও রান্না করে সবাইকে খাওয়ানো হয়। আপ্যায়ন পর্ব শেষ হলে বাড়ির মালিকের নির্দেশে প্রতিবাড়িতে রাখালেরা তাদের গাভীর মাথায় তেল মেখে গাভীগুলোকে পূজার স্থানে নিয়ে আসে এবং পূর্বে একটি বিশেষ স্থানে ডিম স্থাপন করা জায়গায় গাভীগুলোকে তাড়া করে নিয়ে যায়। যে গাভী সেই ডিম ভাঙে বা ডিম স্পর্শ করে সে গাভীর মালিককে ভাগ্যবান মনে করা হয়। সবাই বিশ্বাস করে যে, সে ব্যক্তি পরবর্তী বছর অধিক ফসল পাবে।

এই ভাগ্যবান ব্যক্তিকে পরবর্তী পূজার প্রথম দিন এক হাঁড়ি পচানি দিতে হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন নিজ নিজ বাড়িতে পূজা হয়। তৃতীয় দিন শিকার করে বাড়ি ফিরে এসে যুবকরা একটি কলাগাছ কেটে মাঠে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে দণ্ডায়মান করে রাখে। কলাগাছটির গায়ে তিনটি পিঠা আটকানো থাকে। দূর থেকে যুবকেরা তীর ছুঁড়তে থাকে। তীর কলাগাছে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটে এসে পিঠা নেয়ার চেষ্টা করে। এরপর কলাগাছটি তিনটি টুকরো করা হয় এবং যে প্রথম তীরটি কলাগাছে বিঁধিয়েছিল তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর অন্যান্য সবাই তাকে কাঁধে নিয়ে প্রথমে যায় মাঝি হাড়ামের বাড়ি, তারপর যথাক্রমে জগমাঝি ও নাইকের বাড়ি যায় এবং প্রত্যেকের বাড়িতে এক টুকরো করে কলাগাছ রেখে দেয়। এভাবেই শেষ হয় সোহরাই উৎসবের মূলপর্ব। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনেও কিছু কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যা পূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। সোহরাই উৎসব আসলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আনন্দের উৎসব। কোন কোন সময় এ উৎসব সাতদিনের বেশি অনুষ্ঠিত হয়। আবার তিনদিনেও শেষ হয়।

বাহা উৎসব ঃ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আরেকটি অন্যতম প্রধান উৎসব হলো বাহা উৎসব। সাঁওতালী ভাষায় 'বাহা' শব্দের অর্থ ফুল। ফাল্গুন মাসে এ উৎসব পালিত হয়। তাই কেউ কেউ একে বসন্ত উৎসব বলেও অভিহিত করে থাকেন। আবার কেউ বলেন 'পুষ্প উৎসব'।

বসন্তের আগমনে শাল, শিমুল, পলাশ, মহুয়া, চম্পা ইত্যাদি ফুল ফুটতে থাকে। প্রকৃতি তখন বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়। তখন সাঁওতাল যুবক-যুবতীর মনেও রঙ ধরে। 'বাহা' উৎসবের পর থেকে সাঁওতাল মেয়েরা তাদের চুলের খোঁপায় রঙ-বেরঙের ফুল পরতে শুরু করে। এই উৎসবের পূর্বে সাঁওতাল মেয়েরা কোন ফুল ব্যবহার করতে পারে না।

সোহরাই উৎসবের মতো বাহা উৎসবও খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হয়ে থাকে। এ উৎসব চলে তিনদিন। এ উৎসবেরও প্রচুর খরচ হয়. পূজাতে প্রয়োজন হয় মুরগীর। কিন্তু এ উৎসবে হাঁড়িয়া ও পচানি পানের কোন বিধান নেই।

বাহা উৎসবের পূজা হয় বনের ভেতর। এজন্য তারা দুটো ঘর বাঁধে, একটি গোঁসাইয়ের জন্য, অপরটি মোরেইকো বোঙ্গার জন্য। এই পূজাতে শালফুলের ব্যবহার আবশ্যক। অন্যান্য পূজার মতো এ পূজাতেও নাইকো বিভিন্ন বোঙ্গার উদ্দেশ্যে চাউল, সিঁদুর, ধান-দূর্বাসহ মোরগ বলি দিয়ে থাকে। শিকার যাত্রা এ উৎসবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূজা ও শিকার ছাড়াও উৎসবে নাচ, গান ভোজপর্ব ও হাঁড়িয়া পানের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়।

এরো উৎসব ঃ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সাঁওতাল সম্প্রদায় এরো উৎসব পালন করে থাকে। এরো উৎসব হলো ফসলের বীজ বোনার উৎসব। ক্ষেতে ফসলের বীজ যাতে ঠিক মতো গজায়, যাতে ফসল ভালো হয় ইত্যাদি শুভ কামনা করে এই উৎসব পালন করা হয়। সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে কলা, বাতাসা, মুড়ি, আতপ চাউল ইত্যাদি নিয়ে নাইকো এই পূজা সম্পন্ন করে। এ পূজার সময় নাচ, গান হয় না। পূজা শেষে সমবেত সকলে হাঁড়িয়া বা পচানি পান করে। এ সময় তারা ফসলের গান গায় সাঁওতালী ভাষায়।

হুদুর দুর্গা উৎসব ঃ শারদোৎসবের সময় প্রচারিত সঙ্গীতালেখ্যর দৌলতে আমবাঙালি জেনেছে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজের প্রতাপে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারান। দেবলোকে বিপদ ঘনিয়ে আসে। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মিলিত তেজ থেকে এক অপরূপা নারীমূর্তি হিসেবে আবির্ভূতা হন দেবী দুর্গা। দেবগণের ভয়মুক্তি তথা কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি ধারণ করেন রণচণ্ডী মূর্তি। দেবতাদের দানে অস্ত্রসজ্জিতা হয়ে তিনি দমন করেন মহিষাসুরকে। দুর্গা শুভশক্তি আর মহিষাসুর অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন। বলা যায়, আর্য-অনার্যের যুদ্ধে প্রথমপক্ষ জয়ী হয়। অশুভের বিনাশে পালিত হয় আনন্দোৎসব। বঙ্গের সিংহভাগ মানুষের এই আনন্দযজ্ঞের মধ্যেই বিষাদের সুর ধ্বনিত হয় আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে। সাঁওতালি মৌখিক সাহিত্য অনুসারে এ-সময়ই আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বে পরাজিত ও নিহত হন তাদের বীর পূর্বপুরুষ হুদুর দুর্গা।

শিকার উৎসব ঃ আদিবাসী জীবনে শিকার করার অন্যরকম গুরুত্ব আছে। শিকার করা নিষিদ্ধ হলেও বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে শিকার উৎসব পালন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অযোধ্যা পাহাড়ের শিকার উৎসব বা শিকার মেলা। প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে এই উৎসব পালিত হয়। এই মেলাতে ছেলেরা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় তাই মেলাকে 'দিসুম সেন্দ্রা-র মেলা' বা যৌবন মেলাও বলা হয়। এই মেলায় মেয়েদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। শিকার অভিযান শুরু করার আগে পাহাড়ের 'সীতা চাটান'-এ বনদেবীকে তুষ্ট করতে মোরগ বলি দেওয়া হয়। সাঁওতাল সমাজের রীতি হল প্রত্যেক পুরুষকে কমপক্ষে এক বার এই শিকার উৎসবে যোগদান করতেই হয়। শিকার করা সাঁওতালদের একটা ধর্মীয় অংশ। এ কারণে বছরে অন্তত এক দিন সাঁওতাল পুরুষদের তীর ধনুক নিয়ে শিকারে বের হয়ে কুকুর, বিড়াল, উদ, ইঁদুর, খটাশ বা খোরগোস কোন কিছু একটা শিকার করতেই হবে।

পুষনা উৎসব ঃ পুষনা পূজা পার্বণে এরা হাঁড়িয়া পানের পাশাপাশি শুকরের মাংস সহযোগে উৎসব করে থাকে। একই সাথে পূজা পার্বণে এরা মহুয়া ফুল ও ফলের রস দিয়ে প্রস্তুতকৃত এক ধরণের বিশেষ পানীয় পান করে থাকে।

তবে প্রতিটি পূজা পার্বণে এদের শালগাছ ও ফুল অপরিহার্য। শাল গাছের অভাবে এখন তারা অনেক সময়ে বট বা আম গাছও ব্যবহার করে থাকে। এদের ধর্মীয় উৎসবগুলির মধ্যে মারাং পূজা, বোঙ্গাপূজা, ফাগুয়া ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া বাৎসরিক উৎসব হিসাবে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী পুষনা উৎসব নামে একটি উৎসব পালন করে থাকে।

টুসু পরব বা মকর পরব ঃ টুসু পরব বা মকর পরবকে মানভূম অঞ্চলের জাতীয় উৎসব বলা চলে। গোটা পৌষ মাস জুড়েই টুসু উৎসব চলতে থাকে। মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় পৌষ মাসের শেষ দিনে বা মকর সংক্রান্তির দিনে। টুসু উৎসবের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের উৎসবের মিলও লক্ষণীয়। টুসু মহিলাদের উৎসবের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর পূজার খানিকটা মিল আছে। মকর পরবের মূল আকর্ষণ টুসু গান। টুসু সাজানো, টুসুর ভাসানের শোভাযাত্রা সব কিছুর সঙ্গেই রয়েছে টুসু গান। টুসু উৎসব মিলনের উৎসব, মানুষের চিরন্তন আশা আকাঙ্ক্ষা, হাসি কান্না টুসু গানের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

করম উৎসব ঃ সাঁওতাল, মুন্ডা, কোল, বীরহোর, খেরিয়া, ভূমিজ, হো, ওরাঁও প্রভৃতি উপজাতি আদিবাসী গোষ্ঠীর অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব 'করম' উৎসব। ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশীতে 'করম' দেবতার পূজা উপলক্ষে মূলত শস্যকেন্দ্রিক এই উৎসব পালিত হয়। জঙ্গল থেকে 'করম' দেবতার পূজার উপাচার কাঠ, ফুল, ফল সংগ্রহ করা হয়। গোটা উৎসবের সময় জুড়ে ধামসা, মাদলের সঙ্গে নাচ, গান আর আকণ্ঠ হাঁড়িয়া পান চলে।

বৈশাখী উৎসব ঃ চৈত্র মাসের শেষ পাঁচদিন চৈতাবলির অনুষ্ঠান পালন করে। শুরুর দিন থেকেই ছাতুগুড় খেয়ে নাচ, গান করে। চৈত্রের শেষদিন বাড়িতে রান্না করে সাত পদের তরকারি। সাত পদ দিয়ে ভোজ সেরে এরা চৈত্রকে বিদায় দেয়। বিদায়ের সাথে সাথেই চলে নাচ, গান পর্ব। চৈত্রের পরের দিনই বৈশাখ। বৈশাখ শুরু হলেই বন্ধ করে দেয় মাছ-মাংস খাওয়া। পুরো একমাস এরা খায় শুধুই নিরামিষ। প্রতিদিন মাটির প্রদীপ হাতে তুলসি ঠাকুরকে ভক্তি দেয় এরা। আদিবাসী ভাষায় এটি 'সান্দবাতি'। প্রদীপ জ্বালিয়ে জল ছিটিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে ভক্তি দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ঠাকুরের কাছে স্বামী, সন্তান আর সবার জন্য মঙ্গল কামনা। বৈশাখের পুরো মাস প্রতি রাতে পাড়াতে চলে হয় শুধুই পুরুষদের। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক কীর্তনই অধিক গাওয়া হয়। এ সময় কীর্তন শুনতে দূর দূরান্ত থেকে নানা বিশ্বাসের আদিবাসীরা ভিড় জমায় পাড়ায়। বৈশাখের শেষ দিকে এরা প্রতি বাড়ি থেকে চাউল তুলে একত্রে খিচড়ি (খিচুড়ি) রান্না করে খায়। ওইদিন আয়োজন হয় গান আর আদিবাসী নৃত্যের। এভাবেই বছরের প্রথম দিন থেকেই সৃষ্টিকর্তার কৃপালাভের আশায় চলে আদি আচারগুলো। ওইদিন দুপুরে ভাতের সাথে এরা ১২ ভাজা অর্থাৎ ১২ পদের তরকারি খেয়ে নেয়। সন্ধ্যায় ঠাকুরকে ভক্তি দিয়ে নাচগানের আসরের আয়োজন করে। বৈশাখের মতো চৈত্রের শেষদিনেও পাহানরা আয়োজন করে নানা আচারের। এরা ওইদিন বাড়িঘর পরিস্কার করে একে অপরের গায়ে কাদা আর রং ছিটায়। পূর্ব পুরুষদের রীতি অনুসারে যার গায়ে কাদা বা রং দেওয়া হয় তাকেই খেতে দিতে হয় প্রিয় পানীয় হাঁড়িয়া। চৈত্রের শেষদিন এবং বৈশাখের প্রথম দিনের এ উৎসবকে আদিবাসীরা বলে সিরুয়া-বিসুয়া।

পাতা পরব ঃ পাতা পরব এর ধারনা হলো হিন্দুদের সংমিশ্রনে এটা সাঁওতালদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। পাতা নাচ হয় আর গুটি হওয়ার সময় মার্চ এর শেষে এপ্রিল এর শুরুতে বাংলা বছর অনুয়ায়ী যারা পাতা মানে তারা পাতা মেলা হওয়ার আগে পর্যন্ত কোন আম খাবে না। আর পাতায় গান যে কোন সুরের হলেও নাচ কিন্তু লাগড়ে হবে। লাগাড়ে নাচ সর্বজনীন যুবক যুবতী বৃদ্ধ সবাই সারি সারি ভাবে নাচে। আমাদের আশে পাশে বীরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ এর গুতলু গ্রামে পাতা মেলা হয়। তবে ভারতে এটা এখনো জমকালো ভাবে পালিত হয় যেমনঃ বরো পাতা আর পাটা বিন্ধা মেলা প্রসিদ্ধ।

ছাতা পরব ঃ ছাতা অনুষ্ঠান করে সাধারণ সকল হাঁসদা টাইটেল এর লোকেরা। হাঁসদাদের বাড়ির দেবতা হল ছাতা। ছাতা মেলায় একটি ময়ূর ও ছাতার উপরে কাঠ ও বাঁশ দিয়ে উঠানো হয়। তবে পাতা পরবের মতই হবে পাতাতে যেমন ঘুরানো হয় মানুষ সহ কিন্তু ছাতাতে শুধু উঠানো হয়।

সাঁওতালদের লোকসাহিত্য ঃ সাঁওতাল সম্প্রদায় বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির অধিকারী। তাদের জীবনধারার প্রতিটি স্তরে রয়েছে সাংস্কৃতিক আবহ। ইতোপূর্বে তাদের জন্ম, মৃত্যু বিবাহসহ বিভিন্ন উৎসব পার্বণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবারো তাদের লোকসাহিত্য নিয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে-

লোককাহিনী ঃ সাঁওতালদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে অসংখ্য মূল্যবান লোককাহিনী। এসব লোককাহিনীর বিচার বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের লোককাহিনীর সঙ্গে অপূর্ব মিল রয়েছে।

লোকসঙ্গীত ঃ সাঁওতাল সমাজ জীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন লোকসঙ্গীত। তাদের সঙ্গীত তাদের লোকজীবনের সার্বিক চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রেম, প্রকৃতি, জীবন-জীবিকা, ধর্ম-কর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু এমন দিক নেই যা সাঁওতাল লোকসঙ্গীতের বিষয় ভাবনায় স্থান লাভ করেনি।

লোকবিশ্বাস-সংস্কার ঃ মূল ধারার সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের কারণে সাঁওতালদের ঐশ্বর্যমন্ডিত সাংস্কৃতিক দিকগুলো বৃহত্তর লোকসমাজে সেইভাবে উঠে আসে নাই। সাঁওতাল লোকসমাজ অদ্যাবধি প্রায় অনক্ষর সমাজের তিমিরে আচ্ছন্ন। তাই নৃত্য-গীত-উৎসব অনুষ্ঠানের মতো লোকসাহিত্য উপেক্ষিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ দিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের বিচিত্র উপাদানে সাঁওতাল লোকজীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত।

ডাইনি বিষয়ক লোকবিশ্বাস ঃ সাঁওতাল সমাজে ডাইনি শক্তিতে বিশ্বাস বর্তমান। সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ডাইনি শক্তিতে বিশ্বাস করে। তাদের ধারণা গ্রামের বিশেষ বিশেষ পরিবারের মানুষের রোগ-শোক, অকাল মৃত্যুর পেছনে ডাইনিদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে। তারা বিশ্বাস করে এহেন অনিষ্ট নেই যা ডাইনিরা সম্পন্ন করতে পারেনা। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষ ডাইনি চিহ্নিত রমণীদের ভীতির চোখে দেখে থাকে।

উপসংহার ঃ সাঁওতালরা অত্যন্ত আমোদপ্রিয় জাতি। সারা বছর বিভিন্ন পার্বণ, উৎসব এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালনের আনন্দের মধ্য দিয়েই তারা জীবন কাটিয়ে থাকে। তারা অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির এবং দায়িত্বশীল। এই সহজ-সরলতার সুযোগ এই অঞ্চলের অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা বিভিন্ন উপায়ে অসহায় সাঁওতালদের ভূমিহীন কৃষকে পরিণত করেছে। ক্রমান্বয়ে এরা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে বিধায় শিক্ষা-দীক্ষায় তারা মোটেই অগ্রসর হতে পারছেনা। এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে অধিকাংশ সাঁওতালই ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান হয়েছে এবং 'খ্রিষ্টানায়ন' পদ্ধতি বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতালী সংস্কৃতি মিশ্রসংস্কৃতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। ঠাকুরগাঁও জেলায় অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এত করে খ্রিষ্টানধর্মালম্বী সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধায় পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, চলাফেলা প্রভৃতির ওপর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে সংস্কৃতিকরণ বৃহত্তর সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর সাহচার্য চলতে থাকলে সাঁওতালী সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা আছে। অন্যান্য আদিবাসী সংস্কৃতির মতো সাঁওতালী সংস্কৃতিও দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করতে প্রভূত সহায়তা করে থাকে। তাই একে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

আদিবাসী ওরাওঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারা

বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চল তথা উত্তরাঞ্চলের এক উল্লেখযোগ্য জনজাতি হচ্ছে ওরাওঁ। গ্রিয়াসন এর মতে কুঁড়ুখরা প্রয়োজনের অধিক ব্যয় করতো। উরণ শব্দ থেকে ওরাওঁ শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। ডাঃ হান এর মতে হিন্দুরা তাদের ওরাওঁ বলে ওরগোড় শব্দের অপভ্রংশ হিসেবে। ওরগোড় শব্দের অর্থ বাজপাখি। বাজপাখি যেমন একবার ধরে তা আর কোনমতেই ছাড়েনা। তেমনি কুঁড়ুখরা এক জবানীর লোক। তারা নিজেদের ভাষায় বলে 'অনকখানুম সায় কাখা, আউর সায় কাখাঘি অনকাখা'–অর্থাৎ এক কথায় শত কথা আর শত কথায় এক কথা। নৃতাত্ত্বিকদের মতে ওরাওঁরা বহুকাল যাবৎ এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। বিগত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওরাওঁ বসবাস না করলেও বর্তমানে তাদের সংখ্যা লক্ষাধিক। আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও নিজস্ব ঐতিহ্যে তারা উজ্জ্বল।

বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, মাহালী, মুন্ডারী, মালপাহাড়ী, মাহাতো, শিং, রাজোয়ার, লাহার, তুরি, মুরারী, ভূমিজ, কোচ, পাহান, বোনা, কৈবর্ত, কড়া, ভুইমালি, হাজং, ভুইয়া, বানাই, মুশোহর, লোহার, শবর, হুদি, খেলোয়ার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের খোঁজ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যাই বেশি। তারপরই ওরাওঁদের স্থান। এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলায়। এছাড়াও গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলায় কিছু ওরাওঁ থাকতে পারে। কৃষিকাজ ওরাওঁদের মূল পেশা। কৃষি কাজের পাশাপাশি শিকার ওরাওঁদের অন্যতম কাজ।

ওরাওঁ জাতির পরিচয় ঃ ওরাওঁদের জাতিসত্তার পরিচয় নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক সূত্রে তারা অস্ট্রিক, ভাষাতাত্ত্বিক সূত্রে দ্রাবিড়। এ কারণে অধিকাংশ গবেষক মনে করেন ওরাওঁরা দ্রাবিড় ভাষী কুড়ুক জাতির উত্তরপুরুষ। ওরাওঁ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের এসব ধারণা অনুমানভিত্তিক, ইতিহাস নির্ভর নয়। দক্ষিণ এশিয়ার এই ওরাওঁরা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর অংশ। ভাষার কারণে এদেরকে কুড়ুক জাতি বলা হয়ে থাকে। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরি'র মতানুসারে কুড়ুক জাতি (দ্রাবিড়) বা ওরাওঁদের আদিবাস ছিল কঙ্কন অঞ্চলে। যেখান থেকে তারা অভিবাসিত হয়ে উত্তর ভারতে চলে আসে। ভারতের ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উড়িশ্যা এদের উৎপত্তিস্থল। তাই ওরাওঁরা মূলত কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে তারা মানুষ, এটাই বড় সত্য কথা। তাদের নামের উচ্চারণেও কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন গবেষকের লেখায় তাদের Urao, Urang, Aurang (উরাও, উরাং, উঁরাও) ইত্যাদি রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ওরাওঁরা নিজেদের উঁরাও লিখতে অধিক আগ্রহী। তবে, স্থানীয় বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন ওরাওঁ বা সাঁওতাল আলাদা করে বলে না; তারা আদিবাসী মানেই সাঁওতাল হিসেবে জানে এবং বলে।

কোন কোন গবেষক ওরাওঁদের প্রাক-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, এদের চেহারা কালো, নাক খাঁদা ও চ্যাপ্টা, চুল প্রায়শ কোঁকড়ানো, মাথার খুলি গোলাকৃতি এবং দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরণের। ওরাওঁদের সঙ্গে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত মালয়ী বা চীনাদের কোন সাদৃশ্য নেই। আধুনিক নৃতাত্ত্বিকদের সংজ্ঞা অনুসারে ওরাওঁরা আদি অস্ট্রেলীয়া (প্রোটো অস্ট্রালয়েড) গোষ্ঠী বলেও অভিহিত করা হয়েছে।

ওরাওঁরা কখন বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রবেশ করেছে তা নিয়েও নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছে মতান্তর। অনেকেরই ধারণা তারা মুঘল আমলে মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় কিছু সংখ্যক ওরাওঁ উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে এবং স্থায়ীভাবে নিবাস গড়ে তোলে। এ অঞ্চলের জমিদারদের প্রলোভনে পড়ে ওরাওঁদের উত্তরবঙ্গে আগমনের আরও

একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। এছাড়া জনসংখ্যার তুলনায় অনাবাদি জমি ছিল প্রচুর। এসব অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার জন্য এক শ্রেণির জমিদার অন্যান্য এলাকা থেকে রাজস্ব মওকুফের লোভ দেখিয়ে এদেরকে এ অঞ্চলে নিয়ে আসেন।

ধর্ম বিশ্বাস ঃ ওরাওঁরা জড়ো উপাসক। অধিকাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো ওরাওঁ সমাজও সর্বপ্রাণবাদী প্রকৃতি উপাসক। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই প্রাণ আছে। হিন্দু ধর্মের প্রাধান্যও তাদের মধ্যে বর্তমান। ওরাওঁদের ভগবানের নাম 'ধরমী' বা 'ধার্মেশ' বা 'ধরমেশ'। এরা মনে করে, ধার্মেশ এক ও অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান দেবতা; এই জগত পূর্বে অন্ধকারময় ছিল এবং উর্ধ্বে ও নিম্নে ছিল কেবল জল। ধার্মেশ প্রথমে জলজ ও পরে স্থলজ প্রাণি সৃষ্টি করলেন এবং সবশেষে তিনি মাটির পুতুল বানিয়ে সেগুলোতে জীবনদান করে মানুষ সৃষ্টি করেন। তাদের মতে এই ধরমেশই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান (Supreme Being) এবং তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু ঘটে থাকে। তিনি সূর্যে অবস্থান করেন। তাদের ধর্মবিশ্বাসে প্রাণের অবস্থান সূর্যে। এই ধারণার প্রেক্ষিতে ওরাওঁ সমাজ সূর্যকেও দেবতা হিসাবে জ্ঞান করে এবং তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিভিন্ন পূজা-পার্বণ অধিকাংশই সূর্যকে ঘিরে উদযাপিত হয়।

ধরমেশ ছাড়াও ওরাওঁ সমাজে গ্রাম্যদেবতা, গার্হস্থ্য দেবতা, ফসলাদি সংরক্ষণের দেবতা, রোগ-জ্বরার দেবতা প্রভৃতির জন্য উচ্চাসন সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়াও হিন্দু ও সাঁওতালদের প্রধান প্রধান দেবতার প্রতিও তারা শ্রদ্ধাবান। নিজেদের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানের জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রীতিতে এসব দেবতার পূজা করে থাকে। প্রত্যেক পূজা-পার্বণে তারা বিভিন্ন উপচার দেবতাদের নামে উৎসর্গ করে নাচ-গান মদ্যপান ইত্যাদি আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, এইসব আনন্দ-অনুষ্ঠানে শুধু নিজেদের মানস-মন পরিতৃপ্ত হয়না, দেবতারাও সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

ওরাওঁরা নাদ বা প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। প্রেতাত্মারা সর্বদা ক্ষতিকারক কাজে লিপ্ত হয়, তারা মানুষের ক্ষতি করে থাকে। তাই তাদের খুশি রাখার জন্য ওরাওঁরা পূজা করে থাকে। এছাড়াও অনেক ওরাওঁ হিন্দু প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজাও করে থাকে।

ওরাওঁরা গায়ে উল্কি আঁকে। বড় হওয়ার আগেই ছেলে-মেয়েদের উল্কি আঁকতে হয়, এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। উল্কি ব্যতিরেকে কোন নারী-পুরুষই ধুমকুরিয়ায় (আখড়া) যেতে পারবেনা। তাছাড়াও তারা বিশ্বাস পোষণ করে যে কোন রমণী বা পুরুষ যদি উল্কিবিহীন অবস্থায় মারা যায় তবে সে ভগবানের রোষের পাত্র বা পাত্রী হবে এবং অনন্তকাল তাকে নরকে বাস করতে হবে। এ কারণে দেখা যায়, কোন নারী বা পুরুষ যদি উল্কিবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে তাকে দাহ বা কবরস্থ করার আগে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার শরীরে উল্কিচিহ্ন এঁকে দেয়া হয়।

গোত্র ঃ অন্যান্য আদিবাসী গোত্র সমাজের মতো ওরাওঁ সমাজ নানা গোত্র বা টোটেমে বিভক্ত। উত্তরবঙ্গের ওরাওঁদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গোত্র পরিচয়। যথা- বেক, বাকলা, বাড়ো বা বাড়োয়া, এক্কা, করকেটা, কুজুর, সে, খালকো, খাঁ খাঁ, কিসপাট্টা, লাকড়া, লিণ্ডা বা লিওয়া, মিনজি, পান্না, তিগগ্যা, টপ্য, তিরকী, ফিণ্ডো বা বিণ্ডো, ওমা প্রভৃতি। প্রতিটি গোত্রের নামকরণ হয়েছে পশুপাখি, মাছ, গাছপালা অথবা কোন বস্তুর নামানুসারে।

ওরাওঁ সমাজে গোত্র বিভাগ আছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব নিয়ে পরস্পরের মধ্যে তেমন কোনো কলহ নেই। তবে বিয়ের ক্ষেত্রে গোত্র পরিচয় অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। কারণ, স্বগোত্রের মধ্যে কখনো বিয়ে হয় না। রক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে তো নয়ই।

ওরাওঁরা কিছু নিয়ম মেনে চলে। একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একই গোত্রের সদস্যকে ওরাওঁরা একই বংশের সন্তান বলে মনে করে। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের ভাই-বোন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। যেমন-তিগগ্যা কোন ছেলের বিয়ে তিগগ্যা মেয়ের সঙ্গে হবে না। তাকে তির্কী বা মিন্জী বা অন্য কোন গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

সামাজিক জীবন ব্যবস্থা ও সংগঠন ঃ ওরাওঁদের গ্রামে যাবতীয় বিবাদ মেটানোর

জন্য ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য যে গ্রাম সংগঠন আছে তাকে বলা হয় পাঞ্চেস। প্রতিটি গ্রামে একজন হেডম্যান বা মহাতোষ থাকে এবং একজন পুরোহিত বা নাইগাস থাকে। গ্রামে বয়স্ক সাত-আটজন ব্যক্তি দ্বারা পাঞ্চেস গঠিত হয়। পাঞ্চেস এর কার্যকাল সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য হয়। পাঞ্চেস সদস্যগণ তাঁদের কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক পান না। কাজটি স্বেচ্ছামূলক। পাঞ্চেস এর কাছে কেউ বিচার প্রার্থনা করলে তাকে নির্দিষ্ট ফি দিতে হয়। কোন অভিযোগকারী যদি পাঞ্চেস এর বিচারে সন্তুষ্ট না হয়, তবে উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে আপিল করার ব্যবস্থা রয়েছে।

পাঞ্চেস এর উপরের সংগঠনের নাম পাঁড়হা। পাঁড়হা সাধারণত সাত থেকে বারোটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এ সকল গ্রামের হেডম্যানদের মধ্যে থেকে একজন পাঁড়হা প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তাঁকে বলা হয় পাঁড়হা রাজা। পাঁড়হা আসলে কয়েকটি গ্রামের কনফেডারেশন। ওরাওঁ ভাষায় পাঁড়হা রাজাকে 'পাঁড়হা বেলাস' বলা হয়। একই গ্রামের মধ্যে বা কয়েকটি গ্রাম মিলে বিবাদ সংঘটিত হলে সমাধানের জন্য 'পাঁড়হা পাঞ্চেস' ভূমিকা পালন করে। পাঁড়হা পাঞ্চেস -এর সদস্যগণও নির্বাচিত ও স্বেচ্ছাসেবী হয়ে থাকেন। পাঁড়হা পাঞ্চেস এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকে না। এই সামাজিক সংগঠন গণতান্ত্রিক হয়।

বাংলাদেশে ওরাওঁদের পাঞ্চেস বা পাঁড়হা সংগঠন অবলুপ্ত প্রায়। তারপরও সমাজে বা গ্রামে কোন সমস্যা দেখা দিলে বা বিবাদ দেখা দিলে ওরাওঁরা একই পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করে থাকে। তবে আজকাল সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় কেউ কেউ দেশের আইন আদালতের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

ওরাওঁদের ভাষা ঃ ওরাওঁরা নিজেদের 'কুরুকার' (Kurukar) বলে পরিচয় দেয়। ওরাওঁ ভাষার নাম কুরুক। কুরুক দ্রাবিড়ীয়ান গোষ্ঠীর একটি ভাষা। কুরুক ভাষার লিখিত কোন বর্ণমালা নেই। তাদের সাহিত্য মৌখিক। তবে অতীতকালে ওরাওঁদের লিপি বা বর্ণ ছিল বলে তাদের বিশ্বাস। তারা মনে করেন, ইতিহাসের নিষ্ঠুর যাত্রায় তাদের বর্ণমালা হারিয়ে গেছে।

ওরাওঁ সম্প্রদায় কুরুক ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলেও বাংলাদেশের ওরাওঁরা ভাষার দিক দিয়ে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত। একটি কুরুক অপরটি শাদরী। ঠাকুরগাঁও জেলায় কুরুক ভাষা ব্যবহৃতের সংখ্যা অধিক।

শিক্ষা ঃ ওরাওঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত পিছিয়ে রয়েছে। ওরাওঁদের শিক্ষাক্ষেত্রে বড় বাধা বর্তমান শিক্ষার মাধ্যম। বলা বাহুল্য, শিক্ষার মাধ্যম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের ভাষার কোন গুরুত্বই এ দেশে দেয়া হচ্ছে না। এর কুফল সর্বত্র আর ওরাওঁদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ওরাওঁ সম্প্রদায়ের শিক্ষা প্রসঙ্গে এ চিত্রটিই বারবার ফুটে ওঠে। এর সাথে রয়েছে সীমাহীন দারিদ্র ও সামাজিক বিধি নিষেধের আড়ালে রক্ষণশীল মনোভাব। ওরাওঁদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার নানা কারণ বিদ্যমান।

বাংলাদেশে ওরাওঁদের শিক্ষার হার নিম্ন পর্যায়ে অবস্থানের মূল কারণ যে ভাষা সমস্যা এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু বিলম্বে হলেও আদিবাসীরা আত্মবিশ্লেষণে উন্মুখ হতে শুরু করেছে। তাই ওরাওঁ ছেলেমেয়েরা এখন দলবেঁধে নিজেদের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আজ খুঁজে পাওয়া যায় ওরাওঁ শিক্ষার্থী।

ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে উঠতি বয়সী এবং শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে অনভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। কারণ হিসেবে শিক্ষার্থীরা বলছে, যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বন্ধু-বান্ধব বিশেষত বাঙালি সমাজে বেশির ভাগ সময় ব্যয় করায় তারা বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাড়িতেও বাংলায় কথা বলতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

পোশাক ঃ ওরাওঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে পুরুষদের নেংটি আর নারীদের ফতা নামের দু'খন্ড ছোট কাপড়। পুরুষরা শুধু নিম্নাঙ্গে নেংটি এবং নারীরা একখণ্ড কাপড় পরতো নিম্নাঙ্গে, অন্যটি পরতো ঊর্ধ্বাঙ্গে। নিম্নাঙ্গের কাপড়টি কোমর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢেকে থাকতো আর ঊর্ধ্বাঙ্গের কাপড়টি বক্ষদেশ ঢেকে কাঁধ পেরিয়ে তা পিঠ বরাবর ঝুলে থাকতো। বর্তমানে নেংটি কিংবা ফতা কেউ পরে না। অতি দরিদ্র এবং বয়োবৃদ্ধ দু'একজন পুরুষকে কখনো নেংটি পড়তে দেখা যায়। তবে ফতা নামের ছোট দু'টি কাপড়ে ঢাকা কোন নারীকে আজকাল আর দেখা যায় না।

বর্তমানে ওরাওঁ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পুরুষেরা লুঙ্গি পরে। কেউ কেউ ধুতি পরে। তবে উর্ধ্বাঙ্গে শার্ট ও পাঞ্জাবি পরে থাকে। শিক্ষিত ওরাওঁ ছেলেরা প্যান্ট শার্ট পরে এবং স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা পরে সালোয়ার, কামিজ ও শাড়ি। ওরাওঁ নারীদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র শাড়ি। এর সঙ্গে ব্লাউজ-সায়া পরে থাকে। তবে গ্রামের অশিক্ষিত ওরাওঁ নারীদের মধ্যে বক্ষবন্ধনী পরার রীতি এখনও গড়ে ওঠেনি।

খাদ্য ঃ ভাত ওরাওঁদের প্রিয় খাদ্য। বনের পশু-পাখি, ফল-মূল, নদী-খাল, বিল, পুকুরের নানা প্রকারের মাছ তাদের প্রিয় খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে চিরদিন। মাছ ছাড়াও মাংসের প্রতি রয়েছে তাদের বেশ আগ্রহ। গৃহপালিত পশু গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, শূকর, হাঁস-মুরগি; বন্যপ্রাণী খরগোশ, গুইসাপ, বেজি, নেউল, সজারু, কাঠবিড়ালি, জলজপ্রাণী কচ্ছপ, বাইম, কুচে, কাঁকড়া, ঝিনুক এবং প্রাণীজগতের মধ্যে কাক ছাড়া সবরকম পাখির মাংস তারা খেয়ে থাকে। তাদের পুষ্টিকর খাদ্য তালিকায় রয়েছে ডিম। হাঁস-মুরগি, পাখি, কচ্ছপের ডিম তারা নিয়মিত খেয়ে থাকে।

ওরাওঁরা দুগ্ধজাত খাদ্য খেতে অভ্যস্ত। ছানা, দুধ, মাখন, দই ইত্যাদি তাদের অন্যন্ত প্রিয় খাবার। চিড়া, মুড়ি, খই তারা নিজেরাই তৈরি করে। এছাড়া চিড়া, মুড়ি ও খই-এর সঙ্গে গুড় মিশ্রিত করে নাড়ু, মোয়া, মুড়কি ইত্যাদি ওরাওঁ নারীরা তৈরি করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার পিঠা-পুলি তৈরিতেও তারা সিদ্ধহস্ত। এসব পিঠার মধ্যে চিতই পিঠা, তালপিঠা, পাটি সাপটা, ভাপা পিঠা, তেল পিঠা, পুলি পিঠা, সাজিপিঠা, পাকানো পিঠা অন্যতম। পৌষ সংক্রান্তি এবং ভাদ্র মাসের ১৩ তারিখে শুধু পিঠা তৈরি ও খাওয়ার জন্যই তারা বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

খিচুড়ি ওরাওঁদের খাদ্যের তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান আর কর্মজীবী নারী-পুরুষদের গ্রীষ্মকালীন খাদ্য হিসেবে পান্তাভাত চিরদিনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আছে।

মাদক জাতীয় পানীয় ঃ ওরাওঁ সমাজে অতিথি আপ্যায়ন ও উৎসব-অনুষ্ঠানে নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করা ঐতিহ্য হিসেবে পালনীয়। তারা সাধারণত ভাতকে পঁচিয়ে মদ তৈরি করে। এজন্য কোন কোন স্থানে এই মদকে পঁচানি বলা হয়। তবে উত্তরবঙ্গে প্রায় সকল জেলায় পঁচানি নামের চেয়ে 'হাঁড়িয়া' নামেই এর পরিচিত রয়েছে। এছাড়া তাদের নেশা জাতীয় দ্রব্যের তালিকায় রয়েছে গাঁজা, ভাঙ, তাড়ি, হুকা, বিড়ি, সিগারেট, চুরুট ইত্যাদি। আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে কেউ কেউ বিদেশি মদও পান করে থাকে। একমাত্র নেশার কারণে বহু ওরাওঁ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে।

অলংকার ঃ ওরাওঁ নারীরা সাধারণত সৌন্দর্য প্রিয়। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎসবে নিজেদের সাজাতে ভালোবাসে। এজন্য তারা ব্যবহার করে বিভিন্ন অলংকার। যেহেতু ওরাওঁরা দরিদ্র সেহেতু তাদের পক্ষে স্বর্ণালঙ্কার পরা সম্ভব নয়। তাই তারা মূলত রূপার অলংকার পরে থাকে। তারা নাকে পরে নাকফুল (কারমা শিকড়ি), পায়ে পায়রা, পদনখে মুদ্দী, চুলের খোঁপায় রূপার কাঁটা (খংশ) প্রভৃতি অলংকার।

ওরাওঁ নারীরা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রাকৃতিকভাবে ফুল-পাতা দিয়ে সাজতে পছন্দ করে। তারা কপালে টিপ পরে, ঠোঁটে লিপস্টিক, চোখে সুরমা, কাজল ব্যবহার করে। বিবাহিতা ওরাওঁ মহিলারা সিঁথিতে সিঁদুর ব্যবহার করে। তারা চুলে খোঁপা বাঁধার জন্য রঙিন ফিতা ব্যবহার করে এবং দেহকে সুবাসিত করার জন্য কারখানায় প্রস্তুত সাবানের সঙ্গে মহুয়ার তেল ব্যবহার করে থাকে।

গৃহ ও গৃহস্থালি দ্রব্যাদি ঃ ওরাওঁ সমাজের নিজস্ব পরিচয় লক্ষ করা যায় তাদের ঘর গৃহস্থালির আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যে। প্রায় প্রতিটি ওঁরাও পরিবারের ঘরের দেয়াল মাটির ছাউনি, শন ও খড়ের। তাদের অধিকাংশ ঘর আকৃতিতে খুবই ছোট। মাথা উঁচু করে খুব কম ঘরেই প্রবেশ করা যায়। ঘরগুলো হয় চারচালা বিশিষ্ট। চারচালা ঘরের চারপাশে থাকে বারান্দা। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় আটচালা ঘর। ঘরের দরজা-জানালা তৈরি হয় সাধারণত বাঁশ-কাঠ দিয়ে। জানালা অনেক ঘরেই থাকে না, থাকলেও তার সংখ্যা খুবই কম।

ওরাওঁদের বাড়ির আঙিনাগুলো খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের দেয়াল লেপা-মোছা এবং কোন কোন দেয়ালের নিচের অংশ রঙিন করা। অনেক দেয়ালে আঁকা হয় গাছ, লতা-পাতা, ফুল, পাখি ইত্যাদি।

ওরাওঁদের ঘরে খুব সীমিত আসবাবপত্র থাকে। বিত্তবান ও শিক্ষিত পরিবারে চৌকি, খাট, লেপ, তোষক, বালিশের ব্যবহার আছে। দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ মানুষ শোয় বাঁশ ও দড়িতে তৈরি খাটিয়াতে অথবা মাদুরের ওপর। শিক্ষিত পরিবারে চেয়ার-টেবিল এবং সাধারণ পরিবারে টুল ও পিঁড়ির ব্যবহার আছে। তাদের থালা-বাসন প্রায় সবই কাঁসা অথবা এ্যালুমিনিয়ামের। মাটির বাসন-কোসনের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

দৈনন্দিন জীবনে ধান-চাল এবং শস্যাদি ও সেগুলো স্থানান্তরের জন্য বাঁশের তৈরি টুকরি ঝাঁটা, কুলো, ডালা, চালুন, ঝাঁকা ইত্যাদির ব্যবহার সব ওরাওঁ পরিবারে দেখা যায়। চাষাবাদের জন্য তারা লাঙ্গল, জোয়াল, ফাল-কোদাল, মই ইত্যাদি ব্যবহার করে। একসময় শিকার করা ছিল ওরাওঁদের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন। এখন উত্তরাঞ্চলে বন-জঙ্গল নেই বললেই চলে। তবু প্রতিটি পরিবারে রয়েছে শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি। তীর-ধনুক ও চৌকা প্রায় প্রতিটি ওরাওঁ পরিবারে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়।

বাদ্যযন্ত্র ঃ নৃত্য-গীত পাগল ওরাওঁ সমাজের অনেক পরিবারেই দেখা যায় বাদ্য-বাজনার প্রয়োজনীয় উপকরণাদির সযত্নে সংরক্ষণ। তাদের বাদ্যযন্ত্র নিজেদের হাতেই তৈরি, বৈচিত্র্যও কম নয়। এসব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঢোল, ধামসা, মাদল, বাঁশি, তাল, নাগারা, খঞ্জনী, ঘুটুর ইত্যাদি। তবে সাম্প্রতিককালে ওরাওঁরা হারমোনিয়াম ব্যবহার করা শুরু করেছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান ঃ সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার সমন্বয়েই মানুষের জীবন। ওরাওঁদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। ওরাওঁরা ধান চাষকে সামনে রেখে 'হরিয়ারি' নামক পূজা করে। এছাড়া 'সারহুল' নামক পূজা-উৎসব করে ভূমির উর্বরতার জন্য। এছাড়া গাছ, ফুল ও ফলের পূজা তথা উদ্ভিদের পূজাও করে। এদের নানা ধরণের পূজার ভিতরে বৈশাখে ব্রত-পূজা করে বসুন্ধরা ব্রত নামে আর ভাদ্র মাসে ভাদরি পূজা করে। অগ্রহায়ণে এদের পূজার নাম সেঁজুতি আর ফাল্গুনে পূজা করে ইতু পূজা নামে। ইতু পূজা অবশ্য এরা গ্রহণ করেছে সনাতন হিন্দু ধর্ম থেকে। চৈত্রমাসে সরহুল পূজা করে সম্পূর্ণই কৃষিকে সামনে রেখে।

এদের নিজেদের পৌরাণিক কাহিনী মতে, কুড়ুকদের আদি পিতা-মাতা ভাই-বোন উরস অর্থাৎ পবিত্র রক্তে জন্মগ্রহণ করেছে। এই কারণে বংশধরগণ ওরাওঁ গণঠাকুর নামে পরিচিত ছিল। সেকালে তারা ব্রাহ্মণদের মতোই শ্রদ্ধেয় ছিল।

কাঠোর শ্রম, অদম্য মানসিক বল আর শিল্পীত মননে তাদের জীবন হয়ে উঠেছে গতিশীল, কর্মচঞ্চল ও আনন্দ মুখর। দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের বিচিত্র উৎসব অনুষ্ঠানে তাতে বৃদ্ধি পেয়েছে নতুনমাত্রা।

ওরাওঁরা পারিবারিক জীবনের কথোপকথনে ব্যবহার করে তাদের মাতৃভাষা, উৎসব অনুষ্ঠানে অনুসরণ করে সুপ্রাচীন ধারা। তারা প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান যথা- ফাগুয়া, সারহুল, কারাম, সোহরাই পর্ব সম্পন্ন করে জাতীয়ভাবে মহাধুমধামের সঙ্গে। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুকেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠানও পালন করে বেশ জাঁকজকভাবে। ওরাওঁ সমাজের উৎসব অনুষ্ঠান মূলত দু'শ্রেণিতে বিভক্ত ১. পারিবারিক, ২. সামাজিক।

জন্ম ঃ সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত বেশ কিছু নিয়ম ওরাওঁ সমাজে প্রচলিত রয়েছে। নিয়মগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তারা পালন করে থাকে। সন্তানসম্ভবা নারী সাত মাসে পরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, সন্তান প্রসবের পূর্বে তাকে আর কোন অবস্থাতেই স্বামীর বাড়িতে যেতে দেয়া হয় না। সন্তান প্রসবের জন্য আঁতুর ঘর নির্মাণের কোন নিয়ম/দৃষ্টান্ত ওরাওঁ সমাজে প্রচলিত নেই। প্রসবের সময় কোন শিক্ষিতা ধাত্রী অথবা কোন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় না তারা। নিজেদের সমাজের অভিজ্ঞ মহিলারাই ধাত্রীর দায়িত্ব পালন করে থাকে। নবজাতকের নাভি কাটার জন্য তারা বাঁশের তেইল ব্যবহার করে থাকে। নাভি কাটার সময় নাভির নিচে তামার পয়সা রাখা হয়। সন্তান যাতে ভবিষ্যতে ধনবান হতে পারে এ বিশ্বাস থেকেই সম্ভবত নাভির নিচে পয়সা রাখার এ রীতি গড়ে উঠেছে। ওরাওঁরা নবজাতকের মুখে সর্বপ্রথম মধু কিংবা মিষ্টান্ন না দিয়ে তুলে দেয়া হয় ছাগলের দুধ। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে সবার আগে পান করতে দেয়া হয় হলুদ মেশানো হালকা গরম পানি। এছাড়াও খাদ্য হিসেবে দেয়া হয় মাছ, মাংস ও নিরামিষ দিয়ে ভাত।

অতীতের রীতি অনুসারে প্রসূতির মাথার কাছে রাখা হয় দা, হাসুয়া, তীর ইত্যাদি। নবজাতকের চুল কাটা হয় সাধারণত তিন, পাঁচ, সাত অথবা নবম দিনে। পেশাগত ক্ষৌরকার্য অথবা পরিবারের যে কেউ এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। তবে কাটা চুল যত্নের সাথে সংগ্রহ করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। তাদের বিশ্বাস সন্তানের চুল নদীপথে ভাসতে ভাসতে সাগরে গিয়ে পড়বে এবং সেখানে তার ভাবী স্বামী বা স্ত্রীর চুলের সঙ্গে মিলিত হবে।

ওরাওঁ সমাজে নবাগত শিশুর বয়সের পঞ্চম দিনে তার নামকরণ করা হয়ে থাকে। স্থান বিশেষে হয় দশম দিনে নামকরণ। নামকরণ অনুষ্ঠানটিতে অভিভাবকদের উপস্থিতিতে একটি মাটির পাত্রে পানি রাখা হয়। অতঃপর সেই পানির মধ্যে প্রথমে একটি আতপ চাল নিক্ষেপ করা হয়, একে বলা হয় সাক্ষ চাল। এরপর দ্বিতীয় চালটি শিশুর নাম লিখে পাত্রে ছুঁড়ে দেয়া হয়। তৃতীয় চালটি পূর্বপুরুষের নামের সাথে মিল রেখে পাত্রের মধ্যে ফেলা হয়। শিশুর নামে ফেলে দেয়া চালটি পূর্বপুরুষের নামের চালের সাথে ছোঁয়া লাগলেই সেই পূর্বপুরুষের নামে শিশুর নাম নির্ধারিত হয়ে যায়।

বিয়ে ঃ মানব জীবনের একটি অপরিহার্য সামাজিক বন্ধন বিয়ে। ওরাওঁ সমাজের বিয়ের পদ্ধতির সবটাই লোকাচার ও দেশাচার নির্ভর। এদের বিয়ে পারিবারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে হলেও পাত্র-পাত্রীর মতামত এখানে প্রধান্য পায়। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিয়ে এদের সমাজে সমর্থন পায় না। এদের মধ্যে বিধবা বিয়ে কিংবা ঘর ভাঙ্গা বিয়ে প্রচলিত আছে। বিবাহ বিচ্ছেদও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। পুরুষ একাধিকবার বিয়ে করতে পারে, তবে কোন পুরুষ একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে না। এদের মধ্যে একই গোত্রের ভিতর বিয়ে নিষিদ্ধ। এরা ভাইয়ের শ্বশুর-শ্বাশুরীকে নিজ শ্বশুর-শ্বাশুরীর সমতুল্য মান্য করে। তারা ভাইয়ের শালাকে ইয়ার এবং শালীকে গুই বলে সম্বন্ধ জুড়ে। স্বামীর বড় ভাইকে দেবতাতুল্য সম্মান করে, তার ছায়াও স্পর্শ করে না। একইভাবে স্ত্রীর বড় দিদি স্বামীর বোয়াসিন হয় এবং বড় বোনের মতই মান্য করে। এ সমাজে বর্তমানে দু'ধরনের বিয়ের প্রচলন লক্ষ করা যায়– ১. চুক্তি বিয়ে (Contract Marriage), ২. প্রেমঘটিত বিয়ে (Love Marriage)।

ওরাওঁ সমাজে সব মাসে বিয়ের রীতি নেই। যেমন- চৈত্র ও ভাদ্র মাসে আদৌ বিয়ে হয়না। পৌষ মাসে বিয়ে হওয়াতো দূরের কথা, বিয়ে সংক্রান্ত কোন আলাপ-আলোচনা পর্যন্ত চলে না। ওরাওঁ সমাজে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দেয়ার কোন রীতি নেই। সাধারণত মেয়ের বয়স বারো আর ছেলের বয়স আঠারো থেকে বাইশ বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে থাকে। এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

বিয়ের পদ্ধতি ঃ যে বাড়িতে বিয়ে হয় সে বাড়িতে একটি জোয়াল, জোয়ালের উপর সামান্য খড়, খড়ের উপর পাটা এবং তার উপর শীল রাখা হয়। বর গিয়ে পাটার উপর দাঁড়ায়, কনেও দাঁড়ায় একই পাটার উপর বরের সামনে। তারা এমনভাবে দাঁড়ায় যাতে তাদের পরস্পরের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পর্শ করে। এ সময় বর একটি পাত্রে রাখা সিঁদুর তার বাম হাতের কড়ে আঙ্গুলে নিয়ে কপালে তিনবার পরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কনেরও বরের অনুরুপ বাম হাতের কড়ে আঙ্গুলে সিঁদুর নিয়ে বরের কপালে তিনবার পরিয়ে দেয়। এমনিভাবে বিয়ের মূলকার্য শেষ হয়। এরপর তাদের কোলে করে ঘরের বাইরে এনে বিয়ের মণ্ডপকে তিন অথবা পাঁচ/সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে দেয়া হয়। বরের বামপার্শ্বে বধু এবং ডানপার্শ্বে ভগ্নিপতি বসে। শুরু হয় বরণ পালা। ওরাওঁ সমাজের বিয়েতে রয়েছে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা, যা বিয়ের অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্বে শুরু হয় এবং শেষ হয় বিয়ের পরের বেশ কয়েকদিন পর। এসব আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে কুটুমেত, বড়িপাড়া, মাড়োয়া উল্লেখযোগ্য। এসব অনুষ্ঠানে বিয়ের বাদ্য ও নাচের তালে তালে গীত পরিবেশন করা হয়।

প্রেমঘটিত বিয়ে ঃ ওরাওঁ সমাজে যদি কোন যুবক-যুবতী প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের মধ্যে আপত্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন তারা গ্রাম থেকে পালিয়ে অন্য গ্রামে তাদের আত্মীয় বন্ধুদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর তাদের আশ্রয়দাতারা উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে। অভিভাবকদের অসম্মতির কারণে কখনো কখনো বিয়ে হয় না। তবে কোন যুবক যদি বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কোন যুবতীর সতীত্ব নাশ করে সেক্ষেত্রে ছেলে পক্ষকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। যদি কেউ সামাজিক বিধি অনুসারে দণ্ডিত অর্থ প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তখন তাকে একঘরে করা হয়।

বিধবা বিবাহ ঃ ওরাওঁ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। তবে সন্তানবতী কোন বিধবাই সাধারণত দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। বিধবা বিবাহের নিয়ম-কানুন নতুন বিয়ের মতোই।

বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, জৈবিকক্ষেত্রে স্বামীর অক্ষমতা, অপর পুরুষের প্রতি স্ত্রীর আসক্তির কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার বিধান ওরাওঁ সমাজে রয়েছে। বিনা কারণে কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে সে পুরুষ ওরাওঁ সমাজে ঘৃণিত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

মৃত্যু ঃ স্বর্গ-নরক সম্পর্কে ওরাওঁদের অধিকাংশেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। তবে তারা জন্মান্তরবাদী। একারণে তারা বিদেহী আত্মার কল্যাণে কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

ওরাওঁ সমাজে মৃত ব্যক্তিকে পূর্বে দাহ করা হতো; তবে কবর দেয়ার নিয়মও প্রচলিত ছিলো। সম্প্রতি দাহ করার তেমন আগ্রহ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। এর মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক সমস্যা। এছাড়াও বর্তমানে অনেক ওরাওঁ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম পালন করার কারণে খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী মৃতের সৎকাজ করে থাকে কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাদের রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে।

পার্বণিক উৎসব অনুষ্ঠান ঃ ওরাওঁ সমাজ জীবনে সঙ্গীতের একটি বিশাল প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন ব্রত বা উৎসবে মেয়েরা দলবদ্ধভাবে নাচ-গান করে। বেশিরভাগ সময় পুরুষরা অনুসঙ্গী বাদ্যযন্ত্র বাজায়। ওরাওঁদের সামাজিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক 'ধুমকুরিয়া' নামক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে ওরাওঁ তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করে এবং ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্বাচনের অবকাশ তৈরি হয়। ওরাওঁ সমাজের পার্বণিক উৎসব মূলত ছয়টি- ১. সারহুল উৎসব, ২. কারাম উৎসব, ৩. সোহরাই বা পশু উৎসব, ৪. খাড়িয়ানি উৎসব, ৫. ফাগুয়া উৎসব, ৬. সোহরায় উৎসব। সংক্ষেপে উৎসবগুলোর চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

সারহুল উৎসব ঃ সারহুল উৎসব সাধারণত চৈত্র মাসে উদযাপন করা হয়। শীতে গাছের পাতা শুকনো হয়ে ঝরে যায়, চৈত্র মাসে গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়। হালকা সবুজ রঙে অরণ্য ছেয়ে যায়। ওরাওঁরা অনেক গাছের পাতা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কেউ কেউ অভাবের সময় শুধু গাছের পাতা বা মূল খেয়ে বেঁচে থাকে, এসময় গ্রামরক্ষাকারী আত্মাকে স্মরণ করে তারা পূজা-অর্চনা করে।

পার্বণের সময় প্রতিটি পরিবার তাদের ঘরে নিজেদের পূর্ব পুরুষের কথা স্মরণ করে পূজা দেয়। তাদের জন্য কিছু খাদ্য ভোগ দেয়। এই ভোগগুলো ঘরের মধ্যে একটি চোঙায় রাখা হয় এবং পরিবারের সকলের সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। কোন কোন পরিবার মোরগ ইত্যাদি বলি দিয়ে থাকে। সারহুল পার্বণের মূল তাৎপর্য হলো সূর্যের সাথে পৃথিবীর বিয়ে। এই উৎসব চলাকালীন সময়ে নাচগানের মাধ্যমে প্রত্যেক ওরাও পরিবার ঘরের দরজায় প্রচুর পানি ঢালে এবং শাল ফুল ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখে।

কারাম উৎসব ঃ কারাম ওরাওঁদের সবচেয়ে বড় উৎসব। ভাদ্রমাসে সাধারণত এ উৎসব পালন করা হয়। কারাম উৎসব পালনের সাথে ওরাওঁদের একটি কাহিনী জড়িত আছে। তাদের মতে, কারাম বৃক্ষ রক্ষাকর্তা। ইতিহাসের কোন এক সময় কারাম জাতি অন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় গভীর জঙ্গলে পালিয়ে কারাম বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলো। এ ঘটনাকে স্মরণ করার জন্য কারাম উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। অন্য মতে, একটি পরিবারে সাত ভাই ও এক বোন ছিল। ভাইয়েরা ব্যবসার কাজে গেলে তাদের স্ত্রীরা বোনের সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে। তারা তাকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করার পর জঙ্গলে ফেলে আসে। ফলে তাদের দুর্দিন শুরু হয়। তখন থেকে তারা কারাম পূজা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে, ভাইয়েরা ফিরে এসে সকল কাজ-কর্ম ফেলে কারাম পূজা শুরু করে। তাই বড় ভাই একদিন সেই কারাম গাছের শাখা কেটে নদীতে ফেলে দেয়। এই কারণে তাদের জীবনে নানা অভিশাপ নেমে আসে। এরপর কারাম শাখাগুলো আবার খুঁজে নিয়ে তারা পূজা শুরু করে। এর ফলে তাদের সুদিন শুরু হয়। সেই থেকে ওঁরাওরা কারাম পূজা করে আসছে।

উৎসব উপলক্ষে কারাম গাছের ডাল কেটে আনা হয় এবং তা ঘরের উঠানের মাঝখানে পোঁতা হয়। তারপর পূজা হয়, নাচ গান হয় এবং কাহিনীভিত্তিক

পালাগান মঞ্চস্থ হয়। কারাম উৎসব চলাকালীন সময়ে অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা উপবাস করে থাকে। নব বিবাহিত মেয়েরা এ সময় শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসে। মেয়েরা এ সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে ফল-মূল, কাপড়সহ নতুন ডালিতে করে উপঢৌকন নিয়ে আসে। এজন্য কারাম উৎসবকে মিলন ও আনন্দের উৎসবও বলা হয়ে থাকে। এ উৎসবের মাধ্যমে বোনেরা ভাইদেরকে স্মরণ করে থাকে। একটি প্রবাদ আছে “আপন কারাম ভাইকা ধারাম”। উৎসব শেষে কারামের ডালগুলোকে জলাভূমিতে ডুবিয়ে দেয়া হয়।

সোহরাই উৎসব বা পশু উৎসব ঃ কারাম উৎসবের আমেজ শেষ হতে না হতেই সোহরাইয়ের আগমনী বার্তা ধ্বনিত হতে শুরু করে। কার্তিক মাসের অমাবস্যার সময় ওরাওঁরা সোহরাই উৎসব পালন করে থাকে। এ উৎসব চলে তিনদিন যাবত। হিন্দু সম্প্রদায়ের দিওয়ালি বা কালি পূজার সময় এই উৎসব হয়। এ সময় ওরাওঁরা ঘরে, উঠানে, জমিতে, গোবর ফেলার জায়গায়, পবিত্র স্থানে, সার পেসার চুঙ্গায় বাতি জ্বালিয়ে দেয়। পরের দিন গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতিকে স্নান করানো হয় এবং তেল ও সিঁদুর মাখানো হয়। এমনকি কৃষিকাজে ব্যবহৃত লাঙ্গল, জোয়ালসহ সকল যন্ত্রপাতিকে পরিষ্কার করা হয় এবং তাতে সিঁদুরের রঙ মাখানো হয়। দুপুর বেলা মাসকলাইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত ভাত গরুকে খাওয়ানো হয়। এমনকি পরিবারের সকল সদস্য সেদিন একই খাবার খেয়ে থাকে। ওরাওঁরা কৃষক বলে গোয়াল ঘরকে সেদিন বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে।

সন্ধ্যা আগমনের অপেক্ষায় থাকে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা। তাদের জন্য পরিবার প্রধানেরা হাট-বাজার অথবা কুমোরদের বাড়ি থেকে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য মাটির প্রদীপ সংগ্রহ করে আনে। সলতে ও সরিষার তেল দিয়ে প্রদীপ প্রস্তুত রাখা হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা সলতেয় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। প্রদীপগুলো স্থাপন করে গোয়াল ঘরের দরজায়, ঘরের প্রবেশ পথে, আঙ্গিনায়, বাঁশ ঝোপের গাড়ায়, কাছের ফসলের ক্ষেতে। মূহূর্তের মধ্যে গ্রাম আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সোহরাইয়ের রাতে এক মুহূর্তের জন্যেও প্রদীপ নেভানো হয় না। এ উৎসবে মোরগ বলি দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। গবাদি পশু, কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যেই মূলত এই উৎসব পালন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ওরাওঁরা সাধারণত গো মাংস ভক্ষণ করে না।

খাড়িয়ানি উৎসব ঃ ওরাওঁ সমাজ অগ্রহায়ণ মাসে এ উৎসব পালন করে থাকে। আমন ধান উঠার সময় ধান মাড়াইয়ের জায়গাকে পবিত্র করার জন্যই মূলত এ উৎসব। এ উৎসবে পুজা দেয়া হয়।

ফাগুয়া উৎসব ঃ ওরাওঁ সমাজের নববর্ষের নাম ‘ফাগুয়া’। ‘ফাগ’ অর্থ আবির। এই উৎসবে ব্যবহৃত হয় প্রচুর ফাগ বা আবিরের। ফাল্গুনী পুর্ণিমায় এ উৎসব উদযাপিত হয়।

ওরাওঁদের মধ্যে বর্তমানে অনেকেই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। খ্রিষ্টান ওরাওঁরা ধার্মেশকে মানেন, তবে অখ্রিষ্টান ওরাওঁদের মতো ডাইনি, চোখমুখ লাগা, নাদ পূজা করে না। তারা ওরাওঁদের মতো এতো বেশি উৎসব পালন করে না। তবে তারা উৎসবে যোগ দিয়ে থাকে এবং উৎসবের প্রতীকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকে।

লোকসঙ্গীত ঃ ওরাওঁ সমাজজীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন লোকসঙ্গীত। তাদের লোকসঙ্গীত তাদের লোক জীবনের সার্বিক চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রেম-প্রকৃতি, জীবন-জীবিকা, ধর্ম-কর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু এমন দিক নেই যা ওরাওঁ লোকসঙ্গীতের বিষয় ভাবনায় স্থান লাভ করেনি।

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ঃ ওরাওঁ লোক সমাজ এখনও প্রায় নিরক্ষরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই নৃত্য-গীত-উৎসব অনুষ্ঠানের মতো লোকসাহিত্যে উপেক্ষিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ দিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের বিচিত্র উপাদানে ওরাওঁ লোকজীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত। এখানে উল্লেখযোগ্য ২/১টি লোকবিশ্বাস তুলে ধরা হলো।

ডাইনী বিষয়ক লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার ঃ ওরাওঁ সমাজে ডাইনীশক্তিতে বিশ্বাস বর্তমান। সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই ডাইনী শক্তিতে বিশ্বাস করে। তাদের অনেকেরই ধারণা গ্রামের বিশেষ বিশেষ পরিবারের মানুষের

রোগ-শোক, অকালমৃত্যুর পেছনে ডাইনীদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে। তারা বিশ্বাস করে এহেন অনিষ্ট কাজ নেই যা ডাইনীরা সম্পন্ন করতে পারে না। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষ ডাইনী চিহ্নিত নারীদের ভীতির চোখে দেখে।

অসৎ রমণী চিহ্নিত সংক্রান্ত বিশ্বাস ঃ যেসব রমনী পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে এবং কাপড় পরার পর বারবার নিতম্বের সৌন্দর্য ফিরে ফিরে দেখে সেই শ্রেণির নারীরা কুলটা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত বিশ্বাস ঃ পৌষ মাসে গৃহ নির্মাণ ছাউনি দেয়া অকল্যাণ। এ ধরণের বহু লোকবিশ্বাস ও সংস্কার ওরাওঁ সমাজে দেখা যায়।

উপসংহার ঃ স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে বাঙালিদের মধ্যে একটি উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠলেও আদিবাসীদের মধ্যে তেমনটা গড়ে উঠেনি। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এরা বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোতে সৃষ্টি হয়েছে এক দূর্লজ্ঘ ব্যবধান । আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের পৃথক ভূমি কমিশন ব্যবস্থা, বর্ণ বৈষম্য বিলোপ ও সমঅধিকারের মতো বিষয়গুলির দাবী আজও উপেক্ষিত। সমতলের আদিবাসীরা নিজেদের উপজাতি বলতে নারাজ, তারা চান আদিবাসী হিসেবে তাদের স্বীকৃতি, তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ বিধি ব্যবস্থা তথা তাদের জমি-জমা সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত বিধানাবলী। এসব সমস্যার পাশাপাশি দেশের আদিবাসী ওরাওঁ এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষগুলোকে দেশের অন্যান্য দরিদ্র মানুষের মতো সীমাহীন সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। আজও গ্রামাঞ্চলের চায়ের দোকানগুলোতে আদিবাসীদের খাওয়া চায়ের কাপগুলো চিহ্নিত করে রাখা হয়। তাদের দোয়ানো গরু-মহিষের দুধ মুসলমান এবং কিছু কিছু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ গ্রহণ করে না। কারণ তারা শুকর পালন করে এবং শুকরের মাংস খায়। আজ অস্বীকার করার উপায় নাই ওরাওঁরা এখনও শিক্ষা, সংস্কৃতি, পেশা, বাসস্থান এমন বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। আনন্দের বিষয় হচ্ছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় 'সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি অধিকার রক্ষা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসংরক্ষণ ও জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' এবং সুইজারল্যান্ডভিত্তিক দাতা সংস্থা হেকস্-ইপার'র সহায়তায় 'প্রোমোশন অফ রাইটস্ অফ এথনিক মাইনোরিটি এ্যান্ড দলিতস্ ফর ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ) প্রকল্পের মাধ্যমে ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) স্থানীয় ভূমিদস্যুদের দ্বারা দখলীকৃত আদিবাসীদের ভূমি উদ্ধারে কাজ করছে এবং বেশ কিছু জমি মামলা করে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় উদ্ধার করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-পালা-পার্বণের গান

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিয়ের গান

[বিয়ের আশীর্বাদী গান]

বেগার বেগার বেন তাহেকান হো
চাঁন্দো সহায় তেবেন জুরি মেনা
নোঘা কাথা মা হোদে দিশো জংগ বেন
আত্তরি গুঘু হারিয় বাবেন বপ পা গো
মাঝি সামাংরে তালাছাটকারে
রুপা মুডাম তে বেন বান্দেয়েনা
গগ বাবা বইহা মিসরাকু
বাগি কাতে থাহেন বেন যুগে যুগে।

অনুবাদঃ বিয়ের আগে বর কনে আলাদা আলাদা পরিবারে ছিল। প্রভুর আশীর্বাদে তারা বিয়ের পর আজ থেকে সারা জীবনের জীবন সঙ্গী হলো। এ কথাটিই স্মরণ করিও মরার আগ পর্যন্ত। না মারা যাওয়া পর্যন্ত কেউ আলাদা হবে না। গ্রাম প্রধানের সামনের বাড়ির আঙ্গিনায় রূপার আংটি দিয়ে দুজনে সংযুক্ত হল। মা-বাবা ভাই বোনকে ছেড়ে সুখে থেকো সারা জীবন।

[মাড়োয়া (বিয়ের মন্ডপ) স্থাপনের গান। বিয়ের প্রথম দিন থেকে বাঁশ, লতাপাতা, কলা পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়]

বান্ধ বান্ধ পুরুব বান্ধ
বান্ধ বান্ধ পাছিম বান্ধ
বান্ধ বান্ধ আখড়া বান্ধ
বান্ধ বান্ধ উত্তর বান্ধ
বান্ধ বান্ধ দক্ষিণ বান্ধ
বান্ধ বান্ধ চারকুনিয়া বান্ধ
আখাড়া বান্ধ

অনুবাদঃ মাড়োয়ার (বিয়ের মন্ডপের) পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চারদিকে বেঁধে দাও।

[মাড়োয়া (বিয়ের মন্ডপ) স্থাপনের গান]

সেদাইদো দোংদো
একারে দোংদো তাহেকানা
পিলচু হাড়াম পিলচু বুডহি
দোংদোকিন সিরজেডিলেঃ
ডহহিড়ি দোংদো পিপিড়িয়েন

অনুবাদঃ আদিম যুগ থেকে মাড়য়া গাড়া চল কোথায় ছিল এবং কে শুরু করেছে। আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়া তারা শুরু করে এই মাড়োয়া গাড়ার রীতি।

[মাড়োয়া (বিয়ের মন্ডপ) স্থাপনের গান]

মাড়ুয়া কেদাম বাবাম ছামডা কেদা
অশর কুতাম বাবা সারিয়াতি ডোম
সারিয়াতি ডোম বিটি দায়াগিকু রুইয়া,
তোরাও পিছাকু ডেহনা,
এগাঞ আপাঞ জিউয়ি বিটিকু লো-উচুয়া।

অনুবাদ ঃ বাবা তুমি আমার জন্য বিয়ের মন্ডপ তৈরি করলে কিন্তু কই তোমার বাজানোর দল। বাজনার দল বিটি কষ্টের বাজ বিটি বাজায়। এতে আমার বাবা মায়ের মন আগুনের মতো জ্বলে ছারখার হয়ে যায়।

[গায়ে হলুদের গান]

সুনুম সাসাং অজোকাহতে
পাটিয়ারে দুড়ুপ কাতে
চেদাঃ হোপন মাইয়েম রারা কানা
এ দাদা মারাং দাদা রারাতেঞ
লাইয়াম কান জামাই মারাং
দাদাই হাড়াম গেয়া

অনুবাদ ঃ তেল হলুদ গায়ে দিয়ে পাটিতে বসিয়ে কেন কান্দ বেটি মনে মনে । ও আমার বড় দাদা বলি তোমারে আমার বর দাদা অনেক বুড়ো।

[জল সয়তে যাওয়ার গান]

বাদকেদাম বাবা পুখরিকেদাম
চেৎফু দারি বাবাম রহইকেদা
রহইকিদাঞ বেটি উলে সিঞ তালে দারি
হড়ম লিকির লিকির আটাল বাহা

অনুবাদ ঃ বাবা পুকুরের ধারে ধারে কি কি গাছ লাগালে। বেটি আম গাছ, তাল গাছ আরো লাগালাম বেটি ফুলের বাগান।

[বর কনের গান]

গাড়া আড়ি টিন বাখল
গুতি শিবুগেলে দোহমেয়া
চাল চলন রেলে ফসিলেনা
মেন খান
ঘ্যোয়দি জ্যামাইগেলে দোহমেয়া

অনুবাদঃ নদীর ধারে টিনের ঘর। শিবু তোমায় রাখব রাখাল হিসেবে। তোমার চাল চলন যদি পছন্দ লাগে তোমাকে রাখব আমরা ঘর জামাই।

[বর কনের গান]

আপুম জায়াই চাড়ালেকা
ডহলিম দাদাম জায়াই টুকুইলেকা
আম মাম বেনায়কান একনাম্বার
লুইহালেকা
বাহুদোম ঞাঁমকানা আরসিলেকা

অনুবাদ ঃ তোমার বাবা মা দুলাভাই চাড়ির মতো । তোমার ভাই-বোন দুলাভাই ডেকচির মতো। তুমি দুলাভাই এক নাম্বার কড়াইয়ের মতো। মেয়ে খুঁজছে আয়নার মতো।

[বর কনের গান]

একই কিসাড়রেন সাঙ্গে বারয়াতকু
উল কু চাপাত লাগি ঠেঙ্গাকু
ঞাঁঞাঁম কান
আলপে চাপাত হেরেল বেরেল গেয়া।

অনুবাদ ঃ দূর দেশের বরযাত্রী আম গাছের নিচে বাসা বাঁধে। আম পাড়ার জন্য লাঠি খুঁজছে। আম পাড়িস না ছলে কাঁচা আছে।

[বর কনের গান]

চেদকু জায়াইলে রড়কেদা
চোকু জায়াইলে এগেরকেদা
আলবেন রাক জায়াই
আলবেন হোমরা
নাপাই নাপাই তেগে গুড়দো জমবেন।

অনুবাদ ঃ জামাই কি কি বললাম, কি কি গালি দিলাম, কান্দি সোনারে করিওনা মন খারাপ, হাসি মুখে গুড় খেও।

[বউ সাজানোর গান]

সেদায় দোগোমমেনা চিলিনা
দামচি ইদিমেয়া
হাংকুগো এেল কুতাম
হুকা তিয়িঞ টামকাটাকুর বিলিঃ
বালাং বালাম তাকু
মাগো তাহেনবেন জুড়াসিরে

অনুবাদ ঃ আগে আমায় বলতে মাগো কে তোমায় বিয়ে করবে। ঐ দেখ মাগো ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়ে আমায় বিয়ে করতে আসছে। তোমরা থাক মাগো অনেক সুখে।

[বউ সাজানোর গান]

তিসখনঙ্গ বিটি নাওয়া দোলান গাঢ়
দম চিয়াজোঙ্গ কান।
পুরুবু পশ্চিম বেটি বেংগেত মেসে
ঝিলমিল গাড় বিটি বাগিয়াঃ কান।

অনুবাদ ঃ মেয়ের বাবা-মা বলছে কতদিন বা কবে থেকে বেটি তুমি নতুন ঘরের স্বপ্ন দেখছো জানি না। তার আগে তুমি পূর্ব-পশ্চিম দিকে তাকাও এতো সুন্দর বাড়ি, বাবা-মায়ের স্নেহ ভালোবাসা তুমি ফেলে যাচ্ছ।

[কনে বিদায়ের গান]

লাহা লাহা তেদো বানিজ দাঁতা
তাইনম তাইনমতেদো জনমদাঁতা
ও হাই জনমদাতা দুরা ডুয়ারজংমে
ইঞদো পাঞ্জায়িয়া বানিজ দাঁতা।

অনুবাদ ঃ আগে আগে যাচ্ছে বাণিজ্য। জন্ম দাতা পিছে পিছে আসছে। অহায় জন্ম দাতা। যাও ফিরে যাও আমি যাচ্ছি বাণিজ্যে।

[কনে বিদায়ের গান]

গাডা আড়ি টিন বাখল
ঋননেম জমমাকা দাদা
তিসেম সোদা
বাংদো দাদা কাডাম দানে
বাংদো দাদা ভেডাম দানে
বাংদো দাদা ইঞ্যেম দানেঞ
চিরজীবন

অনুবাদ ঃ নদীর ধারে টিনের ঘর। ঋণ নিয়েছ দাদা। কবে মহিষ দান করবে দাদা, নাকি ভেড়া দান করবে, নাকি চিরজীবনের বিদায় দিবে।

[কনে বিদায়ের গান]

মা কাদিল বেটি ঘরের ভিতর,
বাবা কাদিল বেটি চামডা লাতার,
ভাই চাহিল বেটি সোনা ছাতার,
সোনা ছাতার ড়রইআ চোল
গে বোহিনগে ধীরে ধীরে।

অনুবাদঃ মা কাঁদলো ঘরের ভিতর, বাবা কাঁদলো আঙ্গিনাতে। ভাই চাইল, বোন দাও আমাকে সোনার ছাতি। সোনার ছাতার ছায়ায় চলে বোন আমার ধীরে ধীরে।

[গুড় আজো-গান]

[গুড় আজো হলো মেয়েকে বিদায় এর সময় বর ও কনেকে গুড় খাওয়ায় তার মা ও পিসিরা।]

দে বিটি দেলা বেটি দে অডুঙ-অমে ফুরু রে গুড়তে গড়তে বিদায় মিঞা।
বুঞ ওড়ুয়োআ নায়ো আলম বিদীই ইঞা আপা বারেঞনাবালক
গিতিঞয়া সোনাতে তোল তোঙ অকোয় গোগা।

অনুবাদঃ কই বেটি কোথায় গেলে এইদিকে বের হও। কাঁঠাল পাতার উপর গুড় দিয়ে বিদায় দিবো। আমি বের হবো না আমাকে বিদায় দিয়ো না মা। আমার ভাই নাবালক। কে তুলবে সোনার ছাতাটা। আমাদের জামাই কে ঘোড়ায় চড়াবো আর ছাতা দিয়ে তাকে ছায়া দিয়ে নিয়ে যাব।

[বরের বাড়িতে বউকে বরণ করার গান]

বুগি এগাম বাহু বুগি আপুম সারদি সিতুঙরেকিন বিদীঃ কায়মে,
বোগিম হিলি বাহু, বোগিম বারেম বাহু,
তালা ফুরু গুড় লাগি, তালা বাটি দাঃ লাগিৎ
লাগিং দুয়ার দুয়ার কিন বুবুঙওকান।

অনুবাদঃ কেমন তোমার বাবা-মা এতো রোদে তোমাকে বিদায় দিল। কেমন তোমার দাদা, কেমন তোমার বৌদি অর্ধেক গ্লাস পানি ও কাঁঠাল পাতার গুড় তোমাকে খাওয়ানোর জন্য ছেলের বাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

[বউকে বরের বাড়িতে বরণ করা গান]

তকায়েনাম গো তআ দারে
দাড়ি কিমিনমেদই সেটেরেনা
ইগুয়িতিঞপেনা চাম লাতার
চামডালাতার
আতাং আদেরিয়অঞ চাতমওডাক।

অনুবাদ ঃ কোথায় আছো মা তোমার বৌমা চলে এলো। বৌমাকে নিয়ে এসো আমার বৌমাকে আমাদের চারি ঘরে বরণ করে নিয়ে যাবে।

[তাড়য়ারিদা-গান। তাড়য়ারিদা হলো বিয়ের আগে গোসল করার সময় মেয়ে বা ছেলেকে বাবা-মা মাই এর উপর আমপাতা, সরিষার তেল আর দাউ এর মাধ্যমে তাকে আশীর্বাদ করে।]

ইন্দোঞ চালাকানা ঝালি আনার রে,
ঊবা বাবাগোঙ হোহোলেদা।
বাবা বদল আয়ো গোঙকিদিঞা
তারয়ারি দা কিৎঞ জরোআইঞকান।

অনুবাদ ঃ আমাকে অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছ বাবা, বাবা বলে ডাক দিচ্ছি। কিন্তু বাবা সাড়া না দিয়ে মা সাড়া দিল। পরে দেখি বাবা মা আমাকে বিয়ের আশীর্বাদের জন্য প্রস্তুত করছে।

[বিয়ে বাড়ির আনন্দের গান]

আখড়াখনইঞ্জ নুডুকএন ছাটকারেইন তিগুয়েন
তকয়াৎ মান্ডয়া লিকির লিকির
গাতিনাৎ মান্ডয়া তড়ে সুতাম মান্ডয়া
হয়রাকাব লিকির বিকির নিলিশ

অনুবাদ ঃ বাড়ি থেকে বের হলাম। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে দেখি কার যেন বিয়ের মন্ডপ ঝিলিক মিলিক করছে। বান্ধবীর বিয়ের মন্ডপ সুতা, লতা-পাতা দিয়ে বানিয়েছে তাই ঝিলিক মারছে।

[বিয়ে বাড়ির আনন্দের গান]

আলে কুলিহী তালাতে
বানাম তিয়িইন
কড়াই পারম-অ-কান
তিরেতাই সোনা ঘুড়ি,
বহৎরেতাই দাড়াই
দেনে বানার পানচি
ডেংগায় গাদুইনকান

অনুবাদ ঃ আমাদের গ্রামের রাস্তা দিয়ে হারমোনি হাতে নিয়ে একটি ছেলে পার হয়ে যাচ্ছে। তার হাতে সোনার ঘুড়ি, মাথায় পাগড়ি আর তার পানচির দাসিগুলো আমাকে ডাক দিচ্ছে।

[ছেলে আর মেয়ে এছাড়াও পাড়ার মহিলা ও পুরুষ মজা করে বিয়ে বাড়িতে]

আলে কুলহি তালাতে ওদোল বোদল নাকো হোহোএদা,
ইনদোঞমেন এদা জানি কুড়ি কড়া মন বদল
হাইরে ভাঙ্গা চূড়া লোহার বদল।

অনুবাদ ঃ আমাদের রাস্তা দিয়ে ডাক দিচ্ছে কেউ বদল করবেন নাকি । আমি মনে করলাম মনে হয় ছেলে মেয়ের মন বদল করা হবে। কিন্তু পরে যখন ভালোভাবে বুঝলাম ভাঙাচোরা লোহার বদল দিবেন নাকি।

[বালায়া হলো অষ্টমঙ্গলার দিনে বিয়াই-বিয়ানীর গান]

হে দানা গাতে কুড়ি জীয়ি জাতী হরম
হারতাদো বোগে সে বাং?
আপে আর্শীবাদ,চান্দো দোহাইতে জীয়ি
জাতী হরম হারতাদো বোগি গিয়া।

অনুবাদঃ ও বিয়াই-বিয়ানী তোমাদের শরীর সুস্থ আছে কিনা ? এরা উত্তর দিল-তোমাদের আশীর্বাদে, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা ভালো আছি আর তোমরা কেমন আছো।

বাইশি

[বাইশি হলো মেয়ের বাবা ও ছেলের বাবা মেয়েকে বিদায় এর আগে
প্রথমবার ন বিয়াই-বিয়ানী খাবার খাবে।]

আতোরেন মাঝী, দিশাম রেন পারগানা বায়শি বায়শি কিন হোহোএদা।
তোকারে হো বাইশিহো তোকারে হো বাইশিহো তোকারে কাচাহারি মারাং
এদেল বুটা বাইশি,
ডধরি দলান লাতাররে কাচাহারিদা।

অনুবাদ ঃ গ্রামের প্রধান আর দাওয়াত এর আত্নীয়রা এবং যে কয়েকটি গ্রামকে যে পরিচালনা করে তাকে বলে পারগানা। তাকে বাইশি বাইশি বলে ডাক দিচ্ছে পাড়ার লোকে। পাড়ার লোক বলছে- কোথায় বাইশি কোথায় বসবে। তখন মান্‌ঝি ও পারগানা বলছে বড় ঢিবির উপর বাইশি হবে।

দুর্গা পূজার গান

দেশরেমা ছাতা হয়ু কুড়িকিন
ন্যায়দেশরেমা পাতা হয়ু।
কুড়িকিন ন্যায় চৌকাঠরে আরসি নাকিচ
কুড়িকিন ন্যায় দেলাবুন দেলাবুন ধিশামপাতা এ্ঞেল।

অনুবাদঃ গুরু বাবা মেয়েদেরকে বলছে, ঝুড়ির মধ্যে আছে আয়না চিরুনি। তোমরা সেজে গুজে থাক আমরা সবাই দেশ বিদেশে পূজা দেখতে যাব।

দুর্গা পূজার গান

দিবি দুয়ারেদো গুরু হো ঢাক দো সাড়ে
কান গুরু হো ঢাক দো সাড়ে কান
হারে হারে হারা হপন কুড়ি গিদরো মালা
কায়অ লাং গুরু হো মন্দাম কায়ালাং।

অনুবাদঃ মা দূর্গার সামনে ঢাক বাজাচ্ছে। গুরু বাবা আমাদের মেয়ে আছে তাকে আংটি দিয়ে মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখবো।

বাহা উৎসবের গান

অকয় লাগিত ঝুমুর ঝুমুর
সিরিঞ আতে হো
তাড়ামাবুন লেগেম লেড়েম
নায়কে সাওতে
ম্যাশী লাগিত ঝুমুর ঝুমুর
সিরিঞ্যাতে
চালাকান বুন আপান আপিন সান্দে সাতে
হো পিন্ড সামাং

অনুবাদ ঃ কার জন্য ঝুমুর ঝুমুর গান বাজনা নিয়ে নাচতে নাচতে যাচ্ছি। যাচ্ছি আমরা গ্রাম প্রধানের সঙ্গে খুশীর জন্য ঝুমুর ঝুমুর গান বাজনা নিয়ে। যাব আমরা গির্জা মন্দিরে।

বাহা উৎসবের গান

কয়েয়ালাং নাজিন কয়েয়ালাং
কয়েয়ালাং নাজিন জুরি শারজম বাহা
বাহায়ালাং নাজিন বাহালাং
বাহায়ালাং নাজিন বোহঃরেগে
নাপাই এ্ঞ্যালো নাজিন নাপাই এ্ঞ্যালো
নাপাই এ্ঞ্যালো নাজিন নদবএলাবে

অনুবাদঃ আমরা চেয়ে নিব ফুল। কাল বনের ফুল নিবরে খোপাতে। শালবনের ফুল দিদি খোপাতে দিব। দিদি সুন্দর দেখাবে।

সিরুয়া বিসুয়া/ পহেলা বৈশাখের গান

চৈত্র বৈশাখ পাড়া য়েনাপাতা বাহার সাডিকান।
গাতিং তিদো ভোক্তায় বলয়েন জানিং
লাগাপুন্ড সিম হেন্দে রিশ্রা কাল্‌ সিম
এনহএনহ গাতিং তিদোঞ রোফারুয়াড়ি।

অনুবাদঃ চৈত্র-বৈশাখ পড়ল এই সময় চরকপূজা হয় সেই সময় আমার ভালোবাসা ভোক্তায় চলে গেল। যদি লাগে সাদা মোরগ লাল মোরগ তবুও আমার ভালোবাসাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনব।

সিরুয়া বিসুয়া/ পহেলা বৈশাখের গান

ছাতা টান্ডি পাতা টান্ডি
তমদাঃপে ইদিয়া
তমদাঃপে রাপুত তালেয়া
রামকানায় মান্দাড়িয়া
লক্ষণ কানায় গায়না হা
মুচি কানায় জনম কারিগল

অনুবাদ ঃ চরক পূজাতে আমাদের মাদলগুলো নিয়ে যাওয়া হয় । আমাদের মাদলগুলো ভেঙ্গে দিবে। রাম হচ্ছে বাজনাওয়ালা, লক্ষণ হচ্ছে গায়ক আর মুচি হচ্ছে জনম কারিগর।

সিরুয়া বিসুয়া/ পহেলা বৈশাখের গান

বছর দিনদো পারমেন
নাওয়া সেরমা পাড়াও এন
বয়হাকু দুকতেচং সুখতেচং
বয়হাকু বাবা গোগা উমুল রেগে
মারি বছর সাহাই লাগিত
ঈশ্বর গেবুন সারহাওয়ি
বয়হাকু নায়া বছর ভোর দানকু
বয়হাকু কায়েয়াবুন বাবা তাবুনগে।

অনুবাদ ঃ পূর্বের বছর শেষ হয়ে নতুন বছর পড়ল। আমাদের সকল সুখ-দুঃখ কেটে গেছে ঈশ্বরের আশীর্বাদে। নতুন বছরের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করব এবং তার কাছে আমরা প্রার্থনা করব।

পুষনা উৎসবের গান
[নবান্ন উৎসব/নাওয়া পরব-এর গান]

আচুর হেচেয়েন হো আঘহাড় চাঁন্দু
নাওয়া হুড়ুদ বিলিয়েন।
মাওনাওয়া মনগে দ জোড়োশিয়েন।
নিতুবুন জমা হাপিয়েন হেসেচ সেকড়েচ।
টাডি টুকরি বয়হা বেঙ্গেত পেসে।
সোনালেকা বয়হা গেল্এ।
উত্তর রিয়াক হয়তে লেয়ের কোদর
জানিচ ঈশ্বর বাবায় সারহাওয়েদিকান

অনুবাদ ঃ ঘুরে আসছে নবান্নের মাস। নতুন ধান তো পেকেছে। আমার মন তো আনন্দে নেচে উঠেছে। এখন খাবো নতুন ধানের ভাত। গ্রামের ভাই বোনেরা দেখো সবাই সোনার মতো ধান। উত্তরে বাতাসে দুলছে জানি ঈশ্বর বাবা আমাদের আশীর্বাদ করেছে।

পুষনা উৎসবের গান

নাওয়া ফসল দারায় দালায়
ঈশ্বর বয়হা ওলোই গোতই
বয়হাকু সামাংয়াইবুন সিরজন বাবা
বয়হা কু সামাংয়অইবুন নাওয়া ফসল দান
আলে নাচার নানদান চাষা
এগুআকাৎ নাওয়া দান কু
দায়াতে দান সান্দেস আতাং তালেমে
মায়াতে ভোর দান দো জেরি য়ালেমে

অনুবাদ ঃ নতুন ফসল দুলছে ভাই বোনেরা এসো প্রার্থনা করবো ঈশ্বরের কাছে। প্রার্থনা করবো নতুন ফসল দান করার জন্য। আমরা যেন ভালোভাবে চাষ করতে পারি। নিয়ে এসো ধানগুলো দয়া করে আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ কর। মায়াতে ভরা আশীর্বাদ কর।

পুষনা উৎসবের গান

বুরু বুরু পারমরে বুরু পারমরে
এগা আপা আপা বারে মেলাও কতিঞ
সরহাই মাইরি বাকো লইলেৎ নেহ বাড়ে
বারেঞ বাড়ে হাহেলেন খাৎ মাইরি গেল
খযে খযে গেনা খৎ গেরার খৎএ বানিজ আসু কিঞ।

অনুবাদঃ পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে, পাঁচটি পাহাড়ের ওপারে আমার মা-বাবা-ভাই আছে। পসুনা উৎসবে আমাকে বলনা। আমার যদি থাকত, দশ দিন আগে থেকে আমায় দাওয়াত দিত, আমার বাড়িতে এসে নিয়ে যেত।

পুষনা উৎসবের গান

তিহিঞদলে তয়াতেলঅং ঘুরিয়া দাহে
তেলং গেমেযা তিহিঞদ সোনা লাং
ওডকেয় দিসাম হড়কু নেলে তালাঙ্গা।

অনুবাদঃ আজকে আমরা দুধ ও দই দিয়ে মুছব, আজকে আমরা সোনাকে বের করব দেশের মানুষ দেখবে।

পুষনা উৎসবের গান

উমহিলাঃরে ঘুগি মালা ঘুগি আগু ঘুগি মেতামে,
মালা ঘুগি বাম গুতুলেৎ উমিন মাবাং রাসি
আতো যাযালিদ চেকাতেং উড়ুকয়
ঘুগি মালঅ ঘুগি কম আগুলেৎ।

অনুবাদ ঃ সুখি আমি তোমাকে মালা গেঁথে বলেছিলাম মালা তুমি গেঁথে দিলেনা। এত বড় পাড়াতে আমি আনন্দ করতে কেমন করে বের হব সুখি, মালা তুমি এনে দিলেনা।

পুষনা উৎসবের গান

হানা ঘুটু নোয়া ঘুটু সিযাইঞ হটরা
মেনতে কোড়াকো মচা কোড়াকো
মচা হটরা গতে কেঅ লেউ লেউ লেউ।

অনুবাদ ঃ নদীর এই পাড়ে নদীর ঐ পাড়ে বেল পাড়তে গিয়েছিলাম। বেল পাড়তে গিয়ে ছেলের মুখে ঢিল মেরে দিলাম।

পুষনা উৎসবের গান

ডাহার, ডাহার তে তেঞাং দো
চালামে ডাহার মুচাৎ রে কিসনিকু
রিয়াৎ কান দেলাং কড়ে জম লেউ, লেউ, লেউ।

অনুবাদ ঃ রাস্তা দিয়ে দুলাভাই যায়। রাস্তার নিচে বট গাছের উপরে শালিক পাখিগুলো বসে আছে।

পুষনা উৎসবের গান

দেনতিঞ নায়গো হান্ডি টুকুৎ দেনতিঞ
নায়নো ঠেঙ্গা ছাতার জামায়
নায়গো বাই তহেন কান,
তিহিঞ জামাই তাহেন বেন গাপা
জামাই তাহেন বেন রাসি আতো
জদালি দো জাল তোরাই বেন।

অনুবাদ ঃ দাও মা গো আমার হাড়িয়ার পাতিল, দাও আমার সোনা ছাতি, জামাই মা গো থাকতে চাই না, আজ জামাই থাক, কালকে জামাই থাক, গ্রামের এত বড় আনন্দ ছেড়ে যেও না জামাই।

সহরাই উৎসবের গান

নেস সহরাইরেদ নাইগো হারমনি পেয়ালা বানাম-(২)।
হারমনি পেয়ালা বানাম কিরিঞআনমে।
সিঞ্চিন ঝুমুর ঝুমুর নাইগো নিনদাইঞ ঝুমুর ঝুমুর-(২)।
মরে সিঞ মরে নিনদা নালম তোলাসইন গো
তোয়া দারি মরে সিঞ মরে নিনদা নালম তোসিঞ।

অনুবাদ ঃ এবার সহরাই-এ মা হারমোনি পেয়ালা কিনে দাও। হারমোনি পেয়ালা কিনে দাও। দিনে নাচবো রাতে নাচবো। পাঁচ দিন নাচবো, পাঁচ রাত খুঁজোনা হো দুধের গাছ পাঁচ দিন পাঁচ রাত খুঁজিওনা।

সহরাই উৎসবের গান

হারমনি বানাম তুলুৎ নালো গাতি মেদদা জরয়-(২)
সেদাই লেকা রর লানদা বানুৎ
তালাং সেদাই লেকা দুলাড় গাতি বানুৎ তালাংআ।
সেদাই লেকা দুলাড় খনাৎ দুলাড়
তেহেনকাগাতি শাড়ি আনচার
ডাসিতেদ মেদদা জতকেম,
আমকৎ অন্তর চেতাং গাতিৎ মেটাওকেতাম,
আমাৎ অন্তর তেতাং তগাতিই মেটাওকে তামা।

অনুবাদঃ হারমোনি বাজানোর সময় প্রেমী চোখের পানি ফেলোনা। আগের মত হাসি আর কথা নাই। আগের মত যদি প্রেমী আমাদের ভালোবাসা থাকতো, শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছে দিতাম। তোমার অন্তর তৃষ্ণা আমি মিটিয়ে দিতাম।

সহরাই উৎসবের গান

অত অততে নারিয়েনা চটরেমা ডালিলেকা বাহায়েন-(২)।
সুরাজমনি সিজাসেম গছায়া বাহামনি
বাহায়াসে বাম বাহারা হো সরজমনি।
সুরাজমনি সিদাসেম গছায়া
বাহামনি বাহায়াসেম বাম বাহারা।

অনুবাদ ঃ মাটি মাটিতে গেছে উপরেতো ডালির মত ফুল ফুটেছে। সুরাজমনি ছিড়বেনা কোছায় নিবে ? ঊাহামনি সাজবেনা সাজবে।

সহরাই উৎসবের গান

বাহা লিকির লিকির মাইরি রূপ মুঠান ঞেলতাম-(২)।
পানঞ্চি শাড়ি দালায় দালায় মজএম ঞেলকান হো নাচনীয়,
পানঞ্চি শাড়ি দালায় দালায় মজ এম নেলকান।
উকুচুকু রর লানদা সেদার গাতি তেহেকান-(২)।
আলাক জারি নারি লেকান সাগাই
তপাএন হো নাচনীয় আলাক জারি নারি
লেকান সাগই তাপাএম।
বহা সকাকাম গসৎ মাইরি দারি
খনাৎ দুলাড় মাইরী বাং সারিআ হো
নাচনীয় যত হরাৎ দুলাড় মাইরি বাং সারিআ।

অনুবাদ ঃ ফুল লিকির লিকির প্রেমী রূপ তোমার দেখায়। পানঞ্চি শাড়ি পরে প্রেমী হেবী দেখায়। চুরি চুরি হাসি কথা আগের ভালোবাসা ছিলো। গাছের শিকড়ের মত প্রেমী ভালোবাসা ছিড়ে গেলো। উল পাতা পাকে প্রেমী গাছ থেকে ঝড়ে যায়। সবার ভালোবাসা প্রেমী সত্যি হয় না।

সহরাই উৎসবের গান

নেস সোরহায় রেদো জুরি বেনারুশি
শাড়ি সায়া আগু আঞমে-(২)।
রাসকাতে শিন নিন্দা ঝুমুর ঝুমুরা হো
জুরি রাসকাতে শিন নিন্দা ঝুমুর ঝুমুরা।
হুরু চাউলি সানটাও এনা রেংগেঃ
তেতাং চাবা এনা রাসকাতে আতুরেলাং
ঝুমুর ঝুমুরা হো জুরি রাসকাতে আতুরেলাং ঝুমুর ঝুমুরা।

অনুবাদঃ এবার সহরাইয়ে সাথী বেনারশি শাড়ি সায়া এনে দাও। খুশিতে দিন রাত ঝুমুর ঝুমুর নাচব। ধান, চাল উঠে এলো শিৎদা পিপাসা শেষ হলো। খুশিতে গ্রামে আমরা নাচব।

হুল দিবস/সিধু কানু দিবসের গান

সিদা কানু খুড় খুড়িয়া ভিতরে
চাঁদ ভাইয়ো ঘোড়ার উপরে
দেখ সারি চাঁদরে ভাইরে
ঘোড়া বাইয়ো মুলিনে মুলিন

অনুবাদঃ সিদাকানু আছে ঘরের ভিতরে আর চাঁদ ভাইরা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে । দেখ চাঁদ ভাইদের ঘর থেকে ঘোড়া বের হলো খুব মলিন।

হুল দিবস/সিধু কানু দিবসের গান

সিদাকানু মাঠরে কান্ডাঞ দিপি
লাকা বেড়তাং বেড়তাং
কান্ডাঞ দিপিল ঞেলতে
আল কড়াম লান্দায়া
কান্ডাঞ দিপিলাকা
বেড়তাং বেড়তাং

অনুবাদ ঃ মাঠের মধ্যে সিদাকানু কলসি মাথায় দিয়েছে আঁকা বাঁকা । মাথায় কলসি দেখে হাসিও না ছেলে ।

হুল দিবস/সিধু কানু দিবসের গান

সেতারে বিরিত কাতে
পারকমরে দুড়ুপ কাতে
চেদাঃ হপন বাবুম রারা কানা
রাঃ বাং খাঞ চেফায়া
হোমর বাং খাঞ চেফায়া
সিদাকানু কিন গচঃএন
সানতাল সমাজদো আতুয়ে
হায়রে সানতাল সমাজ পরের ভিতরে

অনুবাদঃ সকালে উঠিয়া খাটির উপর বসিয়া কেন ছোট বেটা কাঁদছে। কেন বাবা কাঁদব না আমাদের সিদাকানু বাবা মারা গেল। আমাদের সানতাল সমাজ বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের সানতাল সমাজ এখন পরের হাতে ।

হুল দিবস/সিধু কানু দিবসের গান

ছাটকারে নিম দারি গোড়া
মুতুল লিকির কদম গাছ
হাইরে হাইওে আপা করে
নাচনিবেন হেয়াও কিদিঞ
গোড়া মুতুল লিকির কদম গাছ।

অনুবাদঃ উঠানে আছে নিম গাছ, গোয়াল ঘরের সামনে আছে কদম ঘাছ । হায়রে আমার বাবা-মা আমায় করেছে শিল্পী।

হুল দিবস/সিধু কানু দিবসের গান

কায়রা সাকাশ ঞড়মে ঞড়মে
হেশা সাকাম হিপিড়ে হিপিড়ে
তিরমুতি চেয়ে দাদা চটরেগে রিপিরিপি
তুরু ডাব আগে যায় না ।

অনুবাদঃ কলার পাতা সবুজ আর পাকুড়ি গাছের পাতা বাতাসে দোলে। ঈগল পাখি আকাশে উড়ছে দাদা। তরল গাছ আগে যায় না।

হুল দিবস/সিধু কানু দিবসের গান

লিলি বিচি অড়া নায়ু
লিখন গড়হন পিন্ডা
গিন্নি বেগম ঘর সাজে না
তিরে চুরি জাঙ্গারে বাজু
লুতুর ঝুনকা পাগরা
জুরি বেগম সিন্দুর চলে না

অনুবাদঃ সাজানো ঘর বাড়ি নারী ছাড়া ঘর সাজে না। মেয়েদের হাতের চুড়ি, পায়ের নুপুর, কানের ঝুমকা দুল আর স্বামী ছাড়া মাথায় সিঁদুর চলে না সেটাই বুঝানো হয়েছে ।

মনসা পূজার গান

[সাঁওতালি গান মনসা পুজার গান]
আমদোনা মনসা মাই পাটা গাডু
চটরেম মনসা মাই সোনা তি সোনা জাঙ্গা
সোনা্ তি সোনা জাঙ্গা বহেলেন তাম

অনুবাদঃ তুমি মনসা মাই কাঠের পিড়াতে বসেছিলে ।একন তোমার সোনার হাত পা নদীতে ভাসিয়ে গেল। এটাই বুঝানো হয়েছে ।

মনসা পূজার গান

এ মাই পদ্মাপতি পাতাল পুরীরেম
তাহেকানা। ঝেট মাসে দাআঃ কেদা
ভাদর মাসে জাপুত কেদা হড়ুর কেদাই
বিজলিকেদা ধের কেদাই ধারতি পুরীরেম
উপেলে না ।

অনুবাদঃ এ মাই পদ্মাপতি তুমি পাতালে অবস্থান করেছিলে । জ্যোষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হলো, ভাদ্র মাসে বান হলো তুমি মা পৃথিবীতে জন্ম নিলে   ।

প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত

দায়া দুলোড় ঞেঁলতে
কুলি মেঘে সানাঞাঁ
মনের ঃ ভাবনা বাচোম লৌহওঞঁ
মন তিংমা চুটচ্‌ট কোড়াম তিংমা ধাক্‌ধাক
আম তুলুচ বড় গেচো বাচঞ দিলা।

অনুবাদঃ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমার মনের কথা বলতে পারছিনে। আমার বুক কাঁপছে। আমি সাহস হারিয়ে ফেলছি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গান

হাসাতেগে বেনায়েনা
জিয়ন শাহেত এমাতমে ঈশ্বর বাবা
জিয়ন মরণ অললেম তাম
এড়ে রড় বানৎতাম।
তবে বয়হা গরবঃতাম মিছেগে।
রাজাকানাম রাপাজকানাম
আকিল বিদয়া লেলহাবোকা যাহাইকানগেমা
সেরমা সামাং সেটোরয়াম রে
ঘুস গোস দো আরিয়াগে
এড়ে রড় বানুৎতাম
তবে বয়হা গরবঃতাম মিছেগে।
এঁগা আপাত এরা হপন
আটেত বেড়হায় রায়ামকু তিপিঞাঁতে
পেড়া মায়া আলো জালা
সম্পদ মায়অ ছাড়াওয়াকা
এড়ে রড় বানুৎতাম
তবে বয়হা গরবঃতাম মিছিগে।

অনুবাদ ঃ মাটি দিয়ে বানিয়েছ। শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়েছো। ঈশ্বর বাবা জীবন মরণ লেখ তুমি মিথ্যে কথা বলো না। তবে কেন বোন গর্ব কর মিছে মিছি। রাজা হও প্রজা-হও হোক না সে অনেক বোকা। কোনো যায় আসে না। মা বাবার ছেলে মেয়ে বিছানা পারে দিল উপরে আত্নীয়স্বজনের মায়াজাল ছেড়ে সকল সম্পদ ছেড়ে মিথ্যে কথা নেই তোমার তবে ভাই তোমার গৌরব মিছে মিছি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গান

ধারতি টুনডোং ভর খোজ তলাশ
ধারতি টুনডোং ভর মায়া জালা
ধারতিম বাগি লেখান খোজ তলাশ বানুআ
হাইরে নিরোয় মন ফারাওয়েনা।

অনুবাদ ঃ পৃথিবীতে থাকাকালীন আমাদের খোঁজ-খবর সবাই নেয়। কিন্তু পৃথিবী থেকে চলে গেলে কেউ খোঁজ-খবর রাখে না, শুধু পড়ে থাকে মায়া।

বিরহ সঙ্গীত

চেতইং মেতা ঃ মেয়াম হিড়িং কেদা
এম কাতিংমে তি-রেয়াঃ বাজুমুদোম
রূতনড় বাড়িংমে মারুখা রুমোল।

অনুবাদঃ নদীর তীরে ভেঙা গাছ। সে গাছের নিচে তারা বসেছিল। প্রেমিক-প্রেমিকাকে বলছে, তুমি কথা রাখলে না, কাজেই আমার রুমাল ফিরিয়ে দাও।

কুদুম বা ধাঁধা ঃ সাঁওতাল লোকজীবনে অসংখ্য ধাঁধা প্রচলিত রয়েছে। এসব ধাঁধার মধ্যে মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য তৈজসপত্র বিষয়ক, খাদ্য বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক ধাঁধা রয়েছে।

প্রশ্ন ১ঃ ৮টি জাংগা,১৬টি গুনটি গাজারে ঝালিয় গিডিয়া ?

উত্তরঃ বিনদি।

অনুবাদঃ ৮টি পা ১৬টি হাঁটু জংগলে জাল ফেলে?
অনুবাদঃ মাকরাসা।

প্রশ্ন ২ ঃ সিংহো রাপরাপা নুউমি রাপরাপা
আসুন্ধি লেইমে কুদুম কুড়ি।

উত্তর ঃ বাকাডুলি।
অনুবাদ ঃ দিনে পাখা খোলা
রাতেও পাখা খোলা।
উত্তর ঃ ফড়িং

প্রশ্ন ৩ ঃ হেঁদে বীররেন হেঁদে কাডা
আরাঃগি দাঃকু নুইয়া
উত্তরঃ শি
অনুবাদ ঃ কালো জঙ্গলের কালো মহিষ
কালো পানি খায়।
উত্তরঃ উকুন

প্রশ্ন ৪ ঃ জিল চেতান রে জাঙ্গং
জাঙ্গং চেতানরে উব্
উব্ চেতানরে হারতা
উত্তর ঃ নারিকেল

অনুবাদ ঃ মাংসের উপর হাড্ডি
হাড্ডির উপর চুল
চুলের উপর চামড়া।
উত্তর : নারিকেল

ধাঁ ধাঁ ১

অকাতে পুষি?
কুড়ি খুশি।
অকাতে মেরম?
গাডা পারম।
অকাতে তেরুপ?
গাদলে আরুপ।
অকাতে তুয়ু?
কুড়ি উয়ুং

অনুবাদঃ
কোথায় যাচ্ছ বিড়াল?
মেয়ে পছন্দ করতে।
কোথায় যাচ্ছ ছাগল?
নদীর পাড়।
কোথায় যাচ্ছ বাঘ?
কাঁথা ধুতে।
কোথায় যাচ্ছ শিয়াল?
মেয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে।

ধাঁ ধাঁ ২

গাম গাম কুদুম কুদুম
অকাতে পুষিম চালাওলেন
ঝুড়ি হালাং ইঞ চালাওলেন।
অকর তাম ঝুরি দ?
মিহুগেচং লেবেদ রেপুতকে
চেদা মিহুম লেবেদ রেপুতকে
গেইগেচং বাই লেবেদ তোয়াইয়েঃ
চেদা গেই বাম তোয়াইয়েঃ ?
ঘাস গেচং বাং ঘাসোকান
দাঃ গেচং বাই দাঃ এ
চেদা দাঃ বাম দাঃ এ ?
রটে গেচং বাকু রাঃএ
চেদা রটে বাপে রাঃএ ?
ডুলুডং বিং কু জমেলে
কিড়য়ত কড়য়ত।

অনুবাদঃ
কোথায় বিড়াল গেছিলা ?
খড়ি কুড়াইতে গেছিলাম।
কোথায় তোমার খড়ি?
বাছুর পা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে।
কেন বাছুরের পা ভেঙ্গে দিয়েছো ?
গরু যে দুধ দেয় না।
ঘাস তো হয় নাই।
কেন ঘাস হয় নি?
পানিতে ঘাস হয় নি।
পানি তো হয় না।
কেন পানি হয় না ?
ব্যাঙ তো ডাকে না
কেন ব্যাঙ ডাকে না?
ঢেপটীয়া সাপ খাবে
কুড়মুড় কুড়মুড় করে।

কৌতুক (সাঁওতালী ভাষা)

স্যার ঃ হলা ইঞ মিৎটেন খবর ইঞ আনজম কিদা যে আপে মহসয় পাড়হাও বাপে হয়উচুকানা। ইঞ তিহিং হদিস কেদং যে ইঞ তিহিং পাড়াহাও পিয়া প্রশ্ন কুলিই পিয়া যদি ঠিক ঠিক পে লেই দাড়িয়াখায় ত ঠিক গিয়া আর যুদি বাফে দাড়িখায়, এমনিং দমাও পিয়া বারপে দিন স্কুল বাপে হেৎ দাড়িয়া। যতক্ষয় লাহা সমান্য গিয়ান ক্ষং কুলিপিঞং।

স্যার ঃ মন্টু

ছাত্র ঃ গুডু চেকাতে কুগচঃ কুয়া স্যার গুডুগচঃ দবেইন বাডায় য়া মেনখান জম দ জমগুগিয়া।

স্যার ঃ বা গুডু জম দ বাডায় গিয়া আর গুডু---তো বাই বাডায় য়া হাপোই। ঐ গুডু লেকা চেহারা তাম।

ছাত্র ঃ স্যার ইঞ।

স্যার ঃ হেঃ বিশুআম মা লেইমে যে গুডু---- লেগিৎ চেৎ চেৎকু জিনিস লাগাঃয়া।

ছাত্র ঃ স্যার গুডু চিলি কু মেতাওকুয়া ইঞ বুইন বাডাইয়া, স্যার আমগি কুলিকিদিয়াম আমগি লেইমে।

স্যার ঃ গুডু চিলিকু মেতাওকুয়া আম বাম বাডাই য়া।
অকই রড় দা হেঁ ঐ শুকরী লেকা নেলোকেনাম নেত আম মেনমে ভারত রেয়া রাষ্ট্র পশুর নিতুম চেৎ।

ছাত্র ঃ স্যার আম বাম বাডাইয়া ভারত রেন রাষ্ট্র পশু শুকরী।

স্যার ঃ তিঙ্গু তাহেন মেঃ আর অকয় আর অকয়, লক্ষী মেনমে দালা ফটাফট বারো জানুয়ারের নিতুম মেনমে।

ছাত্রী ঃ স্যার শুকরী।

স্যার ঃ আচ্ছা ঠিক গিয়া।
১১টি জানোয়ার য়া নিতুম ম্যানমে?

ছাত্রী ঃ এক ডরজন শুকরী সমান ১২ টি। স্যার হুইনা ১২ টি হা হা হা।

অনুবাদঃ কৌতুক

স্যারঃ কালকে আমি একটা খবর শুনলাম যে তোমরা মাষ্টার মশাইকে ঠিক করে ক্লাস নিতে দাওনা। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি। তাই আজ আমি তোমাদের পড়াবো। তো আমি আজকে দুইটা তিনটা প্রশ্ন করবো তোমরা যদি ঠিক উত্তর দিতে পার তাহলে ভালো আর যদি না পার তাহলে এমন মার মারব যে দুই-তিন দিন স্কুলে আসতে পারবে না।

সবার আগে কিছু জ্ঞান থেকে প্রশ্ন করব। মন্টু দাঁড়াও। ইঁদুর কিভাবে মারে ?

ছাত্র ঃ স্যার ইঁদুর মারা তো আমি জানি না, কিন্তু খাইতে পারি স্যার।

স্যার ঃ বাঃ ইঁদুর খেতে পার আর মারতে জানো না। ইঁদুরের মতোই চেহারা তোর।

ছাত্রী ঃ স্যার আমি ?

স্যার ঃ হ্যাঁ, তুমি বল যে ইঁদুর মারার জন্য কি কি জিনিস লাগে?

ছাত্র ঃ স্যার ইঁদুর কাকে বলে আমি জানি না। এবার আপনি বলেন যে ইঁদুর কাকে বলে ?

স্যার ঃ ইঁদুর কাকে বলে তুমি জানো না। কে কথা বলছে ? ঐ শুকরের মতো দেখতে এবার তুই বল ভারতের রাষ্ট্রপতির নাম কি ?

ছাত্র ঃ স্যার আপনি জানেন না। ভারতের রাষ্ট্রপতির নাম শুকরী।

স্যার ঃ তুই দাঁড়িয়ে থাক। লক্ষী বলো। চলো ফটাফট বারো জানোয়ারের নাম বল।

ছাত্রী ঃ স্যার স্যার শুকর।

স্যার ঃ ঠিক আছে। এইবার ১১ টি জানোয়ারের নাম বল।

ছাত্রী ঃ স্যার এক ডজন সমান ১২টি। স্যার হয়েছে ১২টা জানোয়ারের নাম।

আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ ওরাওঁ সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব-পালা-পার্বণের গান

ওরাওঁ সম্প্রদায়ের বিয়ের গান

[মাড়োয়া (বিয়ের মন্ডপ) স্থাপনের গান]

একে গটা ভাইয়া মাড়োয়া যে ছান্দায়
মাড়োয়া যে কাবিনু সভায়
যা তরে ভাইয়া বাহিনকে বলাবে
ঊহিন আগে তাবেমাড়োয়া সভায়
মা তরে ভাইয়া বাহিনকে বলাবে
ঊহিন আবে তাবে মাড়োয়া সভে
যা তরে ভাইয়া গাওইয়াকে বলাবে
গাওইয়া আবে তাবে মাড়োয়া শভে।

অনুবাদ ঃ ভাই-বোনে মন্ডব সাজায়। ঢাক ঢোল ছাড়া বিয়ের মন্ডব জমে না। যাও ভাই, বোন ও গ্রামবাসীকে ডাক। তারা সকলে এলেই বিয়ের মন্ডব জমে উঠবে।

বিয়ের গান

শিমার যে ফুলায় আয়ো লালে লিলে
লালে লিলে শিমার ফুলায়
তুলা যে উড়ায় আয়ো বিন বাতাসে
বিন বাতাসে তুলায় উড়ায়।
মাঞা যে মাঙ্গায় আয়ো জেড়া
দুলহা জেড়া দুলহা কাহা পাবে।

অনুবাদ ঃ শিমুল ফুলে লালে লালে তার সাথে তুলা উড়ে বিনা বাতাসে। কনে যে খুঁজে জোড়া বর।

[মাড়োয়া (বিয়ের মন্ডপ) স্থাপনের গান]

একে গটা ভাইয়া মাড়োয়া, যে গাড়ায়
মাড়োয়া যে কাহসানু সুন্দর শভায় (২)
যা তরে ভাইয়া বাজিনিয়া কে বলাবে
বাজিনিয়া তাবে মাড়োয়া শভায়(২)
যা তরে ভাইয়া বাহিনকেকে বলাবে
বাহিন আবে তাবে মাড়োয়া শভে
যা তরে ভাইয়া গাওয়া মানকে বলাবে
গাওইয়া আবে তাবে মাড়োয়া শভে।

অনুবাদ ঃ বোনের বিয়েতে ভাই, বোন এবং পাড়ার সকলে বিয়ের মন্ডব সাজায়। বাজনা এবং নাচ ছাড়া বিয়ের মন্ডব জমে উঠে না ,ভাইয়াও বিয়ের কনেকে মন্ডবে আনবে এবং গ্রামবাসী এলে তবে বিয়ের মন্ডব জমে উঠবে।

কনে বিদায়ের গান

আয়ো না বিদায় দে
বাবা না বিদায় দে
বিদায় দে গাওয়া ভাইরে ভালা রে (২)
মুনগা যে রুপায় মানা রে কাইসান
শভায় ভালারে (২)
মুনগা যে ফুলায় রে
রুনু ঝনু মুনগা ফুলা শভায়।

অনুবাদ ঃ মা, বাবা ও ভাই বোন কনেকে বিদায় দেয় এবং গ্রামবাসী সকলে মিলে বিদায় দাও কনে ও বর সারা জীবন সুখে থাকে বরের পরিবারকে নিজের পরিবার করতে পারে।

কনে বিদায়ের গান

পাশো বাকি পুশকি আয়ো নেরাউয়া
পল্লকি অনিম খান্ডা কিচিরিগে আয়ো
মান্নার চালি নাজঃ কি
অন টিপ্পা সিন্দিরী গেম আয়ো
নান্নার চালি নাজঃ কি (২)
অন থাড়িয়া মান্ডীম
নান্নার চালি নাজঃ কি।

অনুবাদ ঃ মা মেয়েকে ছোট থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। মা তুমি মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে পারোনি। একটি কাপড়ের জন্য মা তুমি মেয়েকে অন্যের বাড়িতে পাঠিয়েছো। এক চিমটি সিঁন্দুরের জন্য এবং এক থালা ভাতের জন্য মেয়েকে তুমি অন্যের বাড়িতে দিয়েছো ।

[বিয়ে বাড়িতে ঠাকুরী কালাই (মাস কলাই) ডাল দিয়ে বুড়ি বাননোর সময় এই গান করা হয়।]

হারনা হারনা বাবা জে মাড়োয়া ছানদায়
আয়ো জে বারি ফারায়
কা দেখে আলে হারনা কা শুনে আলে
বাবা মাড়োয়া ছানদায়
আয়ো বারি ফারায় সে ও শুনে আলো।

অনুবাদ ঃ মানুষ জন বলছে বাবা মাড়োয়া তৈরি করছে। মা সকল প্রকার সাহায্য করছে। তোমরা কি দেখতে, কি শুনতে এসেছো ? বাবা মাড়োয়া তৈরি করছে সেটি দেখতে শুনতে এসেছে।

বড় দিঘীর কৈ মাছ ঝিঙ্গা তরকারি
উালনি রাধতে জানে না
দাদা বিয়ে কর না
বড় দিঘীর কৈ মাছ ঝিঙ্গা তরকারি
উালনি রাধতে জানে না
দাদা বিয়ে কর না

অনুবাদঃ বড় পুকুরের কৈ মাছ দিয়ে, ঝিঙ্গা দিয়ে তরকারি রান্না করতে মেয়েটি (উালনি) জানে না। দাদা তাকে বিয়ে করিও না।

ঘারা দেখো বাবা ঘারা দেখো আয়ো
নেপালে পুছালে দেখো ঘারা দেখো বাবা
ঘারা দেখো বাবা ঘারা দেখো আয়ো
নেপালে পুছালে দেখো ঘারা দেখো বাবা
লেংড়া লুলা কুজা কানা ঘোড়া
দামাদ দেখো বাবা
ছাতা ধারো ভিজাতারি
করাকের মায়না ভিজাতারি
লেংড়া লুলা কুজা কানা ঘোড়া
দামাদ দেখো বাবা
করাকের মায়না ভিজাতারি।

অনুবাদ ঃ ঘর দেখো বাবা, ঘর দেখো মা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে মুছানো ঘর দেখো বাবা-মা। জামাই যেনো লেংড়া লুলা কুজা কানা খোড়া না হয়। ছাতা ধর ভিজে যাচ্ছি, সেই সাথে কোলের বাচ্চাটাও ভিজছে।

কারসা উঠানোর গান

[একটি মাটির পাতিলে খড়সহ ধান দিয়ে এমন ভাবে তৈরি করে এবং মাঝখানে লবণ ও প্রদীপ বসানো হয়। লবনের উপর খড়ের মাধ্যমে সুন্দর করে গেঁথে পাকা মরিচ দেওয়া হয়। পাতিলে সিঁদুর দেওয়ায় খুবই সুন্দর দেখায় কারসা]

কারসা পাতাই লে দাদা ক
কাইসান সুন্দর দিসায়
আমা পাতাই লম্বা লম্বা
বাঁশ পাতাই শুরু
কারসা পাতাই লে দাদা
কাইসান সুন্দর দিসে।

অনুবাদঃ কারসা পাতা নেও দাদা অনেক সুন্দর লাগে। আম পাতা লম্বা লম্বা বাঁশ পাতা চিকন। কারসা পাতা নেও দাদা অনেক সুন্দর লাগে।

বিয়ের গান

ঢোল বাঁজে ঢাক বাঁজে
ফালনি রি রিয়ায়লা
কাম লাগুন উদান লাগুন
ফালনি ঠস ঠসায়লা
পেঁয়াজ ক্ষেতে কা কা কা
কান্দে-লা ফালনি কান্দে-লা মায়া লাগে লা
ফালনা কান্দেলা রিঝ লাগে লা।

অনুবাদঃ ঢোল বাজে, ঢাক বাজে, গ্রামের মেয়েটি (ফালনি) নেচে উঠে। সে কাজ দেখে অলসতা করে। পেঁয়াজের জমিতে মেয়েটি কা কা বলে কাঁদে, মায়া লাগে। আর ছেলেটাও কাঁদে, অনেক হাসিও লাগে।

বিয়ের গান

নিন আয়ো কিবিদি নিন বাবা কেবেদায়
আককুন আয়ো নেসান রাওন।
মাঘ ফাগুন মাহিনা বারা চিতো আয়ো
গাড়িন আরগোন হাওে ভোটাং কালন।
উজ্জল বিজ্জল হলে চিঠি পত্র তাইওন
খেওন হরে সারে-স্বাপেনা তাইওন।

অনুবাদঃ- মা তুমি বকা দাও, বাবা তুমি গালি দাও। এখন মা আমি কোথায় থাকব ? মাঘ-ফাল্গুন মাস আসতে দাও মা, গাড়িতে উঠে ভুটান যাব।যদি বেঁচে থাকি তাহলে চিঠি পাঠাব আর মারা গেলে স্বপ্নে আসব।

বিয়ের গান

বিশো বারি বিশকি আয়ো
হোরমা বাহিন নেত্ররা নেত্ররা বিশকি
এংগান আয়ো বেগার নেত্ররা বিশকি
হোরমার বাহিনঘি দুলারে ভান্ডারে শ্বাশিড়ার
এংঘা শ্বাশিড়ার আয়ো করঞ্জ লেখা কারাখা।

অনুবাদ ঃ বিয়ে দেওয়ার সময় মা আমার বিয়ে দিলেন। সব বোনদের দেখে শুনে বিয়ে দিলেন। আমার বিয়ে দেখাশুনা ছাড়াই দিলেন। সব বোনের শ্বশুর বাড়ির অবস্থা ভাল। কিন্তু আমার শ্বশুড় বাড়ি খারাপ।

বিয়ের গান

অনটে গোটা বেটি কয়লাপারে দিয়ালো
সেও বেটি গুনে গুনে কাঁন্দে
বুঝে বুঝে কাঁন্দে
না কাঁন্দো বেটি না কাঁন্দো বেটি
ডালি টাকা ঘুরায় দেব ফিরায় দেব।

অনুবাদ ঃ একমাত্র মেয়েকে কয়লাপারে বিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি শুধু কাঁদে, বুঝে বুঝে কাঁদে। কেঁদো না মেয়ো, কেঁদো না মেয়ে, ডালি পরিমাণ টাকা দিয়ে দেব, ফিরিয়ে নিব।

বিয়ের গান

আয়োকে ছোড়ালে, বাবাকে ছোড়ালে
নাড়ী পুতাল জাগাকে ছোড়ালে
হায় ভাগয়ান আয়ো টু-আর কারালে
বাবা টু-আর কারালে
হায় ভাগয়ান কেহ নাহি পুছায়।

অনুবাদ ঃ মাকে ছাড়লে বাবাকে ছাড়লে। নাড়ী পুতা স্থানকে ছাড়লে। হে ঈশ্বর, মাকে হারালে, বাবাকে হারালে কেউ আমার খোঁজ-খবর নিবে না ।

বিয়ের গান

অ আ পাড়ালে ই ঈ পাড়ালে
ওহে ফালানি মিটটিক পাস কারালে
খেখখেনু ধারচিকি খাতা কলম
সাইকেল নারগোয় ফালনি
হায় রে কলেজ কালোয়।

অনুবাদ ঃ অ আ পড়লে ই ঈ পড়ে তুমি এসএসসি পাশ করেছো। হাতে ধরেছো খাতা-কলম। এবারে সাইকেলে উঠে তুমি কলেজে যাবে।

বিয়ের গান

ঘুঘুচু রে ঘুঘুচু পাতি বাইমার
দারি দারি বাইমার
দারি ও টুটি গেলাই পাতায় ঝুড়ি গেলাই
আভে যে ঘুঘুচু কাহা বাইমার

অনুবাদ ঃ ঘুঘু পাখি ও ঘুঘু পাখি, তুমি বেইমান, খুব খুব বেইমান। তোমার সারিও ভেঙ্গে গেছে, পাতায় ঝুড়ি ভরে গেছে। ওহে ঘুঘু, কেন বেইমান।

বিয়ের গান

ছোট নাদী ভরায় বারা নাদী ভরায়
হলোকিমা লাখি নাদী ভরায়
কা টাকা ডংগা বাঁশ কা কেওয়ারি
শাইও ডংগা ভাসি গেলাই
জাল বিগু ভাইয়া কাটা বিগু ভাইয়া
তোরা বাহিন ডুবিও গেলাই
তোরা বাহিন ডুবিও গেলাই

অনুবাদ ঃ ছোট নদী ভরে গেছে, বড় নদী ভরে গেছে, হলোকিমা লাখি নদী ভরে গেছে। কয়টা টাকা ডংগা বাঁশ, ডিঙ্গীটা ভেসে গেছে। জাল ফেলো ভাই, কাঁটা ফেলো ভাই, তোমার বোন ডুবে গেছে, তোমার বোন ডুবে গেছে।

[বিয়ের সময় বরযাত্রী সহ যখন বর পক্ষের কাছে কনের দাদা তার বোনকে পাত্রের হাতে তুলে দেয় তখন এই গানটি গাওয়া হয়]

হারে গাড়ি চালায় পায়ায়
পায়ায় হিয়ায় গাড়ি চালায়
গাড়ি সে নুতরায় দূর্বিন সে
দেখায় চা বাগানে কা হারিয়ার দিশায়
বাহিনকের ঘেচার মুখা মালা লাওকায়।

অনুবাদ ঃ হায়রে গাড়ি যাওয়া আসা করে, আমার মনেও যেন গাড়ি চলে। গাড়ি থেকে নেমে দূরবীন দিয়ে দেখে চা বাগান কত না সবুজ দেখায়? বোনের গলার হার ঝলমল করে।

ছোটেকুনা কুকোয় চালকি খোয়য়া কেরা
চালকি মালা কিইন্দা খোয়য়া কেরা
কুককু মাইয়া বিন্ড
বিন্ড মাইয়া কিইন্দা
কিইন্দা মাইয়া ভাউরী চাক লাওয়া লাগি।

অনুবাদ ঃ ছোট মেয়েটো ঝাড়ু কাটতে গেছে, ঝাড়ু না খেজুরের পাতা কাটতে গেছে। মাথার উপর বিড়া, বিড়ার উপর খেজুরের পাতা। কাসুয়ার উপর মৌচাক দেখা যাচ্ছে।

টিন ঘার সে পানি গিরেলা
ছয় ছয় কারেলা ফালনি
ছুড়ি আলাকচাটা ঝুমকা বাঁজায় লা।

অনুবাদ ঃ টিনের ঘর থেকে পানি পড়ে। বাতাসের শো-শো শব্দ। মেয়েটি চঞ্চলতার সাথে নূপুরের আওয়াজ তুলে।

শিমাল ফুল যে ফুলায়
লেদেমলেদা শিমল ফুল
ফালনা যে আওয়ায় ঘোড়া চারে
লালে পাগড়ি বান্ধে আওয়ায়
ফালনি যে কাঁন্দেলা
লালে পাগড়ি দেখে
ফালনি কাঁন্দেলা

অনুবাদ ঃ শিমুল ফুল ফুটেযখন,লাল টুকটুকে হয়। বর তখন ঘোড়ায় চড়ে আসে,লাল পাগড়ি পরে। সেই লাল পাগড়ি দেখে মেয়েটি কাঁদে।

কারাম উৎসবের গান

হারে কারাম বারেচা হারে কারাম
বারেচা হোরমারিন রিসা বাচারে।
হারে ধারাম বারেচা হারে ধারাম বারেচা
গোটা দুনিয়ান বিল্লী নাঞ্জারে।
বার্ছেনা বারেচা কারাম গোড়া তুলে বারেচা
গোটা দুনিয়া বাছা বাচা রে।
মের্থান্টী বারেচা নামহায় মাঝি উক্কিয়া
কারাম তুলে বার্ছেনা বারেচা রে।
এ নেম্হা কারাম এম নিঙ্গান মোঞ্জরা নান্দাম রে।

অনুবাদ ঃ কারাম পূজা এসেছে। কারাম পূজা সকলকেই আনন্দিত করেছে। সারা পৃথিবীকে আলোকিত করছে। সারা পৃথিবীর মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। স্বর্গ থেকে আমাদের মাঝে এসেছে আমাদের বাঁচাতে। আমরা সকলে তোমার পূজা করি।

কারাম উৎসবের গান

এদি নাতা কারাম সেওয়া
দাদা হই মেঃখয় কা মালা রে-(২)
এদি নাতা কারাম সেওয়া---(২)
মায়া লাঃগো মেঃখয় বাহিন বাগারো
মাল মায়া লাঃগো মালা মেঃখন(২)
মায়া লাঃগো মেঃখণ বাহিন বাগারো---(২)
নিন ভাইয়ারে বাহিন বিসকায়
কাদায় বারদায় কা মালা রে-(২)
খেঃর মালা পিটয় ঝারা মালা তুন্দোয়
ইননাতি নিঃগান বাহিন মালা বাঃওন-(২)
খের মালা পিটয়-----(২)
এদি নাতা কারাম সেওয়া------(২)
মায়া লাঃগো মেঃখন-------(২)

অনুবাদ ঃ কারাম পূজার দিনে দাদা নিমন্ত্রণ দিবে কিনা ? মায়া হলে বোনদের নিমন্ত্রণ দিও, মায়া না হলে বোনদের নিমন্ত্রণ দিও না। ভাই তুমি বোনদের বিয়ে দিলে, বোনদের বাড়ি যাওয়া-আসা কর কিনা ? মুরগি না মারলে, হাঁড়িয়া না দিলে, আজ থেকে তোমাকে বোন বলবো না।

কারাম উৎসবের গান

সাতো ভাইয়া সাতো কারাম গাড়ায়
সাতো জানি সেওয়া করারায়-(২)
পিড়া নুপায়ে কারাম মে নাড়ায়
গাতো জানি সেওয়া কারায়
লাগরে মাঞা ধয়ে।

অনুবাদ ঃ সাত ভাই সাত জনই কারাম গেড়েছে, সাতজনের সাত স্ত্রী তার পূজা-অর্চনা করেছে। মাটির উঁচু জায়গায় কারাম গাড়া হয়েছে এবং সাত ভাইয়ের স্ত্রীরা তার পূজা-অর্চনা করছে। মাদল বাদক ধীরে চল, হায়...।

কারাম উৎসবের গান

আওতো বাহিন চালারে ভাইয়া
আইজেতো কারাম পুজা ভাইয়ারে
আইজেতো কারাম পুজা।
ভাদোয় মাহিনা একাদশী দিনে
আইজেতো কারাম পুজা ভাইয়ারে
আইজেতো কারাম পুজা।
কারাম গাছ রুপমে
অহে করামকে সেওয়াব রে
অহে কারামকে পুজাব।
কারাম গাছা মানোয়াকের মুক্তি
অহে কারাম সেওয়াব রে
অহে কারাম পুজাব।

অনুবাদ ঃ এসো বোন চলরে ভাই আজকে তো কারাম পূজা। ভাদ্র মাসের একাদশী দিনে কারাম পূজা, কারাম গাছ প্রভুর রূপে আমরা পূজা করি। কারাম গাছ মানুষের মুক্তি দাতা তাকেই আমরা পূজা করি।

সহরাই উৎসব বা পশু উৎসবের গান

আজি তো লেপা–মুছা
কালি তো কালিপূজা
পারশি দিনে খাবো নাওয়া হারি রে।
আজি তো খালে সিটারে ভোতা রে
কালি তো খাবে বাবার জুয়ারে ।। (২)

অনুবাদ ঃ আজকে ঘর বাড়ি মুছা-মুছি করা হয়। কালকে আমাদের কালি পূজা। পরের দিন খাওয়া হয় হাঁড়িয়া। আজকে খাইছি হাঁড়িয়া কালকে খাবো বাবার মাথারে।

সহরাই উৎসব বা পশু উৎসবের গান

একো আনা নাইহি লেবো
দুইয়ো আনা লাইহি লেবো
আমি লেবো সুপা ভারি ধামারে–রে
যালদি যালদি বিদা দে। (২)
যালদি যালদি বিদা দেরে মহা রানীর বেটি রে-
যালদি যালদি বিদা দে। (২)
হামার আকা খাড়া বাড়া দূরারে
যালদি যালদি বিদা দেরে মহা রানীর বেটি রে-
হামার আকা খাড়া বাড়া দূরারে। (২)

অনুবাদ ঃ এক টাকা নিবো না, দুই টাকা নিবো না। আমি নিবো একুলা ধান। তাড়াতাড়ি বিদায় দেন বড় লোকের বেটি রে।

সহরাই উৎসব বা পশু উৎসবের গান

একো আনা নাইহি লেবো
দুইয়ো আনা লাইহি লেবো
আমি লেবো সুপা ভারি ধামারে–রে
সমরা ভাইকের ঘারা রা রে
হো যাতে।

অনুবাদ ঃ এক টাকা নিবো না, দুই টাকা নিবো না। আমি নিবো একুলা ধান। আমাদের বাড়ি-ঘর অনেক দূরে। তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব।

হুদুর দুর্গা উৎসব এর গান

দেশরেমা ছাতা হয়ু কুড়িকিন
ন্যায়দেশরেমা পাতা হয়ু।
কুড়িকিন ন্যায় চৌকাঠরে আরসি নাকিচ
কুড়িকিন ন্যায় দেলাবুন দেলাবুন ধিশামপাতা এেঞল।

অনুবাদঃ গুরু বাবা মেয়েদের কে বলছে ঝুড়ির মধ্যে আছে আয়না, চিরুনি। তোমরা সেজে গুজে থাক আমরা সবাই দেশ বিদেশে পূজা দেখতে যাব।

হুদুর দুর্গা উৎসব এর গান

দিবি দুয়ারেদো গুরু হো ঢাক দো সাডে
কান গুরু হো ঢাক দো সাড়ে কান
হারে হারে হারা হপন কুড়ি গিদরো মালা
কায়অ লাং গুরু হো মন্দাম কায়ালাং।

অনুবাদঃ মা দুর্গার সামনে ঢাক বাজাচ্ছে। গুরু বাবা আমাদের মেয়ে আছে তাকে আংটি দিয়ে মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখবো।

নবান্ন উৎসবের গান

ধার্মে উর্বায়ো নিঙ্গানম ধান্ন মান্দাম
ই নেমহা উলানু নিঙ্গান ধান্ন মান্দাম
খেখেলনু চেপ গুইয়া মের্খান্তী
আড়খা চেখেল আন্না ধানমানি
ধার্মে বাঙ্গায়ো
খেখেলনু তাঃকা বাইঃই মের্খান্তী
মান্নে মাস পুইন্দি খাঞ্জই ধার্মে বাঙ্গায়ো
খেখেলনু বিইড়না বিড়ই মের্খান্তী
খাঞ্জপা খাঞ্জই পানি ধার্মে বাঙ্গায়ো।

অনুবাদ ঃ হে প্রভু তোমাকেই ধন্যবাদ দিই। এদিনে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। এদিনে পৃথিবীর মাটিতে বৃষ্টি আসে স্বর্গ থেকে। তাই মাটিতে শাক-সবজি, ফসল হয়। হে প্রভু পৃথিবীতে ঝড়-বাতাস আসে স্বর্গ থেকে। তাই গাছ পালায় ফুল ফুটে আর কুড়ি হয় ফল ধরে। রোদের কারণে ফল পাকে সেই ফল-মূল আমরা খেয়ে বেঁচে থাকি।

ভজন-(০১)

নে কালোর ভাইরো নে এয়োর
মেরেখা রাঃজিনু
চাজেরকায় আলার মেখাঁ রাজি কালোর
এটেরকা আলায় নারাক গাড্ডি কালোর।

অনুবাদ ঃ কে যাবে ভাইরে স্বর্গ রাজ্য দেখতে। ধার্মিক মানুষ যাবে স্বর্গ রাজ্যে। আর অধার্মিক মানুষ যাবে নরকের খালে।

ভজন গান-(০৩)

আরোত আলাস ভাইরো আরোত আলাস
ডবহীনি চাঁখঃআ কেরাস।
চাঁখনুম চাঁখনুম ডাহাহরেনু খাত্যরা
ওড়া খাখা পেত্যা দারা মোখ্যা।
চাঁখনুম চাঁখনুম পাখেনানু খাত্যরা
বাসি পোল্লা খাখা কেচ্চা দারা কেরা।
চাঁখনুম চাঁখনুম জাঙ্গালনু খাত্যরা
চিপরাকি কেচ্চা দারা কেরা।
চাঁখনুম চাঁখনুম উবাউ খাল্লেন খাত্যর
গায়গুনা খাঞ্জেপা খাঞ্জা।

অনুবাদ ঃ একটি মানুষ জমিতে চাষ করতে গেছে। বীজ বুনতে গিয়ে কিছু বীজ রাস্তায় পড়েছে। সেই বীজগুলো পাখিরা খেয়ে ফেলেছে। কিছু বীজ পাথরে পড়েছে। সেই বীজ পানি না পাওয়ার কারণে মরে গেছে। কিছু বীজ জঙ্গলে পড়েছে গাছের চাপায় সেগুলো মরে গেছে। কিছু বীজ কৃষি জমিতে পড়েছে সেই বীজ তিনগুণ ফলন দিয়েছে।

ভজন গান-(০৪)

আয়ো দুলারু নাঃঞ্জা
একা বাকি জান্মা চিঃচা
আয়ো দুলারু নাঃঞ্জা
একা বাকি একা মালা বাচা
চেপ বাকী চেঙ্গ মালা বাচা
বিরনা বাকী বিরনা মালা বাচা
আয়ো দুলারু লাঃঞ্জা

অনুবাদ ঃ মা অনেক আদর করেছে। যখন মা তার সন্তানকে জন্ম দিয়েছে আদর করেছে। ছায়ার সময় ছায়া মনে করেনি। বৃষ্টিকে বৃষ্টি মনে করেনি। রোদকে রোদ মনে করেনি। মা তার সন্তানকে আদর করেই গেছে।

মৃত ব্যক্তির স্মরণে গান-(০১)

খেঃএনা বারঃ হলে
বিঞ্জরু কুকয় লেখা সাপড়ারঃয়
খেঃএনা বারঃঅ হলে।
পুনা কিচ্‌রিন ঝাপঃঅয় সারহানু কিদুঃঅয়
হোঃ অর দারা খাজ্জেনু মাড়োর
মায়াগাহি কার্নে আয়ো বাবা চিইখোঁর
হোঃআয় দারা খাজ্জেনু মাড়োয়।

অনুবাদ ঃ মরণ হলে তোমাকে বিয়ের কনের মত সাজাবে। নতুন কাপড় পরাবে, খাটিয়াতে শুয়াবে, নিয়ে গিয়ে মাটিতে সমাধিস্থ করবে। মায়ার কারণে মা বাবা কাঁদবে।

মৃত ব্যক্তির স্মরণে গান-(০২)

সুন্দর কায়া দেখা মাতি রিঝু পেয়ারু
হায় কায়া মাটিমে যায়গা একদিন।
আনা দেখা ধানা দেখে মাতি রিঝু পেয়ারু
ঘার দেখে দুয়ার মাতি রিঝু পেয়ারু
সুখ দেখে সোহাগ দেখে মাতি রিঝ পেয়ারু।

অনুবাদ ঃ সুন্দর শরীরের রূপের বাহার দেখে খুশিতে সকলে আত্মহারা হয়। এই শরীর একদিন মাটিতে যাবে মিশে। সোনা, রূপা, ধন-সম্পদ দেখে খুশি হয়ো না। একদিন সব ছেড়ে যেতে হবে বাড়িঘর জমি জায়গা ছেড়ে যেতে হবে একদিন।

[সচেতনতা মূলক গান]

জিয়া এড়পা আকায় সুন্দার রাংই রে
কায়া এড়পান আম্বা বিশা কে
লাইড় ঝগড়া জিয়া খেঃন্দা লাগিরে
জিয়া এড়পান আম্বা বিশা
আরখি ঝারা জিয়া খেঃন্দা লাগিরে
জিয়া এড়পান আম্বা বিশা রে
হিংসা ডাহারে জিয়া খেঃন্দা লাগিরে
জিয়া এড়পান আম্বা বিশারে।

অনুবাদ ঃ নিজের হৃদয়ের ঘর এতো সুন্দর রয়েছে। এই ঘরটিকে বিক্রি করো না। ঝগড়া-বিবাদ হিংসা দিয়ে ভরে গেছে তোমায় হৃদয়ের ঘর, আর নেশা দিয়ে ধ্বংস হচ্ছে সমাজ। তাই মনের মধ্যে কালো দাগ ধুয়ে ফেল এবং সকলে এক হও।

গ্রন্থ নির্দেশ ঃ

১. আদিবাসী লোকজীবন- মাযহারুল ইসলাম তরু

যাঁদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে–

১) শিল্পী মুর্মু, মারিয়া টুডু, মনো টুডু, তেরেজা টুডু, লক্ষণ মুর্মু, তালা মার্ডি ও রবিন হেমব্রম
গ্রাম: বড়বাড়ি, ইউনিয়ন: জাবরহাট, উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও।

২) বাহামুনি মুর্মু, জেমস হাঁসদা, সুজাতা সরেন, জয়ন্তী টুডু, এসতেল্লা টুডু, সালমান হাঁসদা ও গামানিয়েল সরেন
গ্রাম: পাড়িয়া, ইউনিয়ন: পীরগঞ্জ, উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও।

৩) পুতুল মুর্মু, শেফালী মুর্মু, চুনু মার্ডী, মেরিনা সরেন, প্রধান মার্ডি ও ববিতা মুর্মু
গ্রাম: বিলিয়াম পাড়া, ইউনিয়ন: জাবরহাট, উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও।

৪) মারিয়া মুর্মু, কার্মেলা সরেন, মাহাত মাঝি, মঙ্গল টুডু, অঞ্জলী টুডু, সনতি চড়ে
গ্রাম: চক বাসুদেবপুর, ইউনিয়ন: দৌলতপুর, উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও।

৫) ময়না এক্কা, বিশ্বনাথ কেরকেটা, শিউলি মিন্‌জী, সাবিনা কুজুর, স্বপন খালকো, সুকুমনি তিগ্‌গ্যা
গ্রাম: পাঁচপীর ডাঙ্গা, ইউনিয়ন: সালন্দর, উপজেলা: সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও।

৬) জোসপিনা এক্কা, কাথরিনা কেরকেটা, মালতী তির্কী, বেরোথা মিন্‌জ, ইরজিনা তির্কী, ভেরোনিকা এক্কা
গ্রাম: খেজুরপাড়া, গোবিন্দনগর, সদর, ঠাকুরগাঁও।

সাঁওতাল ও ওঁরাওদের গান, ধাঁধাঁ, কৌতুক অনুলিখন ও অনুবাদ যাঁরা করেছেন-

১) বিশু রাম মুর্মু, গ্রামঃ মাতৃগাঁও, ইউনিয়নঃ মোহাম্মদপুর, সদর, ঠাকুরগাঁও।
২) লেভিনশন হাঁসদা, সুজাতা সরেন, মিনা মুর্মু, শান্তি হেমব্রম, জেসন হেমব্রম, সজনি সরেন, গ্রামঃ পাড়িয়া, ইউনিয়নঃ পীরগঞ্জ, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৩) অনামিকা মুর্মু, পূর্ণিমা মুর্মু, মিনতী চড়ে, অঞ্জলি মুর্মু, শিউলী হেমব্রম, গ্রামঃ চক বাসুদেবপুর, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৪) সেলিনা টুডু, লিলি মুর্মু, সমায় মুর্মু, মারিয়া কিস্কু, মেরিনা কিস্কু, গ্রামঃ বড়বাড়ী, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৫) অঞ্জলি কিস্কু, গ্রামঃ বোলদিয়ারা, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৬) পুতুল মুর্মু, রত্না মুর্মু, সুনিল মার্ডি, রাইজমনি মার্ডি, গ্রামঃ বিলিয়ামপাড়া, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৭) জরিনা মুর্মু, ক্লোরা টুডু, গ্রামঃ বাঁশপাড়া, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৮) রেনুকা মুর্মু, অজতি মুর্মু, শ্যামলা মুর্মু, গ্রামঃ বাঁশপাড়া, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৯) বিথি কেরকেটা, বিকাশ কেরকেটা, গ্রামঃ পাঁচপীর ডাঙ্গা, ইউনিয়নঃ সালন্দর, সদর, ঠাকুরগাঁও।
১০) শিল্পী মার্ডি, পূর্ণিমা হাঁসদা, মহন মার্ডি, হৃদয় হাঁসদা; গ্রামঃ উত্তর বোচাপুকুর, ইউনিয়নঃ নারগুন, সদর, ঠাকুরগাঁও।
১১) মনি মুর্মু, মেরি হেমব্রম, মারিয়া হেমব্রম, গ্রামঃ কহরপাড়া, ইউনিয়নঃ নারগুন, সদর, ঠাকুরগাঁও।
১২) বনিতা কর্মকার, মনিকা কেরকেটা, লক্ষ্মী সরেন; গ্রামঃ নালাডাঙ্গী, ইউনিয়নঃ নারগুন, সদর, ঠাকুরগাঁও।
১৩) কনিকা কেরকেটা, উপেন কুজুর, আশা মিনজি, রাজু সরেন, লিয়ন সরেন, গ্রামঃ চন্ডিপুর, ইউনিয়নঃ জগন্নাথপুর, সদর, ঠাকুরগাঁও।

আলোকচিত্র সৌজন্যে-

১) ম্যানুয়েল হেমব্রম, গ্রামঃ কহরপাড়া, ইউনিয়নঃ নারগুন, উপজেলাঃ সদর, ঠাকুরগাঁও।
২) আগ্নেশ মুর্মু, গ্রামঃ চক বাসুদেবপুর, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৩) সমায় মুর্মু, গ্রামঃ বড়বাড়ী, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৪) সুশীল মার্ডি, গ্রামঃ বিলিয়ামপাড়া, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৫) অজীত মুর্মু, গ্রামঃ বাঁশপাড়া, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৬) শ্যামল মুর্মু, গ্রামঃ বাঁশপাড়া, ইউনিয়নঃ জাবরহাট, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
৭) স্বপন খালকো, গ্রামঃ পাঁচপীর ডাঙ্গা, ইউনিয়নঃ সালন্দর, উপজেলাঃ সদর, ঠাকুরগাঁও।
৮) মহন মার্ডি, গ্রামঃ উত্তর বোচাপুকুর, ইউনিয়নঃ নারগুন, উপজেলাঃ সদর ঠাকুরগাঁও।
৯) হবি মুর্মু, ফিল্ড অফিসার, ইএসডিও-প্রসপারিটি প্রকল্প।
১০) মোঃ রওশন জামাল চৌধুরী, ইকোনোমিক ডেভলপমেন্ট অফিসার, ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্প।
১১) উপেন কুজুর, গ্রামঃ চন্ডিপুর, ইউনিয়নঃ জগন্নাথপুর, উপজেলাঃ সদর, ঠাকুরগাঁও।
১২) মোঃ শাহীন, টিভেট এ্যান্ড ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট অফিসার, ইএসডিও-প্রেমদীপ প্রকল্প।
১৩) সৈয়দ মাহাবুবুল আলম মানিক, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্রকিউরমেন্ট), ইএসডিও।
১৪) মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রোগ্রাম এসিসটেন্ট টেকনিক্যাল, ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম
১৫) মোঃ মাহফুজার রহমান, প্রজেক্ট অফিসার, ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম

কেস স্টাডি

কেস স্টাডি-১

প্রধান মার্ডি কুড়ি বছর পর ফিরে পেল তার হারানো এক একর জমি

পীরগঞ্জ উপজেলার জাবরহাট ইউনিয়নের বিলিয়াম পাড়া গ্রামের আদিবাসী (সাঁওতাল) পল্লীতে বসবাস করেন প্রধান মার্ডি । ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার জাবরহাট ইউনিয়নের করনাই মৌজায় প্রধান মার্ডির বেহাত হওয়া এক একর ভূমি উদ্ধার করা হয় স্থানীয় ভূমি দস্যু আলফাজ উদ্দিন মাষ্টারের কবল থেকে। ঠাকুরগাঁও জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ বাহাদুরের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বেহাত হওয়া ১ একর ভূমি উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

প্রধান মার্ডির ২ ছেলে, ৪ মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে সুখের সংসারে ১৯৯৮ সালে একই গ্রামের মৃত: কলিম উদ্দিন সরকার এর ছেলে ভূমিদস্যু আলফাজ উদ্দিন মাষ্টার প্রধান মার্ডিকে বলেন- 'যেহেতু তুমি বিভিন্ন বিপদে আছ, তোমার করনাই মৌজার এক একর জমি তুমি আমাকে বন্ধক দাও'। প্রধান মার্ডি ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেবার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ভূমি দস্যু আলফাজ মাষ্টার তাকে সুকৌশলে পীরগঞ্জ সাব রেজিষ্টার অফিসে নিয়ে আসেন এবং সাব কবলা করে নেন। সাব কবলা করার সময় প্রধান মার্ডির টাইটেল কৌশলে পরিবর্তন করে মার্ডি থেকে দাস করা হয়।

২০১৯ সালে প্রধান মার্ডি আলফাজ মাষ্টারকে ৫ হাজার টাকা ফিরিয়ে বন্ধকি জমি ফেরত চান। আলফাজ মাষ্টার এই কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো। বলল– 'কিসের টাকা ফেরৎ দেব? তুমি তো আমাকে তোমার জমি সাব কবলা করে দিয়েছ। জমির মালিকতো আমি।' তখন প্রধান মার্ডি বাড়িতে এসে তার ছেলে-মেয়ে-বৌ এর সাথে বিষয়টি সবিস্তারে বলে আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সে চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে থাকে। কী করবে! কোথায় যাবে-কার কাছ থেকে সাহায্য বা পরামর্শ পাবে কোন কিছুই ভেবে উঠতে পারে না।

ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের কর্মীরা প্রধান মার্ডির জমির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পেরে তা স্থানীয়ভাবে সমাধান তথা উদ্ধার করার জন্য স্থানীয় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে। ভূমিদস্যু এ ঘটনা জানতে পেরে সুকৌশলে আরেক ভূমিদস্যু আয়েশ উদ্দিন এর কাছে জমিটি বিক্রি করে দেয়। স্থানীয়ভাবে প্রধান মার্ডির জমির সমস্যা সমাধান না হওয়ায় ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের সহযোগিতায় অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, ঠাকুরগাঁও এ প্রধান মার্ডি মামলা দায়ের করেন। এর মধ্যে অনেকবার স্থানীয়ভাবে আপোষ ও সালিশের জন্য বসা হয়। কিন্তু কোন সুরাহা হয় না। এক পর্যায়ে পীরগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন উভয় পক্ষকে নিয়ে বসে সিদ্ধান্ত দেয় যে মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত বিতর্কিত জমি জাবরহাট ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এর নিকট জিম্মায় থাকবে। সেখানেও ভূমি দস্যু কৌশলে চেয়ারম্যান এর কাছ থেকে জমি নিয়ে চাষাবাদ করতে থাকে।

গত ২৪ জুলাই, ২০২০ তারিখে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ঠাকুরগাঁও প্রধান মার্ডির পক্ষে রায় প্রদান করেন। রায় প্রদানের পরেও ভূমিদস্যু আয়েশ

উদ্দিন কোন ভাবেই জমির দখল ছাড়তে নারাজ বরং তিনি পীরগঞ্জ থানা পুলিশ ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যানের সঙ্গে দেন দরবার শুরু করেন। কিন্তু তারা সকলেই আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় আয়েশ উদ্দিনের পক্ষে কোন ইতিবাচক সাড়া দেননি। তারা প্রধান মার্ডির জমি ফেরত দেয়ার নির্দেশনা দেন।

অত:পর ২০ বছরের বেহাত হওয়া তার সেই জমিতে ৬ আগষ্ট ২০২০ তারিখ প্রধান মার্ডি তাঁর সংসারের সকল সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ইএসডিও উন্নয়ন কর্মীগণের উপস্থিতিতে জমি চাষ দেন ও আমন ধানের চারা রোপন করেন। পরবর্তীতে আমন ধান কেটে সরিষা চাষ করে। সেই জমিতে প্রায় ১০ মন সরিষা মাড়াই করেন। বর্তমানে জমিতে বোরো ধানের চারা রোপন করেছেন। আমন ধান ও সরিষা মাড়াই করে প্রধান মার্ডির সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসতে শুরু করেছে। তার বুকে এখন আশা বেঁধেছে। সে তার হারানো জমি ফিরে পেয়ে এখন অনেক খুশি। ইএসডিও'র প্রতি সে কৃতজ্ঞ।

জমির বিবরণ : মৌজা করনাই, খতিয়ান নং ১২৬, জেল নং : ১৫৯, দাগ নং: ১০২ মোট জমির পরিমান ১০০ শতাংশ। জমির ধরণ দলা (আবাদি) দোফসলি।

কেস স্টাডি-২

কালিতলায় শ্মশানের জন্য জমি উদ্ধার

"এখন তো দিন মজুরি করি। আগে তো আর এরকম ছিলো না। জঙলে খড়ি আর ঘাস বিক্রি করেই চলতে হইতো।" কথাগুলো বলছিলো পনু ঋষি। পনু ঋষি থাকতো পূর্ব ফকদনপুর কালিতলা গ্রামে। গ্রামটি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নে। পনু ঋষিরা মুশোহর সম্প্রদায়ের। এই গ্রামে মুশোহর সম্প্রদায়ের ৩৭টি পরিবারের বাস। বন-জঙল থেকে খড়ি কুড়ানো, জমির আইল থেকে ঘাস এবং দিন মজুর হিসেবে কাজ করা ছিলো তাদের পেশা।

অন্যান্য ধর্মালম্বী মজুরদের থেকে তাদের মজুরি দেওয়া হতো অনেক কম। পনু ঋষির ভাষায়– তাদের সাথে যোগাযোগ কম থাকায় এবং নিচু জাতের হওয়ায় শ্রমের প্রকৃত মজুরি মিলতো না। সারাদিনের খাবারের অভাবে খেতে হতো জঙ্গলি ও ক্ষেতের ভিতরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত আলু, ইঁদুর কর্তৃক গর্তে জমিয়ে রাখা কিংবা জমির উচ্ছিষ্ট ধান বের করে কোনো রকম দিনযাপন করতে হয়েছে। তিনবেলা খাবার জোটাই হয়ে উঠছিলো না এই ৩৭ পরিবারের। তাদের বক্তব্য " কম পারিশ্রমিকে দিন মজুরি করে কি সংসার চলে ? তিনবেলা না খাইতে পারলেও কখনো একবেলা কখনো দুইবেলা খাই" পনু ঋষি এখন কাজ করছে সালাম বিহারীর গরুর খামারে চৌকিদার হিসেবে। তার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে একজন দিন মজুর ও স্ত্রী মাঝে মাঝে অন্যের জমিতে কাজ করে কিছুটা বাড়তি উপার্জনের জন্য। ভাঙাচোরা ঘরের এই সংসারে বউ, সন্তান ছাড়াও আবাস হয়েছে হাঁস, মুরগি, গরু ও ছাগলের।

১১০ বছর আগে ভারতের বিহার প্রদেশের মুণ্ডার জেলা থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের এই ফকদনপুর কালিতলায় আসে যমুনা ঋষি ও তার বাবা মা সহ তার পরিবার। তাদের নিজের বলতে তার মা বুধো ঋষির সম্পত্তিতে আশ্রয় নিয়েছিলো এই পরিবার। কালিতলার অল্প ভিটেতে ছিলো তাদের বসবাস। বর্তমানে পনু ঋষি তার বাবা ও বউসহ এক ছেলে ও দুই নাবালিকা সন্তান নিয়ে বসবাস করে ৩৭ পরিবারের কালিতলা গ্রামে।

সরকারি ত্রাণসহ অন্য সকল সুবিধা হতে বঞ্চিত এই পনুরা। খাবার কিংবা সকল কাজের পানির জন্য রয়েছে একটি টিউবওয়েল যা গ্রামের সবাই ব্যবহার করে আর ৪টি রয়েছে টয়লেট যা এই ৩৭টি পরিবারের স্যানিটেশনের ভার বহন করছে। ইউনিয়ন পরিষদের কোনো সুযোগ সুবিধা তো তারা পায়নি বরং করোনা বিপর্যস্ত সময়ে ৫ কেজি চালের একটা ছিটে ফোঁটাও দেখার ভাগ্য হয়নি তাদের। চেয়ারম্যানকে বললে জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করতে বলে দেশের এই চরম পরিস্থিতিতে। গ্রামের সবার উপস্থিতিতে তারা আবেদন করে ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদে। করোনা সময়ে তারা সকলেই বজায় রাখছে সামাজিক দূরত্ব, পরিষ্কার থাকার নিয়ম এবং ব্যবহার করছে মাস্ক। তারা ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম এর মাধ্যমে ৩৭টি পরিবারই খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল, ডাল, আলু, লবণ, তেল ইত্যাদি এবং প্রতিটি পরিবার পেয়েছে ৩ হাজার করে টাকা।

তাদের উৎসব কিংবা যে কোন অনুষ্ঠানে অন্যান্য ধর্মের কোন লোক নিমন্ত্রণে আসতো না। ভাড়া পেত না কোন ডেকোরেশন সরঞ্জাম। পরিস্থিতির পরিবর্তনে নিমন্ত্রণের চিত্রটা একটু স্বাদ বদলালেও আমন্ত্রণের পদ্ধতিতে এখনও রয়েছে পৌরানিকতা। তাদের আলাদা ভাবে খাবার দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, অনেক সময় কাঁচা খাবার দিয়ে দেওয়া হয় বাড়িতে রান্না করে খাওয়ার জন্য।

এই কালিতলা গ্রাম হতে ৩-৪ কি.মি. দূরেই ঠাকুরগাঁও রোড নামক স্থানে সুক নদীর ধারে তাদের শব দাহ করতে যেতে হতো। ১৫-১৬ বছর পূর্বে নদীর ভাঙন হয় এবং শব দাহের ডাঙা তলিয়ে যায় নদীর অতলে। এ সময়ে গ্রামের বয়স্ক একজনের মৃত্যু হলে তারা রোড শ্মশানে নিয়ে যায় সৎকার করতে। শ্মশান কমিটির দেখানো জায়গায় কবর খোঁড়ার পর আসে বাধা। মুসলিম ধর্মের লোকেরা তাদের কবর সেখানে হতে দেবে না। সমাধান নেই তাই শ্মশান কমিটি আবার জায়গা পরিবর্তন করে দিলো। তারা আরেকটি নতুন কবর খুঁড়লো। এখানেও বাধার সম্মুখীন হয় তারা।

এই অবস্থা দেখে মুশোহর সম্প্রদায়ের এক মহিলা দুঃখ করে তাদের বলেছে, “তোরা লাশ মাটি না দিয়ে আমাকে মাটি করে দিয়ে যা, জিন্দাই মাটি দিয়ে দে আমাকে এইখানে।” বিফল হয়ে নদীর একেবারে কিনারে কবর খুঁড়ে কলাগাছ ফেলে ভরাট করতে হয় আর নদীর পাড়ে পানি ভরা কবরে দাফন করা হয় সেই বৃদ্ধকে।

কয়েক বছর পর এক গর্ভবতী মেয়ের মৃত্যু হয়। কালিতলা হতে ২-৩ কি.মি. দূরে পটুয়া নামক জায়গায় তারা যায় সৎকার করতে। লাশটির সৎকার করা নিয়ে স্থানীয় হিন্দুদের সাথে বিবাদের সৃষ্টি হয় পনুদের। পরবর্তীতে তাদের অশিক্ষিত হওয়ার সুবিধা নিয়ে ভুল বুঝিয়ে এক চুক্তিতে সই করানো হয় যে, সেই জমিতে তারা আর লাশ সৎকার করতে পারবে না কখনও। লাশ সৎকার করার মতো ছিলো না এক ছটাক জমি, তাই কোন পথ খুঁজে না পেয়ে লাশ নিয়ে তারা হাজির হয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে। জেলা প্রশাসক তাদের আশ্বাস দেয় তাদের দাফনের জমির বন্দোবস্ত করার। নিরুপায় হয়ে তারা আবার সেই জলভরা ডাঙায় লাশটি দাফন করে। পরবর্তীতে ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্প শ্মশানের জমি বন্দোবস্তের কাজে সহযোগিতার হাত বাড়ায়। স্থানীয় জেলা প্রশাসন, মিডিয়া এবং সরকারের তহসিল অফিসের সাহায্যে কিছু খাস জমি তাদের প্রদান করার ব্যবস্থা করার তোড়জোড় চলতে থাকে। দীর্ঘ ১ বছর পরিশ্রম ও সংগ্রামের পর সরকারের ১০ শতক খাস জমির মাপযোক করে স্থানীয় প্রশাসন, মিডিয়া, তহসিল অফিস, ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্প টীম এবং গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে চিরস্থায়ীভাবে তাদের শ্মশানের জন্য জমি দেওয়া হয়। ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের উদ্যোগে তারা তাদের মৃতদেহ সৎকারের চিরস্থায়ী সমাধান পেল।

শ্মশানের জমির বিবরণ ঃ মৌজাঃ কালিতলা, জেল নংঃ ১১৬, খতিয়ান নংঃ ০১, দাগ নংঃ ২৩৩৩, শ্মশানের জমির পরিমাণঃ ১০শতক

কেস স্টাডি-৩

জমি ফিরে পেল দাউদ সরেন

ঠাকুগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের জমির উদ্দিন সরকার স্থানীয় জনগণের কাছে ভূমিদস্যু জমির উদ্দিন নামে পরিচিত। গ্রামের যারা অসহায় দরিদ্র নিপীড়িত বিশেষ করে যাদের কোন যাওয়ার জায়গা নেই, শক্তি নেই, সহজ, সরল, অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত তাদেরকে ভুলিয়ে, মাদক পান করিয়ে, ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে বা গায়ের জোরে তাদের জমি দখল করে নেয়াই ছিলো তার পেশা এবং নেশা। এমনি এক বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি ছিলো দাউদ সরেন। সে ছিলো জগন্নাথপুর গ্রামের নিরীহ ও অসহায় কৃষক। ভিটে মাটি ছাড়া তার প্রায় ৯১ শতক জমি ছিলো। যেটুকু দিয়ে সে পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতো। ঐটুকুই ছিলো তার সহায় ও সম্বল। কিন্তু ভূমিদস্যু জমিরউদ্দিন তাকে বিভিন্নভাবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে, তাকে মাদক সেবন করিয়ে, জেলা প্রশাসনের কোন ধরনের অনুমতি না নিয়ে এবং জমি রেজিষ্ট্রি করার আগে তার নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়ে তার কাছ থেকে জমি রেজিষ্ট্রি করে নেন। জমির উদ্দিন সরকার স্থানীয় চেয়ারম্যানের বড় ভাই এবং ক্ষমতাধর হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ করা যেত না। অবশেষে ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের স্টাফদের কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে স্থানীয়ভাবে সালিস মীমাংসার মাধ্যমে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জগন্নাথপুর গ্রামের ৯১ শতক জমির মধ্যে দাউদ সরেনকে ৫১ শতক জমি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করতে ভূমিদস্যু জমির উদ্দিন সরকারকে বাধ্য করানো হয়। এই কাজের জন্য এলাকার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সুধীজন ভূমিদস্যু জমির উদ্দিনকে ধিক্কার ও ঘৃণা জানায়। বর্তমানে দাউদ সরেন তার হারানো সম্পত্তি ফিরে পেয়ে চাষবাদ শুরু করেছেন। পরিশেষে দাউদ সরেন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জমির বিবরণ- গ্রামঃ জগন্নাথপুর, জেল নংঃ ১৭৪, খতিয়ান নংঃ ১৩৩, দাগ নংঃ ৩২

কেস স্টাডি-৪

চল্লিশ বছর পর উদ্ধার হলো যিশাই হেমব্রমের হারানো জমি

পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনা ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের যিশাই হেমব্রম ও জিসকেল হেমব্রম দুই সহোদরের বেদখলীয় ৮০ শতক জমি উদ্ধার করা হয় ইএসডিও-এলআরএসপিইএম প্রকল্পের সহযোগিতায়। প্রকল্পটি পিকেএসএফ'র অর্থায়নে ইএসডিও বাস্তবায়ন করছে।

যিশাই হেমব্রম ও জিসকেল হেমব্রমের ৮০ শতক জমি প্রায় ৪০ বছর ধরে দলিলপত্র আছে বলে ভোগদখল করে আসছিল ঐ ইউনিয়নেরই জগন্নাথপুর গ্রামের মোঃ আরিফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আলী। গত ২০১৯ সালে যিশাই হেমব্রম ও জিসকেল হেমব্রম বিষয়টি জানতে পারেন যে তার পূর্ব পুরুষরা কেহই এই জমি বিক্রি করেন নাই। তাই তারা কাগজপত্র বের করে উক্ত জমির খাজনা-খারিজ করে জমি উদ্ধারের জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হন। এই বিষয়টি আশরাফুল ও মোহাম্মদ আলী জানতে পারলে তারা সাবেক ইউপি সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে যিশাই হেমব্রম ও জিসকেল হেমব্রমের কাছে জমিটি ক্রয় করার জন্য ৬০ হাজার টাকা দিয়ে ৬ লক্ষ টাকার বায়নামা রেজিস্ট্রিতে জোর পূর্বক স্বাক্ষর করিয়ে নেন।

পরবর্তীতে যিশাই হেমব্রম ও জিসকেল হেমব্রম বিষয়টি ইএসডিও-এলআরএসপিইএম প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জানালে প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ পীরগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন, পীরগঞ্জ থানা, ইউনিয়ন মেম্বার ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় পীরগঞ্জ থানায় উভয় পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় দেখা যায় যে, ভূমির কোন প্রকার কাগজ নাই। আলোচনায় প্রতিপক্ষ ১৫ দিন সময় নেন তাদের জমির কাগজ পত্র দেখানোর জন্য। পরবর্তীতে আবার বসার তারিখ নির্ধারণ করা হলে তারা কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারেননি। সেই মিটিং এ উপজেলা চেয়ারম্যান ও পীরগঞ্জ থানা সিদ্ধান্ত দেন যে, যিশাই হেমব্রম ও জিসকেল হেমব্রম তাদের জমিতে হাল চাষ করে ফসল লাগাবেন। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অত্র এলাকার আদিবাসী নেতা, ভিডিসির সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় প্রায় ৩০-৪০ জন আদিবাসী নারী-পুরুষ জমিতে চাষ করে ভুট্টা লাগানো শুরু করে। ভুট্টা বপন করে যিশাই হেমব্রম ও জিসকেল হেমব্রম খুশিতে আত্মহারা। তারা বলেন, ইএসডিও আমাদের পাশে না থাকলে এই জমি আমরা জীবনে পেতাম না। ইএসডিও-এলআরএসপিইএম প্রকল্প, স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গের সহযোগিতায় দীর্ঘ ৪০ বছর পর আমাদের হারানো ধন আমরা ফেরত পেলাম।

জমির বিবরণ ঃ মৌজা - জগন্নাথপুর, দাগ নং- ৫৪/৯১৬, খতিয়ান নং- ৪৬১, জে এল নং- ১৭৪ জমির পরিমাণ, ৮০ শতাংশ জমির ধরণ- দলা (আবাদি) দোফসলি ।

কেস স্টাডি-৫

পবেন ওরাওঁ'র ৬ বিঘা জমি উদ্ধারের গল্প

গত ২ বছর ধরে পবেন ওরাওঁ গং দের ৬ বিঘা জমি ভোগ দখল করে আসছিল ভূমিদস্যু খুদিরাম গং। পবেন ওরাওঁ-এর বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামে। ভূমিদস্যু খুদিরাম গং দীর্ঘ দিন ধরে নামে-বে-নামে স্থানীয় অনেক আদিবাসীর জমি অবৈধভাবে ভোগদখল করে আসছিল।

ভোগকৃত জমি উদ্ধারে ইএসডিও-এলআরএসপিইএম প্রকল্পের উদ্যোগে জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের স্থানীয় ভূমিদস্যু খুদিরাম গং এর বিরুদ্ধে ৫ বার গ্রাম্য সালিশে বসা হয়। গ্রাম্য সালিশে কোন সুরাহা না পেলে থানায় বিষয়টি নিয়ে ৪ বার বসা হয় এবং সর্বশেষ ইএসডিও'তে ২ বার বসার পর পবেন ওরাওঁদের পক্ষে রায় আসে। কিন্তু তারপরেও ভূমিদস্যূ খুদিরাম গং কোন ভাবেই এই রায়কে মেনে নেননি। উপায়ন্তর না দেখে যখন আদালতে মামলা করা হয় তখন আদালত ঐ ৬ বিঘা জমির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন যে, দস্যু খুদিরাম গং জমিতে প্রবেশ করতে পারবে না। তারপরেও ভূমিদস্যু খুদিরাম পবেন ওরাওঁকে তার নিজের জমিতে চাষাবাদ করতে বাধা প্রদান করেন। পবেন ওরাওঁ পাওয়ার টিলার নিয়ে জমি চাষ করতে আসলে মারামারি শুরু হয় এবং পাওয়ার টিলারের ড্রাইভারকে মারপিট করে এমনকি পবেন ওরাওঁকে মারপিট করে সকলের উপস্থিতিতে। মারপিটের ঘটনার দিনে ভূমিদস্যু খুদিরাম নিজের ঘরে নিজে আগুন দিয়ে ফায়ার সার্ভিসকে মোবাইল করে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসেন। আগুন লাগার উৎস তদন্ত করে দেখে ভূমিদস্যু খুদিরাম নিজের বাড়িতে নিজেই আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা হতভাগ হয়ে যান। নিজের বাড়িতে নিজে কীভাবে আগুন দেয়?

এখানেই থেমে থাকেননি ভূমিদস্যু খুদিরাম-ঐদিনই থানায় এসে আবারো অভিযোগ দায়ের করেন পবেন ওরাওঁ'র বিরুদ্ধে। থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ আতিক এবং এসআই বিদ্যুৎ উভয় পক্ষের দলিল পত্রাদি এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞাপত্র পর্যালোচনা করে দেখেন এবং পবেন ওরাওঁ প্রকৃত জমির মালিক বলে সিদ্ধান্ত দেন। বর্তমানে পবেন উড়াও একযোগে ৬ বিঘা জমিতে হাল চাষ করেন এবং এলাকার সকলস্তরের মানুষের সহযোগিতায় বর্তমানে বোরো ধান লাগিয়েছেন। পবেন ওরাওঁ ইএসডিও-পিকেএসএফকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

জমির তফসিল ঃ মৌজা-চন্ডিপুর, জেএল নং-৯৪, খতিয়ান নং-১৬৭, দাগ নং-৩৭, খতিয়ান-১৬২, দাগ নং- ২৫,২৫,২৬, খতিয়ান-১৬১, দাগ নং-৩০, খতিয়ান-৭৮৩, দাগ নং-১৯,২০,২১,২২,৩৭,৩৮, খতিয়ান-১৬৫, দাগ নং-১৩,১৪,২১, খতিয়ান-৩০, দাগ নং-৩০, সর্বমোট জমির পরিমাণ-৬ বিঘা, সম্ভাব্য জমির মূল্য-৪২,০০,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা।

জমির বিবরণ ঃ মৌজা - জগন্নাথপুর, দাগ নং- ৫৪/৯১৬, খতিয়ান নং- ৪৬১, জে এল নং- ১৭৪ জমির পরিমাণ, ৮০ শতাংশ জমির ধরণ- দলা (আবাদি) দোফসলি ।

কেস স্টাডি-৬

জমি ফিরে পেলোনা মিরকা সরেন

পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনা ইউনিয়নের গিলাবাড়ি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা মিরকা সরেন। পিতাঃ মৃতঃ পাগলা সরেন। মিরকা সরেনের নানা মৃতঃ হুদা মাঝির নামে ৫ একর ২৪ শতক জমি মোঃ বেলাল হোসেন, মোঃ নাজির উদ্দীন, মোঃ বুলু, মোঃ মমিন ও মোছাঃ বেদেনা বেগম ২৫-৩০ বছর ধরে জোর পূর্বক ভোগ দখল করে খাচ্ছে। কিন্তু মিরকা সরেন সেটা জানতো না। ইএসডিও-এলআরএসপিইএম প্রকল্প কার্যক্রমের মধ্যে 'আদিবাসীদের ভূমি অধিকার রক্ষা' একটি অন্যতম কম্পোনেন্ট। এই প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মীরা স্থানীয় সরকারি আমিন দ্বারা ঐ এলাকার জমি-জমার মাপযোক করতে গিয়ে 'নকশা' অনুযায়ী জানতে পারলো যে, নিম্নোলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জমির মূল মালিক উল্লেখিত মিরকা সরেনের নানা মৃতঃ হুদা মাঝি। ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মী ও সরকারি আমিন বিষয়টি মিরকা সরেনকে অবহিত করেন। মিরকা সরেন বিষয়টি জানতে পেরে কিছুক্ষণ নির্বাক মাটিতে বসে পড়লেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মিরকা সরেন কিছুদিন অনেকটা পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে।

বেশ কয়েকদিন পর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে মিরকা সরেন ইএসডিও পীরগঞ্জ অফিসে আসেন। তখনও তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার ঘোর এখনও কাটেনি। কথাবার্তার মধ্যে কিছুটা অসংলগ্নতা রয়ে গেছে। অনেক কষ্টে কোন রকমে সে বলল-'আমি এখন কি করবো দাদা, আমাকে পথ দেখান'। মিরকা সরেনের অসহায়ত্ব অবস্থা দেখে আমাদের বিবেককে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিল। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়ে জমির নথি-পত্র ঘেঁটে দেখা গেল এখনো সকল জমির মালিক মিরকা সরেনের নানা মৃতঃ হুদা মাঝি। কিন্তু সকল কাগজ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল তা নিয়ে উপজেলা ভূমি অফিসে এসেও জমির সকল নথি-পত্র পাওয়া গেল না। অবশেষে ২০১৯'র মার্চ মাসে জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুমে নথি পত্র পাওয়ার জন্য আবেদন করা হলো। কিন্তু দেশে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে লকডাউন থাকায় নথিপত্র পেতে বিলম্ব হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রাপ্ত সামান্য নথিপত্র নিয়ে জাবরহাট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে মিরকা সরেন বাদি হয়ে মোঃ বেলাল হোসেন, মোঃ নাজির উদ্দীন, মোঃ বুলু, মোঃ মমিন ও মোছাঃ বেদেনা বেগম এর বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করেন ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে। চেয়ারম্যান মামলার শুনানীর তারিখ দিলে বিবাদীরা উপস্থিত হয় না। এভাবে ৮-৯ মাস অতিবাহিত হলেও কোনোভাবেই বিবাদীপক্ষের কাউকেই হাজির করাতে পারেন নাই ইউপি চেয়ারম্যান। বিবাদীপক্ষ অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির মানুষ এবং ভূমিদস্যু, দুর্ধর্ষ দাঙ্গাবাজ এবং মামলাবাজ হওয়ায় এলাকার মানুষ তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে সাহস পায় না।

বর্তমানে মামলার কোন গতিশীলতা নাই। বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ নিষ্ক্রিয় রয়েছে। মিরকা সরেনের নানা হুদা মাঝি ও বাবা পাগলা সরেন তাদের পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। বাদী পক্ষ খুব বেশি তৎপর না হওয়ায় এই মামলার এখন পর্যন্ত ফলাফল পাওয়া যায় নি। বর্তমানে উল্লেখিত মুসলিম ভূমি দস্যুগণ ৫ একর ২৪ শতক জমি ভোগ দখল করে খাচ্ছে।

তবে দেশে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ইএসডিও-এলআরএসপিইএম প্রকল্পের পক্ষ থেকে কোর্টে মামলা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

জমির তফসিল ঃ খতিয়ান নং ঃ ৩০/১, জে এলনং ঃ ১৬৩, মৌজা ঃ গিলাবাড়ি, দাগনং ঃ ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮

জমির পরিমাণ ঃ
৪ নং দাগে = ২৪ শতক (ডোবা)
৫ নং দাগে =২.৮৬ শতক (ডাঙ্গা)
৬ নং দাগে =১.৫২ শতক (ডাঙ্গা)
৭ নং দাগে=৪ শতক(বাস্তভিটা)
৮নং দাগে= ২২ শতক(ডাঙ্গা)
মোট জমির পরিমাণ ৫ একর ২৪ শতক

কেস স্টাডি-৭

ডিজিটাল ভূমি জরিপ সম্পর্কে কিছুটা হলেও জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে গ্রামবাসীরা

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার অন্তর্গত ১৭ নং জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামে বাস করত সমারু ওরাওঁ, রবি ওরাওঁ, কান্দুরু ওঁরাও। দীর্ঘদিন যাবৎ মোঃ শাহজাহান গং ৫১১/২ শতক জমি জোর পূর্বক ভোগ দখল করে আসছিল সমারু ওরাওঁ গংদের। যার খতিয়ান নং ১৯২, ১০৬৯, ১০৮৫, জেল নং ৯৪ দাগ নং ১৯,২০,১৪,২৮৬,২৮৭,২৮৮,২২। উক্ত ৭ দাগের মোট জমির পরিমাণ ছিল ৫১১/২ শতক। বেশ কয়েকবার এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মেম্বার, চেয়ারম্যান কর্তৃক সালিশী বৈঠকের পরও কোন ভাবেই মিমাংসা করা যাচ্ছিল না।

এরই মধ্যে ইএসডিও'র এলআরএইচপিইএম কর্মসূচি জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামে ডিজিটাল ভূমি জরিপের কাজ শুরু করে। ডিজিটাল ভূমি জরিপের মাধ্যমে তাদের দলিল, খারিজ খতিয়ান, খাজনা বিভিন্ন নথিপত্র সার্ভেয়ার কর্তৃক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত হারানো জমির মালিকানা সমারু ওরাওঁ গংদের। এরপর আবার এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, মেম্বার, চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সালিশী বৈঠকে বসা হয়। কিন্তু শাহাজাহান গংরা কোন ক্রমেই উক্ত জমিতে প্রবেশের অধিকার দেয় না। ফলে এসিল্যান্ড অফিসের সহায়তায় কোর্টে মামলা করা হয়। মামলার এক পর্যায়ে শাহাজাহান গং পরাজিত হয়। জমি সমারু ওরাওঁ, রবি ওরাওঁ, কান্দুরু ওরাওঁ তথা সমারু ওরাওঁ গংদের দখলে চলে যায়। তাদের এই জমি উদ্ধারের পিছনে ইএসডিও'র এলআরএইচপিইএম কর্মসূচির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই জন্য তারা ইএসডিও'র এলআরএইচপিইএম কর্মসূচির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বর্তমানে তারা উক্ত জমি চাষাবাদ করছে এবং তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে।

কেস স্টাডি-৮

ভাগ্য পরিবর্তনের লড়াইয়ে মরিয়ম হাঁসদা

ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার ২৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে ভারতের সীমান্তবর্তী বৈরচুনা ইউনিয়নের অন্তর্গত নিভৃত পল্লীর জগন্নাথপুর নামক মাহালী পাড়ার মরিয়ম হাঁসদার বিয়ে হয় দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার ফুলবাড়ি গ্রামের পাউলুস মুর্মুর সাথে। পাউলুসের কোন জায়গা জমি না থাকায় মরিয়ম তার স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসে। তাদের সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। জায়গা জমি না থাকায় স্বামী-স্ত্রী বাঁশের কাজ করে কোন মতে সংসার চালাতো। মরিয়ম স্বামী সন্তানসহ চার জনের সংসার অভাব অনটনের মধ্যেই কাটছিল। স্বামীর একার রোজগারে সংসারের চাহিদা পূরণ ছিল সত্যিই কষ্টের আর এর জন্যই অভাব অনটন ছিল তার সংসারের নিত্য দিনের সঙ্গী।

মরিয়ম হাঁসদার বাবার দেয়া ২ শতাংশ জমিতে কোন মতে বসতবাড়ি তৈরি করে বসবাস করে আসছিল তারা। মরিয়ম ও তার স্বামী বাঁশের তৈরি জিনিস উৎপাদন ও বিক্রয় করেও সংসারের অভাব মোচন করতে পারেনি। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। দিন যায় কিন্তু তার পরিবারে কোন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। সঞ্চয় বলতে কিছুই ছিলনা। সেই সাথে ছেলের লেখা পড়ার খরচ যোগাতেও হিমসিম খাচ্ছিল। সব চিন্তা ভাবনা করে সে সিদ্ধান্ত নিল ছেলেকে সে আর লেখাপড়া করাবেনা। কারণ একদিকে সংসারের খরচ অন্যদিকে ছেলের লেখাপড়া ও অন্যান্য খরচ তার পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না।

মরিয়মের সংসারে যখন এই অবস্থা, অভাব আর অনটনের তাড়নায় সে যখন অসহায়। সেই সময়ে ইএসডিও এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে মরিয়মের গ্রামে। ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্প থেকে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম এর মাধ্যমে এলাকার লোকজনের সার্বিক সহযোগিতায় তার নাম প্রকল্পের উপকারভোগী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর সে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। ২০১৯ সালে প্রথমে শুকর পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণ শেষে সে ইএসডিও থেকে ২০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ২০০০ টাকার মধ্যে ১২০০ টাকা দিয়ে ২টি শুকরের বাচ্চা ক্রয় করে এবং প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা করে ঋণ পরিশোধ করতে থাকে। এভাবে সে এক বছর শুকর পালন করে ২টি শুকর ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করে। এভাবেই ভাগ্য পরিবর্তনের পথ খুঁজে পায় সে। সেই ১০ হাজার টাকার মধ্যে মরিয়ম ৮ হাজার টাকা দিয়ে একটি ছোট বাছুর গরু ক্রয় করে এবং বাকি ২ হাজার টাকা সংসারের কাজে লাগায়। সেই গরু এক বছরের মধ্যে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে। তখন তার স্বামী খুশি হয়ে বলে, এবার আমরা ২ টি গরু কিনবো। এর পর স্বামী-স্ত্রী মিলে পরামর্শ করে ১৯ হাজার টাকা দিয়ে ২ টি বাছুর গরু ক্রয় করে এবং সেই দুটি গরু ১ বছর ৬ মাস পালন করে ৫৩ হাজার টাকায় বিক্রি করে। সেই টাকার মধ্যে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে মরিয়ম ১০ কাঠা কৃষি জমি বন্ধক নিয়ে কৃষি কাজ শুরু করে। বাকি টাকা দিয়ে একটি বকনা গরু ক্রয় করে। এরপর মরিয়ম উৎপাদক দলের সদস্য হিসেবে ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করে। সেই গরু ৪ মাস পর বিক্রি করে ৬ হাজার টাকা লাভ হয়। এভাবে সে পর পর ৪-৫ বার ঋণ নিয়ে গরু পালন করে বেশ কিছু টাকা লাভ করে।

বর্তমানে তার বাড়িতে ২টি ষাঁড় গরু ও ১টি গাভী আছে। গাভী থেকে প্রতিদিন ২ লিটার দুধ হয়। সেই হতে তার চিন্তা ভাবনায় অনেক পরিবর্তন আসে এবং স্বামীর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে তার ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। তার ছেলে এখন পার্শ্ববর্তী বৈরচুনা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে পড়ছে। সে তার সংসারে স্বামী ছেলে মেয়ে নিয়ে বেশ ভালোভাবেই আছে। তার বাড়িতে এখন স্যানেটারি ল্যাট্রিন, টিনের বেড়া ও টিনের চালাসহ ঘর এবং ঘরে জ্বলছে সোলারের বাতি। সে এবার ২ বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে বোরো

ধান চাষাবাদ করছে। মরিয়মের এই সফলতা দেখে গ্রামের অনেকেই তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে।

আগামী মৌসুমে সে বেশি করে জমি বন্ধক নিয়ে চাষাবাদ করার চিন্তা করছে যেন সারা বছরের খাদ্য চাহিদা পুরণের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় প্রবেশ করতে পারে। তার এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রামের সকল মানুষ তাকে মুল্যায়ন করে। মরিয়ম হাঁসদার বাড়িতে এখন চারটি গরু রয়েছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক দেশি মুরগি আধুনিক পদ্ধতিতে পালন করে আয় করছে। সে নিজে কম্পোষ্ট সার উৎপাদন করে এবং তার কৃষি জমিতে ব্যবহার করছে। মরিয়ম এখন আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটা তাজাকরণ ও মুরগি পালনের ধারাবাহিকতা চলমান রাখছে। সংসারের উন্নয়নে স্বামীর সাথে উন্নয়নের পথরেখা তৈরিতে এক নিভৃত পল্লীর মরিয়ম সত্যিই এখন এলাকার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। গ্রামের অন্যান্য নারীরা এখন মরিয়মের কাছে বিভিন্ন ধরণে পরামর্শ এবং সহযোগিতা গ্রহণ করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মতে আশা জাগানিয়া এই বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে মরিয়মের মতো আরো অনেক নারীর দরকার। পরিশেষে মরিয়ম বলেন, 'শুধু কল্পনায় নয় বাস্তবে ইএসডিও'র এই সহযোগিতা আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়েঘরের মধ্যে যেন এক পূর্ণিমার চাঁদের আলো। আমি ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য পিকেএসএফ ও ইএসডিও'র অবদান অনস্বীকার্য।'

কেস স্টাডি-৯

লেখা পড়ার পাশাপাশি কিশোরী রেশমী হাঁসদার গোলাপ চাষ

ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনা ইউনিয়নের উত্তর মাধবপুর গ্রামের বাসিন্দা রেশমী হাঁসদা। তার বাবা জেঠা হাঁসদা মা সুখী মুরমু। ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালে কিশোর-কিশোরীদের গোলাপ চাষ প্রশিক্ষণ নেন রেশমী হাঁসদা। এরপর নিজ বাড়িতে গোলাপ চাষ শুরু করে। গোলাপ চাষের মাধ্যমে গোলাপ ফুল সংরক্ষণ ও বাজারজাত করে সে প্রতি মাসে ৪০০-৫০০ টাকা আয় করে। সেই টাকা দিয়ে সে স্কুলে পড়ালেখার জন্য বই, খাতা, কলম ইত্যাদি কিনে। এভাবে সে তার পড়ালেখার খরচ যোগাতে সক্ষম হয়। ফলে সে গোলাপ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান করোনাকালীন সময়ে গোলাপ ফুল বাজারে বিক্রি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে তার আয় ৫০০ টাকা থেকে নেমে ২০০ টাকায় এসেছে। রেমশী হাঁসদার স্বপ্ন, সে আগামীতে বড় আকারে বাণিজ্যিক ভাবে গোলাপ চাষের বাগান করবে। তার এই সাফল্যে এলাকায় অনেকই গোলাপ চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

কেস স্টাডি-১০

রুথমনি হাঁসদার দেশি মুরগি পালন

ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার জাবরহাট ইউয়িনের পডোটলা গ্রামের বাড়কা মুর্মুর স্ত্রী রুথমনি হাঁসদা। ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের ২০১৯ সালের “দেশি মুরগি পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন” প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন রুথমনি হাঁসদা। প্রশিক্ষণ শেষে উক্ত প্রকল্প থেকে ৯টি দেশি মুরগি ও ১টি মোরগ, ঘর, খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি দেয়া হয় তাকে। রুথমনি হাঁসদা আর্থিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছল হওয়ার জন্য মুরগিগুলো পালন করতে শুরু করে। কিভাবে পালন করতে হয় তা সে প্রশিক্ষণ থেকে জানতে পেরেছে। এছাড়াও মুরগির অসুখ-বিসুখে কি করতে হয়, কোন ডিম থেকে বাচ্চা হবে সেটি চিহ্নিত করতে শিখেছে, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ভ্যাকসিনেশন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ থেকে জানতে পেরেছে।

৯টি মুরগির মধ্যে ৩টি মুরগি ডিম পাড়া শুরু করলে ২১ দিনের মাথায় ৩টি মুরগিকেই বাচ্চা ফোটানোর জন্য বসিয়ে দেয় সে। মুরগি পালন করে রুথমনি হাঁসদা আর্থিকভাবে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতার মুখ দেখা শুরু করেছে। আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি আমিষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। এখন তার বাড়িতে দেশি মুরগির সংখ্যা ৫০টি। তার স্বপ্ন নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি বড় খামার তৈরি করে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো।

কেস স্টাডি-১১

মনি মুর্মুর সাফল্যের কাহিনী

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার অন্তর্গত নারগুন ইউনিয়নের কহরপাড়া গ্রামের মানুয়েল হেমব্রম এর স্ত্রী মনি মুর্মু। বিয়ের পর থেকে তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। জমি বলতে বসতভিটার ৩ শত জমি। একটি মাত্র ছোট্ট কুটির। এই কুটিরের একপাশে গরু একপাশে একটি তক্তপোষে স্বামী-স্ত্রী কেনো রকমে রাত্রিযাপন করে।

এর মধ্যে ইএসডিও'র নতুন একটি প্রকল্পের কাজ তাদের এলাকায় শুরু হয়। যার নাম এলআরএইচপিইএম। প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে গরু মোটাতাজাকরণ একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। মনি মুর্মু উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২ দিন ব্যাপী গরুমোটাতাকরণ এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর ৬ মাস মেয়াদি স্বল্প লাভে ঋণ গ্রহণ করে। এই প্রশিক্ষণ থেকে সে জানতে পারে কিভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ করে ৬ মাসের মধ্যে অনেক লাভবান হওয়া যায়। এছাড়াও প্রশিক্ষণ থেকে জানতে পেরেছে কিভাবে নেপিয়ার ঘাসের চাষ করতে হয়, কিভাবে ঔষধ খাওয়াতে হয়, কীভাবে দানাদার খাদ্য ও আশ জাতীয় খাদ্য খাওয়াতে হয়। এরপর সে ইএসডিও গোবিন্দনগর শাখা থেকে ৫৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ১টি ষাঁড় গরু ক্রয় করে আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ শুরু করে ৬ মাস ধরে। অবশিষ্ট টাকায় গরুর ঘর মেরামত ও খাদ্যের পেছনে ব্যয় করে। ২০২১ সালের কোরবানি ঈদে ষাঁড় গরুটি ৭৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে।

এখন সে আত্মবিশ্বাসী। গত ৬ মাসে সে ২০ হাজার টাকা লাভ করেছে। সংসারের যাবতীয় কাজ এর পাশাপাশি সে এই কাজ করছে। ভবিষ্যতে সে আবারও গরু ক্রয় করে আধুনিক পদ্ধতিতে লালনপালন করবে। মনি মুর্মুর আশা- 'পরবর্তীতে এই খামার যেন আমার জীবনের উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।' এই সাফল্যের জন্য সে ইএসডিও'র এলআরএইচপিইএম কর্মসূচির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

কেস স্টাডি-১২

চম্পা ঋষির ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নের বাধিয়াপাড়া কমিউনিটির সদস্য চম্পা ঋষি। চম্পা ঋষির স্বামী রঞ্জিত ঋষি এর আগে আরও একটি বিয়ে করেছিল। সেই বিয়ে বেশি দিন টেকেনি। কারণ তখন তার স্বামীর বয়স ছিল অল্প। তেমন কোন কাজ কর্ম করতোনা। অভাবের তাড়নায় তার প্রথম বউ চলে যায়। সেই অভাবের মাঝে রঞ্জিত ঋষি বিয়ে করে মাত্র ১৪ বছর বয়সী চম্পা ঋষিকে। চম্পা ঋষি রঞ্জিত ঋষির দ্বিতীয় স্ত্রী। সে ছিল দাস পরিবারের মেয়ে। তাদের বিয়ে হয় ২০০৬ সালের দিকে। তখন তাদেরকে মূল সমাজের মানুষেরা মানুষ হিসাবে মনে করতোনা। তাদেরকে আলাদা চোখে দেখতো। তাদেরকে কেউ কাজে নিতোনা। ছোট জাত মনে করে তাদের সাথে মিশতো না। যদি তাদেরকে কাজে ডাকতো তাহলে মজুরি ঠিক মতো দিতনা। আলাদা থালা-বাসনে খেতে দিত। কেউ কেউ কলা পাতায় খেতে দিতো। পানি খেতে চাইলে টিউবওয়েলে গিয়ে খেতে বলতো। সেই সময় চম্পা ঋষির পরিবারের প্রধান খাদ্য ছিল বনের আলু, বনের কচু। সেই আলু, কচু এবং ভাতের মাড় খেয়ে তারা দিন যাপন করতো।

এরই মাঝে তাদের সংসার আলো করে আসে একটি পুত্র সন্তান। দেড় বছরের মাথায় একটি মেয়ে সন্তানও জন্ম নেয়। শুরু হয় তাদের চার জনের সংসার জীবন। রঞ্জিত ঋষি সালন্দর বাজারে এক কাঠের ফার্ণিচার তৈরির কারখানায় কাজ শেখার জন্য ঢুকে। প্রথম অবস্থায় কারখানার মালিক তাকে রেখেছিল পেটেভাতে। এভাবে সে কাজ শিখতো। আর এদিকে চম্পা ঋষি দিন হাজিরার কাজ করতো। এভাবেই কোন মতে তাদের জীবন অতিবাহিত হতো। এদিকে তার স্বামী কাঠ ফার্মেসির কাজ শিখে কিছু আয় করা শুরু করে।

চম্পা ঋষি ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের সদস্য হওয়ায় প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মীদের কাছে উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়ে মুরগি পালনে আগ্রহী হয়। বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধি, ফিডের দোকানে, মেডিসিনের দোকানের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারিতে সে মুরগির খামার তৈরি করে এবং ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম'র আওতায় মাইক্রো ফিন্যান্স কর্মসূচি থেকে ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৪৭০ টি ১ দিনের মুরগির বাচ্চা ক্রয় করে পালন শুরু করে। কোভিড-১৯ এর কারণে ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে সারাদেশে যখন লকডাউন শুরু হয়, তখন চম্পা ঋষির কপালে হাত পড়ে। কি হবে তার এবং তার মুরগির খামারের। দেশে লকডাউন হওয়ার ফলে ডাক্তার পাওয়া, ফীড পাওয়া, সময়মত চিকিৎসা পাওয়া কঠিন ছিল। একদিকে মাঠে কাজ নাই অন্যদিকে স্বামীর কাঠের ফার্মেসির কাজও বন্ধ প্রায়। তারপরও চম্পা ঋষি হতাশ না হয়ে মনের জোরে মুরগি পালনের কাজ চালিয়ে যায়। ইএসডিও-এলআরএইচপিইএম প্রকল্পের উন্নয়ন কমীবৃন্দ সার্বক্ষণিক তার পাশে ছিল। প্রকল্পের প্যারাভেট তার খামারে চিকিৎসা সহায়তা নিয়মিত দিয়ে আসছিল। মুরগির বয়স যখন ১৯০ দিন তখন চম্পা ঋষি মুরগির ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে দর যাচাই এর মাধ্যমে ৩৪২ কেজি মুরগি ৬১ হাজার ৫ শত ৬০ টাকায় বিক্রি করে। তার সব খরচ বাদ দিয়ে লাভ হয় ২০ হাজার ৫ শত টাকা।

করোনাকালীন সময়ে করোনাকে জয় করে সে আবার জুলাই ২০২০ সালে ৬১৩ টি মুরগির বাচ্চা নিয়ে আবারও মুরগি পালনের কাজ শুরু করে। হঠাৎ তার মুরগির খামারের মুরগিগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ে। মুরগিগুলোকে সুস্থ করার জন্য উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকতার সাথে যোগাযোগ করলে প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা তার খামার পরিদর্শন করেন এবং তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করলে মুরগিগুলো বেঁচে যায়। পরে সে আবারও ১৬০ কেজি মুরগি বিক্রি করে ৮ হাজার ২ শত টাকায়। যেহেতু তার স্বামী লকডাউনের কারণে কোন কাজ করতে পরেনি। করোনাকালীন সময় সেই টাকা দিয়ে তার পরিবারে ৩ মাসের খাওয়া খরচ চালায়। এই লাভের টাকা না পেলে হয়তো সেই কঠিন সময়ে তাদের মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। সে মনে করছে সব খরচ বাদ দিয়ে ৩০ হাজার টাকা লাভ হবে। চম্পা ঋষির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো তার সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং নিজে জমি কিনে একজন দক্ষ ও বড় খামারী হওয়া।

আলোকচিত্রে
সাঁওতাল ও ওরাওঁদের গ্রাম

সাঁওতালদের গ্রাম

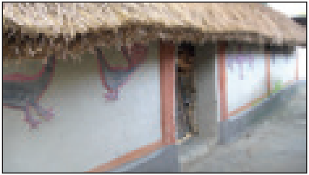

ওরাওঁদের গ্রাম

আলোকচিত্রে সাঁওতাল ও ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-জীবনধারা

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনযাত্রা

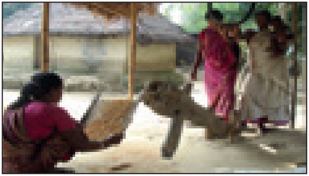

সাঁওতাল রমনীরা ঢেঁকিতে ধান ভানছে।

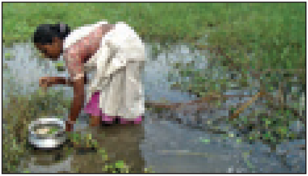

এক সাঁওতাল রমনী শামুক কুড়াচ্ছে।

কৃষি কাজে সাঁওতাল রমনী।

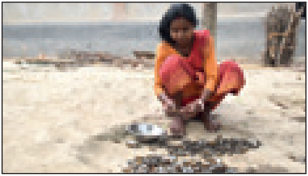

এক সাঁওতাল রমনী কুড়ানো শামুক খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করছে।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনযাত্রা

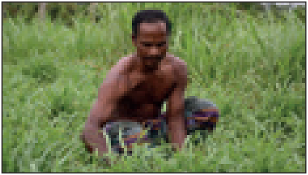

নেপিয়ার ঘাসের পরিচর্যায় ব্যস্ত।

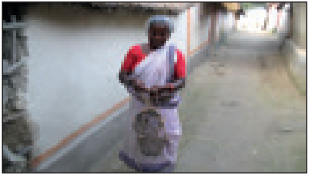

সাঁওতাল বৃদ্ধা গরু আনতে মাঠে যাচ্ছে।

আখের ক্ষেত পরিচর্যা করছে সাঁওতাল পুরুষেরা।

মাঠে শুকর চড়াচ্ছে।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনযাত্রা

বাড়ীতে শুকর পালন।

ঘাস বিক্রি করতে বাজারে যাচ্ছে।

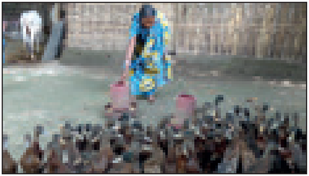

দেশী হাঁস পালন।

বাঁশের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনযাত্রা

জ্বালানী সংগ্রহ করে সংসারের চাহিদা মেটানোর পর
বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন।

কৃষি কাজে মজুরী ভিত্তিক সাঁওতাল নারীরা।

নিজের জমি ছাড়াও মজুরী ভিত্তিক কৃষি কাজে ব্যস্ত এক সাঁওতাল রমনী।

কৃষি কাজে ব্যস্ত সাঁওতাল নারীরা।

সাঁওতালদের বিয়ে

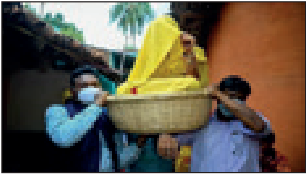
কনেকে সিঁদুর দানের জন্য ডালিতে করে উপরে তুলেছে।

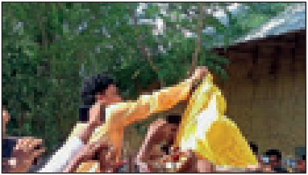
কনেকে সিঁদুর দান করছে বর।

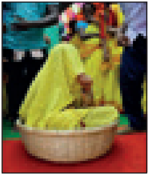
সিঁদুর দানের উদ্দেশ্যে কনেকে ডালিতে বসিয়েছে।

বিয়ের পর বরের বাড়ীতে কনের আগমন।

বিয়ের শেষে বর কনে।

সাঁওতালদের বিয়ে

বিয়ে শেষে আমন্ত্রিত অতিথি বর কনেকে উপহার প্রদানের পর আর্শিবাদ করছে।

বিয়ের উৎসবে বর পক্ষ ও কনে পক্ষের বাদক দলের মাঝে প্রতিযোগিতা।

বিয়ের নাচ গান।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিয়ের রীতি হচ্ছে আমন্ত্রিত অতিথিদের পা ধুয়ে দেওয়া।

ওরাওঁদের বিয়ে

ওরাওঁদের বিয়ের ছায়া মন্ডপ।

বিয়ের পর কনে দেখা, বিভিন্ন উপহার গ্রহণ ও আশীর্বাদ।

বিয়ের উৎসবে ওরাওঁ তরুণ তরুণীদের নাচ গান।

ওরাওঁদের বিয়ের উৎসবের নাচ গান।

সাঁওতালদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সাঁওতাল ও ওরাওঁদের পূষনা উৎসব এবং নবান্ন উৎসব

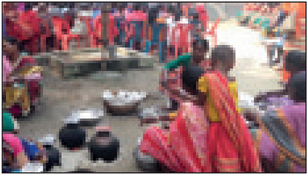

পীরগঞ্জ উপজেলায় পূষনা উৎসবে রকমারী পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত সাঁওতাল রমনীরা।

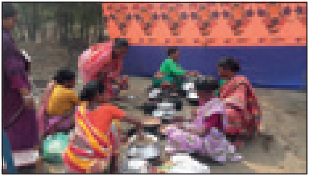

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় ওরাওঁ রমনীদের পূষনা উৎসবে পিঠা তৈরির ধুম।

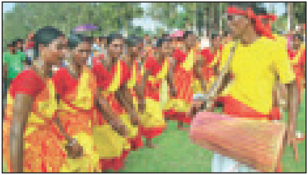

নেচে গেয়ে সাঁওতাল নারী-পুরুষ পূষনা উৎসব উদযাপন করছে ।

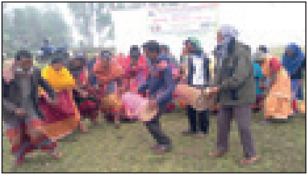

পূষনা উৎসবে নাচ গানে মত্ত ওরাওঁ নারী-পুরুষ।

সাঁওতাল ও ওঁরাওদের পূষনা উৎসব এবং নবান্ন উৎসব

সাঁওতালদের উৎসব আনন্দ।

বাড়ীতে বাড়ীতে নাচ গানের ধুম সাঁওতালদের।

ওরাওঁদের আনুষ্ঠানিক পূষনা উৎসব উদযাপন।

উৎসবে নাচ গানে মত্ত সাঁওতাল নারী-পুরুষ।

কারাম উৎসব

কারাম গাছের ডাল সংগ্রহের পূর্বে কারাম গাছের পূজা করে অনুমতি প্রার্থনা।

কারাম উৎসবের মূল উপচার কারাম গাছের ডাল।

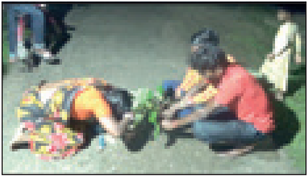

কারাম গাছের ডালকে বরণ করা হচ্ছে।

কারাম গাছের ডালকে বরণ করা হচ্ছে।

কারাম উৎসব

কারাম গাছের ডাল পূজার উদ্দেশ্যে ঘটে স্থাপন।

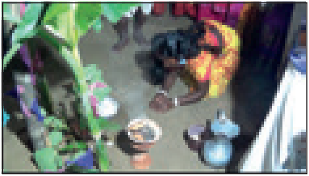

গ্রামের মানুষদের শান্তি কামনায় প্রার্থনা।

ধামসা, মাদলসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে উলুধ্বনির মাধ্যমে আদিবাসীরা কারাম পূজা করছে।

কারাম উৎসবকে ঘিরে আদিবাসীদের সারারাত নাচ গান চলে।

আদিবাসীদের সোহরাই উৎসব

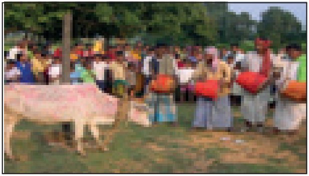

গাভীর মাথায় তেল মেখে গ্রামের রাখালেরা গাভীকে ডিম ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে মালদ বাজিয়ে তাড়া করছে।

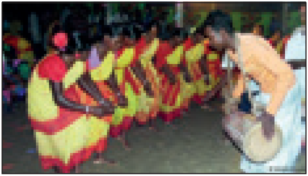

সোহরাই উৎসবে নাচ-গান করছে আদিবাসী নারী-পুরুষ।

সাঁওতালদের হুদুর দূর্গা উৎসব

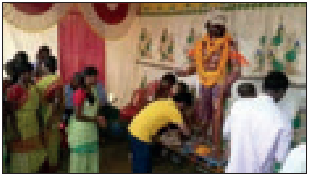

সাঁওতালদের বাহা উৎসব

বাহা উৎসবে নাচ-গান চলছে।

বাহা উৎসবে প্রাকৃতিক ফুলে সজ্জিত রমনীরা।

বাহা উৎসবে নাচ-গানে প্রস্তুতি।

বাহা উৎসবে নাচ-গান চলছে।

আদিবাসীদের বৈশাখী উৎসব

প্রাকৃতিক ফুল পাতায় সেজে নেচে গেয়ে পহেলা বৈশাখা উদযাপন করছে আদিবাসীরা।

শাল বনে বৈশাখী আমেজ।

পহেলা বৈশাখে শোভাযাত্রায় আদিবাসীরা।

পহেলা বৈশাখে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণের প্রাক্কালে।

শিকার উৎসব

শিকার উৎসবে শিকারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে রওয়ানা।

দলবদ্ধভাবে শিকারের উদ্দেশ্যে।

শিকারের প্রস্তুতি।

শিকার উৎসব উদযাপন।

আলোকচিত্রে কার্যক্রম

ফুল চাষ

প্রকল্পের আওতায় কিশোর-কিশোরীদের গোলাপ চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ শেষে গোলাপ চাষের জন্য হাতে কলমে জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে।

কিশোর-কিশোরীদের মাঝে গোলাপ ফুল গাছের চারা বিতরণ।

গোলাপ ফুল বাগানের পরিচর্যায় ব্যস্ত এক কিশোরী।

শিক্ষা কর্মসূচি

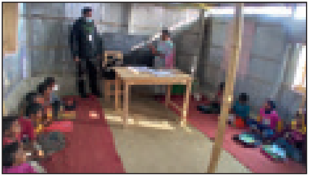

প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান।

শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ ও ক্লাবের কিশোর-কিশোরীদের মাঝে খেলাধুলার উপকরণ বিতরণ।

কিশোর-কিশোরী ক্লাব

ক্লাবের কিশোরীদের হ্যান্ডবল বিতরণ।

দুই কিশোরী দাবা খেলায় ব্যস্ত।

ক্লাবের কিশোরদের মাঝে ভলিবল বিতরণ।

ক্লাবের কিশোরেরা কেরাম বোর্ড খেলায় ব্যস্ত।

দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কিশোরীদের দড়ি খেলা প্রতিযোগিতা।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীরা পুরস্কার হাতে।

বাংলা নববর্ষবরণ উৎসব
মঙ্গল শোভাযাত্রা

প্রকল্পের শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী, ক্লাবের কিশোর-কিশোরী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে পহেলা বৈশাখ উদযাপন।

পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রায় গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণের প্রাক্কালে।

আদিবাসীদের জমি উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও সদরের কারবা পাড়ায় সরকারি ভূমি অফিসের সার্ভেয়ার কর্তৃক আদিবাসীদের ভূমির মূল কাগজপত্র পর্যালোচনা বিষয়ক সভা।

ঠাকুরগাঁও সদরের জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের কান্দুরু গং'দের হারানো জমি উদ্ধারে বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ সভা।

ঠাকুরগাঁও সদরের কালিতলায় শ্মশান ঘাটের জমি উদ্ধার।

পীরগঞ্জ উপজেলায় বৈরচুনা ইউনিয়নে দাউদ সরেনের জমি উদ্ধারের পর সীমানা খুঁটি স্থাপন।

গরু মোটাতাজাকরণ

প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ।

গরুর হাটে গিয়ে সদস্য নিজের পছন্দে প্রকল্পের অর্থায়নে গরু ক্রয়।

পীরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের সদস্য
পারভীন মুর্মু স্বামীসহ গরুর পরিচর্যা।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সদস্য
শিরিল হেমব্রমের গরু পরিচর্যা।

দেশি মুরগি পালন

প্রকল্পের আওতায় দেশি মুরগি পালন বিষয়ক সদস্যদের প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ শেষে পীরগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাসহ প্রকল্পের সদস্যদের মাঝে দেশি মুরগি ও মুরগি পালনের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ।

দেশি মুরগি পালনের উপকরণসমূহ।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সদস্য জোসনা হাঁসদার দেশি মুরগি খামার।

কুচিয়া মোটাতাজাকরণ

প্রকল্পের আওতায় কুচিয়া মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে কুচিয়া চাষের পূর্বে ডিস প্রস্তুতকরণ।

প্রকল্পের আওতায় কুচিয়ার পোনা অবমুক্তকরণ।

প্রকল্পের উন্নয়নকর্মীদের কার্যক্রম পরিদর্শন।

কুচিয়া বাজারজাতকরণ।

আলোকচিত্রে ডিজিটাল ভূমি জরিপ

ডিজিটাল ভূমি জরিপ

ডিজিটাল ভূমি জরিপের জন্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরিকল্পনা সভা।

সরকারের ভূমি অফিসের সার্ভেয়ারের উপস্থিতিতে গ্রামবাসীদের জমির কাগজপত্র পর্যালোচনা।

সার্ভেয়ার কর্তৃক জমির সীমানা নির্ধারণ।

সার্ভেয়ার কর্তৃক বসতভিটার সীমানা নির্ধারণ।

ডিজিটাল ভূমি জরিপ

সার্ভেয়ার কর্তৃক রাস্তার সীমানা নির্ধারণ।

সার্ভেয়ার কর্তৃক আবাদী জমির সীমানা নির্ধারণ।

সার্ভেয়ার কর্তৃক জমির সীমানা নির্ধারণ শেষে কাগজপত্র
জমির মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তহশীলদার ও সার্ভেয়ার কর্তৃক জমির দাগ, খতিয়ান জমির
নকশায় চিহ্নিত করছেন।

ডিজিটাল ভূমি জরিপকৃত পরিবারের তালিকা

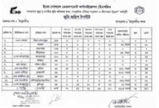

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
সমতল অঞ্চলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির ভূমি অধিকার রক্ষা, সাংকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষন ও জীবনমান উন্নয়ন” কর্মসূচী

ভূমি জরিপ তথ্য ফরমেট।

জেলা নাম ঃ ঠাকুরগাঁও   উপজেলার নাম ঃ ঠাকুরগাঁও সদর   পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম ঃ নারগুন   মৌজার নাম ঃ উত্তরবোচা পুকুর   জেএল নং-১৮৪

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১	বাজুন হেমরম	মৃত টেবলা হেমরম	উত্তর বোচাপুকুর	১৮৪			১০১০		৫ শতক				✓	৫ শতক		৬৯৯ ১৭/০২/২০০৪	
২	লক্ষী সরেন	মৃত মঙ্গল হেমরম	উত্তর বোচাপুকুর	১৮৪		৩৪৯	১০১০	২০১৮	৫ শতক				✓	৫ শতক		৬৯৯ ১৭/০২/২০০৪	
৩	লক্ষীরাম মারডি	হকনা মারডি	উত্তর বোচাপুকুর	১৮৪		৩০৭	১০১০	২১৫	৫ শতক				✓	৫ শতক		৬৯৯ ১৭/০২/২০০৪	
৪	সাভা হাসদা	মৃত বালু হাসদা	উত্তর বোচাপুকুর	১৮৪		১০৬৯	১০১০	২০১৬	৫ শতক				✓	৫ শতক		৬৯৯ ১৭/০২/২০০৪	
৫	চুরকা সরেন	মৃত লুতরু সরেন	উত্তর বোচাপুকুর	১৮৪	১০৭০		১০১০	২০১৭	৫ শতক				✓	৫ শতক		৬৯৯ ১৭/০২/২০০৪	
৬	ধেনু হাসদা	মৃত ধীরেন হাসদা	উত্তর বোচাপুকুর	১৮৪			১০১০		৩.৭৫ শতক				✓	৩.৭৫ শতক		১৯২৬/১৫/০২/ ২০১৭	
৭	শিরিল হেমরম	পিতা: মৃত মসেস হেমরম	নারগুন	১৮৫	৮৭৭	২১০৫	৬২৯২		১২ শতক				✓	১২ শতক	✓		
৮	মসেস হেমরম	পাউলুস হেমরম	নারগুন	১৮৫	৮৭৭		৬২৯২		৬ শতক				✓	৬ শতক	✓		
৯	জসেফ হেমরম	মৃত পাউলুস	নারগুন	১৮৫	৮৭৭		৬২৯২		৬ শতক				✓	৬ শতক	✓		
১০	পলাশ হেমরম	মৃত শীল বাসটের	নারগুন	১৮৫	৮৭৭		৬২৯২		১২ শতক				✓	১২ শতক	✓		
১১	কালিতুষ কিস্কু	বইলা কিস্কু	নারগুন	১৮৫	৫৬৬		৬২৭৩		৩.৭৫ শতক				✓	৩.৭৫ শতক		২৯৬৮/২০/০৩/ ২০১৪	
১২	পাটলিনা মুমু	পাউলুস হেমরম	নারগুন	১৮৫	৫৬৬	৮২৮	৬২৭৩	৭৮১২	৩৬ শতক								
					৮২৮		৬২৭৩	৭৮১৩	৩৩ শতক		৫৭ শতক		১২ শতক	৬৯ শতক	✓		
১৩	মসেস বাস্কে	মৃত আলবেদ বাস্কে	নারগুন	১৮৫	১৫৫		৬২৮২	৩.৮৩ শতক					✓	৩.৮৩ শতক	✓		
১৪	শিমন বাস্কে	মৃত আলবেদ বাস্কে	নারগুন	১৮৫	১৫৫		৬২৮২		৩.৮৩ শতক				✓		✓		
					৫৬৬		৬২৭০	৭৮১০	৭.৫ শতক			✓		১১.৩৩ শতক	✓		
১৫	জসেফ হেমরম	মৃত আলবেদ বাস্কে	নারগুন	১৮৫	১৫৫		৬২৮২		৩.৮৩ শতক				✓	৩.৮৩ শতক	✓		
১৬	ফেরু মিনা বাস্কে	মৃত আমবাই হেমরম	নারগুন	১৮৫	১৫৫		৬২৮২		২.৫০ শতক				✓	২.৫০ শতক		৩০৩৬/০৯/০৪/ ২০০৯	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৭	টুটিয়া বাস্কে	হকনা বাস্কে	নারগুন	১৮৫	১৩৯		৫৪৬৩	৭৮০৮	১৮ শতক				✓				
						৫৬০	৬২৮২	৭৮৮০	৩৫ শতক		✓				✓		
							৬২৮১	৭৮২০	৩৭ শতক		✓					১৯০৪৬/১৫/০৭/১৯৯০	
						১৪৪৬	৬২৭৩		৪০ শতক		✓			১.৩০ একর			
১৮	সেরু বাস্কে	মৃত হপনা বাস্কে	নারগুন	১৮৫	১৩৯		৫৪৬৩	৭৮০৮	১৮ শতক				✓				
						৫৬০	৬২৮২	৭৮৮০	৩৫ শতক		✓				✓		
							৬২৮১	৭৮২০	৩৭ শতক		✓					১৯০৪৬/১৫/০৭/১৯৯০	
						১৪৪৬	৬২৭৩		৪০ শতক		✓			১.৩০ একর			
১৯	নারায়ন সরেন	রুপ সরেন	নারগুন	১৮৫	২০৮	৭৫৫	৫৪৫৩	৭৭৬৩	১৯ শতক	✓			✓		✓		
							৫৪৫৫	৭৭৬৫	৭২ শতক		✓				✓		
							৫৪৫৪	৭৭৬৪	৬১ শতক		✓				✓		
							৫৪৫৭	৭৭৬৬	১৪ শতক		✓						
							৫৪৫৭	৭৭৬৮	১৩ শতক		✓						
							৫৪৫৭	৭৭৭২	৯৬ শতক		✓			২৫৫ শতক	✓		
২০	চুটিয়া বাস্কে	মৃত হকনা বাস্কে	নারগুন	১৮৫	৫৬৬/১৩৯	১৪৪৬	৬২৭৩		৪০ শতক		✓						
							৫৪৬৩		১৫ শতক				✓	৫৫ শতক		১৯০৪৬/১৫/০৭/১০	
২১	শেরু বাস্কে	মৃত হকনা বাস্কে	নারগুন	১৮৫	৫৬৬/১৩৯	১৪৪৬	৬২৭৩		৪০ শতক		✓						
							৫৪৬৩		১৫ শতক				✓	৫৫ শতক		১৯০৪৬/১৫/০৭/১০	
২২	তালা সুরেন	পান্না সরেন	নারগুন	১৮৫	৭৪	৬৬১	৫৪৬৩	৭৭৭৯	১৫ শতক				✓			১০৮৯৪/৩১/০৩/৯০	
২৩	রাফি হেমরম	কাশু হেমরম	নারগুন	১৮৫	১৩৯	১১৮৯	৫৪৬৩	৭৭৭৯	২৯ শতক				✓			১৯০৪৭/১৫/০৭/৯০	
২৪	গাড়িয়া মুর্মু	রাম মুর্মু	নারগুন	১৮৫	৭৪	৬৯৬	৫৪৬৩	৭৭৭৯	৫ শতক				✓			১০৯২১/২২/১১/৯০	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
							৫৪৬৩	৭৭৭৯	২.৫০ শতক				✓	৭.৫০ শতক		৪৭৬৭/১৫/০৫/১৩	
২৫	সুফল মুর্মু	হরে মুর্মু	নারগুন	১৮৫	২০৮	১৪০১	৫৪৬৩	৭৭৭৯	৫ শতক				✓				
							৫৪৫৭	৭৭৭৩	২৩ শতক		✓			২৮ শতক		১০৮৯৩/৩১/০৩/৯০	
২৬	বুধু মার্ডি	সুকন মার্ডি	নারগুন	১৮৫	২০৮	৯১০	৫৪৫৭	৭৭৭৩	৫ শতক				✓	৫ শতক		৩৫০৯/০৭/০৪/০৩	১ শতক কম আছে
২৭	বুধু হাসদা	মৃত সিমাই হাসদা	নারগুন	১৮৫			১১৮৯		৫০ শতক		✓		✓	৫০ শতক			
২৮	সপল হাসদা	চুখা হাসদা	নারগুন	১৮৫	৪৫৪		৭৫৪		১৪ হতে ৩.৫ শতক		✓						
							৭৫৮		১.৩৮ এ হতে ৩৪.৫ শতক		✓						
							৭৫৯		৪৫ এ হতে ১১.২৫ শতক		✓						
							৭৫৩		৩৮ শতক হতে ৯.৫ শতক								
					৩১৫		১০০৬		৪৬ হতে ১১.৫০ শতক		✓						
							১০০৭		৪৭ হতে ১১.৭৫ শতক		✓						
							১০০৮		১০৬ এ হতে ২৬.৫০ শতক		✓						
					৪০৯	১৪০৯	১০০৭		১.০৬ এ হতে ৫৩ শতক		✓						
					৪১৯		১০০৮		১৩.২৫ শতক		✓			১.২১৭৫ একর			বেদখল অবস্থায় রহিয়াছে
২৯	চান্দিয়া হাসদা	মৃত সেরক হাসদা	নারগুন	১৮৫	৪৫৪		৭৫৪		১৪ হতে ৩.৫ শতক		✓						
							৭৫৮		১.৩৮ এ হতে ৩৪.৫ শতক		✓						
							৭৫৯		৪৫ এ হতে ১১.২৫ শতক		✓						
							৭৫৩		৩৮ শতক হতে ৯.৫ শতক		✓						
					৩১৫		১০০৬		৪৬ হতে ১১.৫০ শতক		✓						
							১০০৭		৪৭ হতে ১১.৭৫ শতক		✓						
							১০০৮		১০৬ এ হতে ২৬.৫০ শতক		✓						
					৪০৯		১০০৭		১.০৬ এ হতে ৫৩ শতক		✓						
					৪১৯		১০০৮		১৩.২৫ শতক		✓			১.২১৭৫ একর			
৩০	ছোট হাসদা	মৃত সেরক হাসদা	নারগুন	১৮৫	৪৫৪		৭৫৪		১৪ হতে ৩.৫ শতক		✓						

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
							৭৫৮		১.৩৮ এ হতে ৩৪.৫ শতক		✓						
							৭৫৯		৪৫ এ হতে ১১.২৫ শতক		✓						
							৭৫৩		৩৮ শতক হতে ৯.৫ শতক		✓						
					৩১৫		১০০৬		৪৬ হতে ১১.৫০ শতক		✓						
							১০০৭		৪৭ হতে ১১.৭৫ শতক		✓						
							১০০৮		১০৬ এ হতে ২৬.৫০ শতক		✓						
					৪০৯		১০০৭		১.০৬ এ হতে ৫৩ শতক		✓						
					৪১৯		১০০৮		১৩.২৫ শতক		✓			১.২১৭৫ একর			
৩১	নাহা হাসদা	মৃত সেরক হাসদা	নারগুন	১৮৫	৪৫৪		৭৫৪		১৪ হতে ৩.৫ শতক		✓						
							৭৫৮		১.৩৮ এ হতে ৩৪.৫ শতক		✓						
							৭৫৯		৪৫ এ হতে ১১.২৫ শতক		✓						
							৭৫৩		৩৮ শতক হতে ৯.৫ শতক		✓						
					৩১৫		১০০৬		৪৬ হতে ১১.৫০ শতক		✓						
							১০০৭		৪৭ হতে ১১.৭৫ শতক		✓						
							১০০৮		১০৬ এ হতে ২৬.৫০ শতক		✓						
					৪০৯		১০০৭		১.০৬ এ হতে ৫৩ শতক		✓						
					৪১৯		১০০৮		১৩.২৫ শতক		✓			১.২১৭৫ একর			বেদখল অবস্থায় রহিয়াছে
৩২	বোরো বেসড়া	বাকই বেসরা	নারগুন	১৮৫		৫৪৩	১০৭৩		২.৮০ এ হতে ১.৪১এ ৩৫.২৫ শ		✓						
							১০৮৮		৩০ শ হতে ৭.৫০ শ								
							৬৩৯		৩৬ শ হতে ৯ শ এর মধ্যে ২.২৫				✓				
					৩৯৩		১০৯৭		৪৫ শ হতে ১১ শ এর মধ্যে ২.৭৫		✓		✓			১১৪৬৩/২৭/০১/৮৬	
							৬১২৪৬		৯ শ হতে ২.২৫		✓					১৮২৮০/২০/০১/১৯৮৬	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
					৩৯৩		১০৯৭		২২ শ হতে ৫.৫০ শতক		✓					২৫৫৪০/১২/১২/৮৩	
					৩০		১০৯৬		১.৬৬ হতে ৮৩ এর মধ্যে ২০.৭৫ শ		✓					২০৭১১/২০/০৯/১৯৮৭	
					৩৯৩		১০৯৭		৩.৭০ এ হতে ১১.২৫ এর মধ্যে ২.৮১ শতক		✓			৭৯.৬ একর		৩৫৩/০৩/০১/০৬	
৩৩	বাপই বেসরা	বাকই বেসরা	নারগুন	১৮৫		৫৪৩	১০৭৩		২.৮০ এ হতে ১.৪১এ ৩৫.২৫ শ		✓						
							১০৮৮		৩০ শ হতে ৭.৫০ শ								
							৬৩৯		৩৬ শ হতে ৯ শ এর মধ্যে ২.২৫				✓				
					৩৯৩		১০৯৭		৪৫ শ হতে ১১ শ এর মধ্যে ২.৭৫		✓		✓			১১৪৬৩/২৭/০১/৮৬	
							৬১২৪৬		৯ শ হতে ২.২৫		✓					১৮২৮০/২০/০১/১৯৮৬	
					৩৯৩		১০৯৭		২২ শ হতে ৫.৫০ শতক		✓					২৫৫৪০/১২/১২/৮৩	
					৩০		১০৯৬		১.৬৬ হতে ৮৩ এর মধ্যে ২০.৭৫ শ		✓					২০৭১১/২০/০৯/১৯৮৭	
					৩৯৩		১০৯৭		৩.৭০ এ হতে ১১.২৫ এর মধ্যে ২.৮১ শতক		✓			৭৯.৬ একর		৩৫৩/০৩/০১/০৬	
৩৪	মঙ্গল বেসরা	বাকই বেসরা	নারগুন	১৮৫		৫৪৩	১০৭৩		২.৮০ এ হতে ১.৪১এ ৩৫.২৫ শ		✓						
							১০৮৮		৩০ শ হতে ৭.৫০ শ								
							৬৩৯		৩৬ শ হতে ৯ শ এর মধ্যে ২.২৫				✓				
					৩৯৩		১০৯৭		৪৫ শ হতে ১১ শ এর মধ্যে ২.৭৫		✓		✓			১১৪৬৩/২৭/০১/৮৬	
							৬১২৪৬		৯ শ হতে ২.২৫		✓					১৮২৮০/২০/০১/১৯৮৬	
					৩৯৩		১০৯৭		২২ শ হতে ৫.৫০ শতক		✓					২৫৫৪০/১২/১২/৮৩	
					৩০		১০৯৬		১.৬৬ হতে ৮৩ এর মধ্যে ২০.৭৫ শ		✓					২০৭১১/২০/০৯/১৯৮৭	
					৩৯৩		১০৯৭		৩.৭০ এ হতে ১১.২৫ এর মধ্যে ২.৮১ শতক		✓			৭৯.৬ একর		৩৫৩/০৩/০১/০৬	
৩৫	লক্ষণ বেসরা	বাকই বেসরা	নারগুন	১৮৫		৫৪৩	১০৭৩		২.৮০ এ হতে ১.৪১এ ৩৫.২৫ শ		✓						
							১০৮৮		৩০ শ হতে ৭.৫০ শ								
							৬৩৯		৩৬ শ হতে ৯ শ এর মধ্যে ২.২৫				✓				

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
					৩৯৩		১০৯৭		৪৫ শ হতে ১১ শ এর মধ্যে ২.৭৫		✓		✓			১১৪৬৩/২৭/০১/৮৬	
							৬১২৪৬		৯ শ হতে ২.২৫		✓					১৮২৮০/২০/০১/১৯৮৬	
					৩৯৩		১০৯৭		২২ শ হতে ৫.৫০ শতক		✓					২৫৫৪০/১২/১২/৮৩	
					৩০		১০৯৬		১.৬৬ হতে ৮৩ এর মধ্যে ২০.৭৫ শ		✓					২০৭১১/২০/০৯/১৯৮৭	
					৩৯৩		১০৯৭		৩.৭০ এ হতে ১১.২৫ এর মধ্যে ২.৮১ শতক		✓			৭৯.৬ একর		৩৫৩/০৩/০১/০৬	
৩৬	বুধুরায় মার্ডি	মৃত: হাওয়ায় মার্ডি	নারগুন	১৮৫	২৭		১০৯৪		৫.০৩এ:								
							১০৯৫		.৫শতক	২.৫১শতক							
						১৬৩২	১০৯৩	৮১২	১.০০এ হইতে১২.৫০							৯০৯৬/১৯.০৭.৯৫	
							১০৯৬		১.৬৪এ হইতে ৩৭.৫০শ:							১৭১২/৮.০২.০৫	
						১৬৩২	১০৯৬		১.৬৩ এ হইতে ৮২শ:								
							১০৯৪	৮১৪	২.১০ এ:								
							১০৯৪	৮০৩	৭৯শতক								
							১০৯৪	৮০৪	৩০শতক								
							১০৯৪	৮০৫	৪০শতক								
							১০৯৪	৮০৬	৩৫শতক								
							১০৯৪	৮০৭	৩২শতক								
							১০৯৪	৮০৮	৩৫শতক								
							১০৯৬	১০৭৩	১.১৯শতক					৮.৪৫১৯ একর			
৩৭	ফিলিপস হাসদা	মৃত বিশ্বনাথ হাসদা	কহরপাড়া	১৭৯	১৪১	৪৬২/৩১৫	৫০		১২.৫ শতক		✓					১৭৭/০৪/০৯/৯৬	
							৩০		৪ শতক		✓					১৩৬৯৫/০৮/১২/৯৬	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
							৩২		২৫ শতক		✓			৪১.৫ শতক		১১০০৮/০৪/০৩/৯৮	
৩৮	শিউলি টুডু	স্বামী তালা হেমরম	কহরপাড়া	১৭৯	৩৬০		৫০		২.৫০ শতক				✓	২.৫০ শতক		১০১৯৪/২৯/০৩/৯৫	
৩৯	লক্ষী বেসরা	সোম হাসদা	কহরপাড়া	১৭৯	১৪১		৫০		৬.২৫ শতক		✓			৬.২৫ শতক		১১০০৯/০৪/০৩/৯৮	
৪০	মি. দিলিপ টুডু	তালা টুডু	কহরপাড়া	১৭৯	২৯৯		৫০		৩.৭৫ শতক				✓	৩.৭৫ শতক		৭৮০৮/১৪/০৮/১৩	
৪১	ফুলমনি কিস্কু	চুরকা মুর্মু	নিশ্চিন্তপুর	১১১	১৬২/২১৩		২৭৪০		২.৬২ শতক		✓			২.৬২ শতক		২০৬৬/২৪/০১/১৬	
৪২	বুধু কিস্কু	মাঝি কিস্কু	নিশ্চিন্তপুর	১১১	১৬২/২১৩		২৭৪০		২.৬২ শতক		✓			২.৬২ শতক		২০৬৬/২৪/০১/১৬	
৪৩	মাতিয়াস মুর্মু	মানুয়েল মুর্মু	নিশ্চিন্তপুর	১১১	২৪৭		২৬০৬		১০ শতক				✓	১০ শতক		১১৩০৫/১১/০৯/০২	
						৩৮৫	২২৩,২৩৮		৫ শতক				✓			২২৪৫৪/১০/১২/১৪	
					২৬		২১৪		৭.৫			✓		১৯.১৬ শতক		১৪১১/০১/০২/১১	
৪৪	বেটকা বেছড়া	মৃতঃ বুধু বেছড়া	শ্রীকৃষ্ণপুর	১১২	৩৯৭	০	২৪৬		৩.৭৫ শতক				✓	৩.৭৫ শতক		৬০৩৯/১১/০৭/১৬	
৪৫	আদা হাজদা	মৃতঃ লখে হাজদা	শ্রীকৃষ্ণপুর	১১২	৩৮৫	০	২৪৬		২.৫০ শতক				✓			২২২৪৩/০৮/১২/১৫	
					৩৮৫		২৪৬		০.২৫ শতক				✓			৬০৩৮/১১/০৭/১৬	
					৩৮৫	০	২২৫	০	১ শতক				✓	৩.৭৫ শতক		৬০৩৮/১১/০৭/১৬	
৪৬	মাতিনা হাঁসদা	স্বামী: বাবুলাল মার্ডি	শ্রীকৃষ্ণপুর	১১২	২২৪	০	২১৪		৪.১৬ শতক				✓	৪.১৬ শতক		৩১০৯/০৯/০৩/১০	
৪৭	মহেষ কিস্কু	জসেব কিস্কু	শ্রীকৃষ্ণপুর	১১২	০	০	২১৪		৪.১৬ শতক				✓			৩১১০/০৯/০৩/১০	
					৩৮৫		২৪৬		২.৫০ শতক				✓			২২২৪২/০৮/১২/১৫	
						৩৮৫	২২৩.২৩৮		৫শতক				✓			২২৪৫৪/১০/১২/১৪	
					২৬		২১৪		৭.৫ শতক				✓	১৯.১৬ শতক		১৪১১/০১/০২/১১	
৪৮	সুরজ হাসদা	বিষ্ণু মুর্মু	শ্রীকৃষ্ণপুর	১১২	২৬		২১৪		৪.১৬				✓			৩১০৮/২৪/০২/৮৬	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৪৯	মাহাত হাসদা	মৃত রাবন হাসদা	শ্রীকৃষ্ণপুর	১১২	৮১৩		৪৭		২৫ শতক		✓					৩৯৫৫/২৫/০২/৯২	বেদখল অবস্থা আছে
						২৪৮	২৩৭		১২.৫ শতক				✓			২৭৯৭/২৭/০৪/৮৮	
					৬০		২২৭		৪.৭১ একর								
							২২৬		০.৫৬ একর								
							২৩১		০.৪৬ একর								
							২৩৪		০.৭০ একর								
							২৩৫		০.০৬ একর								
							২৯১		০.৩৮ একর								
							২৯৩		১.২২ একর								
							২৯৫		০.০২১ একর								
							২৩২		০.০২১ একর					৭৫.৭৫ শতক		১২১৫৯/০৫/১২/১০	
৫০	কান্ত হাসদা	মৃত রাবন হাসদা	শ্রীকৃষ্ণপুর	১১২	৮১৩		৪৭		২৫ শতক		✓					৩৯৫৫/২৫/০২/৯২	বেদখল অবস্থা আছে
						২৪৮	২৩৭		১২.৫ শতক				✓			২৭৯৭/২৭/০৪/৮৮	
					৬০		২২৭		৪.৭১ একর								
							২২৬		০.৫৬ একর								
							২৩১		০.৪৬ একর								
							২৩৪		০.৭০ একর								
							২৩৫		০.০৬ একর								
							২৯১		০.৩৮ একর								
							২৯৩		১.২২ একর								
							২৯৫		০.০২১ একর								
							২৩২		০.০২১ একর					৭৫.৭৫ শতক		১২১৫৯/০৫/১২/১০	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৫১	শিবলাল হাসদা	মৃত হোপনা হাসদা	শ্রীকৃষ্ণপুর	১১২	১১৮		২৪৬		৪৬ হতে ৭.৫০ শতক				✓			৬৯৫৩/২৮/০৫/৯৬	
					৬৬		২৪০		৯৬ হতে ২৪ শতক				✓			১২৬৭৯/২৭/১১/০১	
						৩৮৫	২২৩		২.২১ এ হতে ১০ শতক								
							২৪৬		১৯ শতক								
							২৩৮		২.৫০ এ হতে ৯.৫ শতক				✓			১২১৫৪/১০/১২/২০১৪	
					২৯৭		২৪৬		১৯ শ হতে ২.৫০ শতক				✓			৬০৩৭/১১/০৭/১৬	
					৪৬০		২৪০		১১.৬৬ শতক		✓					৪৬১৪/১৩/০৫/১৯	
৫২	সুমন বেসরা	লক্ষীরাম বেসরা	শ্রীকৃষ্ণপুর	১১৩	৪৬		৬৬৬							১২.৫০ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে
৫৩	মাইকেল মার্ডি	সুরেন মার্ডি	শ্রীকৃষ্ণপুর	”	৪৬		৬৬৬		৪.১৬ শতক				✓	৪.১৬ শতক		১৮৯৮৯/২০/১২/৯৬	
৫৪	সামুয়েল মার্ডি	সুরেন মার্ডি	শ্রীকৃষ্ণপুর	”	৪৬		৬৬৬		৪.১৬ শতক				✓	৪.১৬ শতক		১৮৯৮৯/২০/১২/৯৬	
৫৫	কৃষ্ণ টুডু	পিতা: বয়লা টুডু উরাও	শ্রীকৃষ্ণপুর	”	৩২৭	৩৯৪	৬৬৬		৫ শতক				✓	৫ শতক		৫৪৮৬/২৮০৬/০৯	
৫৬	সুবাস মার্ডি	সুরেন মার্ডি	শ্রীকৃষ্ণপুর	”	৪৬		৬৬৬		৪.১৬ শতক				✓	৪.১৬ শতক		১৮৯৮৯/২০/১২/৯৫	
৫৭	তরুণী উরাও	মৃত সুকারাম ভগদ	জগন্নাথপুর	১০০		৬৫৯১	১৬৪৭		৫০ হতে ১২.৫০ শতক				✓	১২.৫০ শতক		২৩৬৯/০৫/০৩/১৫	
৫৮	রমরী টপ্প	মৃত সুকারাম টপ্প	জগন্নাথপুর	১০০	৮৪০	১৬৪৭	৫০ হতে ৩ শতক		৩ শতক				✓	৩ শতক		৫৯৯৫/০৩/০৭/২০০৯	
৫৯	সুমরী রাণী	চায়না রাণী উরাও	জগন্নাথপুর	১০০	৮৪৫	৪৪৬০	১৩২৯		৫০ হতে ৬.২৫ শতক		✓			৬.২৫ শতক		১২৭৭৬/০৬/১২/২০০৫	
৬০	রিভা রাণী	চায়না রাণী উরাও	জগন্নাথপুর	১০০	৮৪৫	৪৪৬০	১৩২৯		৫০ হতে ৬.২৫ শতক		✓			৬.২৫ শতক		১২৭৭৬/০৬/১২/২০০৫	
৬১	বিফলা তির্কী	লাচ্ছু পান্না	জগন্নাথপুর	১০০	৩৭৯, ৩৮০		১৩১১		২১৩৩ হতে ৫ শতক				✓	৫ শতক		৩৭৫৬/১৪/০৫/১৪	
৬২	কালু উরাও	শুকরা উরাও	জগন্নাথপুর	১০০	৮৮৬		১৬৪৮		২৪ হতে ৬ শতক				✓	৬ শতক		১৭৭৫/১০/০২/২০০৩	
৬৩	মাতলু উরাও	শুকরা উরাও	জগন্নাথপুর	১০০	৮৮৬		১৬৪৮		২৪ হতে ৬ শতক				✓	৬ শতক		১৭৭৫/১০/০২/২০০৩	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৬৪	কলেজ উরাও	মৃত কালু উরাও	জগন্নাথপুর	১০০		৩০৮৭	১৫৬১		২.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৫৬৪		৪.৬৬ শতক		✓				✓		
						৩০৮৭	১৫৬০		২.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৫৬২		২ শতক		✓				✓		
							১৫৬৫		৩.১৬ শতক		✓				✓		
							১৫৬৬		১৫ শতক		✓				✓		
							১৪২০		১৫.১৬ শতক		✓				✓		
							১৪১৯		০.৫০ শতক		✓				✓		
							১৯৮৩		১১.৩৩ শতক				✓		✓		
							১৩১২		৮ শতক				✓		✓		
							১৪২০								✓		
							২০৫৭		০.৮৩ শতক		✓			৬৫.১৬ শতক	✓		
৬৫	এতয়া উরাও	মৃত কালু উরাও	জগন্নাথপুর	১০০		৩০৮৭	১৫৬১		২.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৫৬৪		৪.৬৬ শতক		✓				✓		
						৩০৮৭	১৫৬০		২.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৫৬২		২ শতক		✓				✓		
							১৫৬৫		৩.১৬ শতক		✓				✓		
							১৫৬৬		১৫ শতক		✓				✓		
							১৪২০		১৫.১৬ শতক		✓				✓		
							১৪১৯		০.৫০ শতক		✓				✓		
							১৯৮৩		১১.৩৩ শতক				✓		✓		
							১৩১২		৮ শতক				✓		✓		
							১৪২০								✓		
							২০৫৭		০.৮৩ শতক		✓			৬৫.১৬ শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৬৬	বন্ধন উরাও	মৃত কালু উরাও	জগন্নাথপুর	১০০		৩০৮৭	১৫৬১		২.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৫৬৪		৪.৬৬ শতক		✓				✓		
						৩০৮৭	১৫৬০		২.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৫৬২		২ শতক		✓				✓		
							১৫৬৫		৩.১৬ শতক		✓				✓		
							১৫৬৬		১৫ শতক		✓				✓		
							১৪২০		১৫.১৬ শতক		✓				✓		
							১৪১৯		০.৫০ শতক		✓				✓		
							১৯৮৩		১১.৩৩ শতক				✓		✓		
							১৩১২		৮ শতক				✓		✓		
							১৪২০								✓		
							২০৫৭		০.৮৩ শতক		✓			৬৫.১৬ শতক	✓		
৬৭	সমরা উরাও	মৃত পাবুরাম উরাও	জগন্নাথপুর	১০০		৪৩৭৩	১৩১৮		৫.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩৩১		৪.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩৩০		৫.২৫ শতক		✓				✓		
							১৩৩৬		২.২৫ শতক						✓		
							১৩৩৫		১ শতক				✓	১৮.৫০শতক	✓		
৬৮	তাজেল উরাও	মৃত পাবুরাম উরাও	জগন্নাথপুর	১০০		৪৩৭৩	১৩১৮		৫.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩৩১		৪.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩৩০		৫.২৫ শতক		✓				✓		
							১৩৩৬		২.২৫ শতক						✓		
							১৩৩৫		১ শতক					১৮.৫০শতক	✓		
৬৯	কৃষ্ণা তির্কী	মৃত নরেন এক্কা	জগন্নাথপুর	১০০			১৩১৬						✓	৩ শতক			দলিল পাওয়া যায়নি
৭০	সুরেন এক্কা	বাজু এক্কা	জগন্নাথপুর	১০০			১৩১৫						✓	৩ শতক			দলিল পাওয়া যায়নি

ক্রঃ নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৭১	লক্ষী নারায়ন	লাচ্চু উরাও	জগন্নাথপুর	১০০		৪০৫৭	১৪১৯		৫ শতক		✓				✓		
							১৪২০		৮৭.৫০ শতক								
							১৫৯৪		২৩ শতক				✓		✓		
							১৬২৪		৭.২৫ শতক		✓				✓		
							১৬২৩		২৫.২৫ শতক		✓				✓		
							১৫৯৫		১৩ শতক		✓				✓		
							১৫৯৬		৩ শতক		✓				✓		
							১৬১২		২০.২৫ শতক		✓			১.৮৪	✓		
৭২	দুলাল টপ্প	মৃত বিশু টপ্প	জগন্নাথপুর	১০০	২৯৪		১৩৩০		১০.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩৩৬		৪.৫০শতক				✓		✓		
							১৩৩৫		২শতক		✓				✓		
					২৯৫		১৩৩৮		১১শতক		✓				✓		
						৪৭১৭	১৩২৭		২০শতক		✓				✓		
							১৩২২		২৫শতক		✓				✓		
							১৩১০		৭.৫০শতক		✓				✓		
							১৩৩৪		৩শতক		✓			৮৩.৫০শতক	✓		
৭৩	সুজন কুজুর	বাবলু কুজুর	জগন্নাথ পুর	১০০	৩৩৫		১৩১৬		৫.২৫শতক		✓						
							১৩৩৩		২.২৫শতক		✓						
							১৩৩৯		.৫০শতক		✓						
							১৩৪০		১৮.২৫শতক		✓						
							১৩২৪		৪৪.৭৫শতক		✓						
							১৩১০		১৩.৭৫শতক		✓						
							১৩১৭		১৬.৫০শতক		✓						
					৮৪৩		১৩২২		২৭.৫০শতক		✓			১২৮.৭৫ শ			মামলা চলছে

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৭৪	সুজন তিকী	বুলু তিকী	জগন্নাথপুর	১০০	৩৩৫		১৩১৬		৫.২৫শতক		✓						
							১৩৩৩		২.২৫শতক		✓						
							১৩৩৯		.৫০শতক		✓						
							১৩৪০		১৮.২৫শতক		✓						
							১৩২৪		৪৪.৭৫শতক		✓						
					৮৭৫		১৩১০		১৩.৭৫শতক		✓						
							১৩১৭		১৬.৫০শতক		✓						
					৮৪৩		১৩২২		২৭.৫০শতক		✓			১২৮.৭৫ শতক			মামলা চলছে
৭৫	গিতা কুজুর	দুলাল তিকী	জগন্নআথ পুর	১০০			১৩৩৩		৪ শতক				✓	৪শতক			
৭৬	সুরেন টপ্য	পিতা সুকা রাম	জগন্নআথ পুর	১০০			১৩৩৩		১২.৫০শতক				✓	১২.৫০শতক			
৮২	টমাস খেশ উরাও	মৃথ তরি খেশ উরাও	সিংগিয়া	৯৯	৪১		১৪৫		৪ শতক				✓		✓		
৮৩	পাউলুশ খেশ	তুরিখেশ	সিংগিয়া	৯৯	৮৩৬		১৪৪		৬ শতক				✓			৬৮০১/১৫/০৯/৮৬	
৮৪	আন্দ্রিশ খেশ	ইলিয়াস খেশ	সিংগিয়া	৯৯	৮৩৬	২২৫৯	১৪৪		৩ শতক				✓			৬৮০১/১৫/০৯/৮৬	
৮৫	মাঝি মারকুস	মৃত পরান বাস্কে	দক্ষিণ বটিনা	২৭	১০৩০		৬২২২		১৫শতক				✓	১৫শতক		১০৪৯৯/৬/৭/৯৭	
৮৬	কাতারিনা মাডি	মাঝি বাস্কে	দক্ষিণ বটিনা	২৭	৯৭৪		৬২২১		৭.৫শতক			✓		৭.৫শতক		৫৪৮৫/২৭/৫/১৫	
৮৭	মারিয়া সরেন	মৃতঃরাফায়েল সরেন	দক্ষিণ বটিনা	২৭	৫৫৫		৬৩৯৪		১১.১২শতক		✓					১৩৬২১/১৩/১০/৯৮	
					১২০৬		৬১৭৩		১৫শতক				✓			১৩৪৮৪/২২/১২/০৪	
					১২৮২		৬৩৯৪		১১.১৩শতক		✓			৫৫.১৩শতক			
৮৮	গোপিন সরেন	মৃঃ রামকা সরেন	দক্ষিণ বটিনা	২৭	১২০৬		৬১৭৩		১৫শতক				✓			১৩৬২১/১৩/১০/৯৮	
৮৯	জর্জ বাস্কে	মৃতঃবাইজিান বাস্কে	দক্ষিণ বটিনা	২৭	১২০৬		৬১৭৩		১০শতক					১০শতক		৫১৬১/২১/৫/১৪	
৯০	জাকোব সরেন	মৃঃ গোপাল সরেন	দক্ষিণ বটিনা	২৭	১৩৩২		৬১৮৫		১১.৫শতক				✓	১১.৫শতক		৭৩৭৩/১২/৮/০৯	

ক্রঃ নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৮১	পিউস হাসদা	মৃঃ লুইস হাসদা	দক্ষিণ বটিনা	২৭	১৩৩২		৬১৮৫		২.৫শতক				✓	২.৫শতক		৭৩৭৪/১২/৮/০৯	
৮২	সিমন হাসদা	মৃঃ লুইস হাসদা	দক্ষিণ বটিনা	২৭	১৩৩২		৬১৮৫		২.৫শতক				✓	১১.৫শতক		৭৩৭৪/১২/৮/০৯	
					১১৮১		৬১৬৩		৯শতক				✓			১১৪৫৮/১২/১১/১৫	
৯৩	যোশেফ হাসদা	মৃঃ লুইস হাসদা	দক্ষিণ বটিনা	২৭	১০৬৯		৬১৬৩		৯শতক				✓	৯শতক		৪১৫২/২১/৩/০২	
৯৪	নরেন হেমরম	মৃঃ সাধন হেরেম	দক্ষিণ বটিনা	২৭	১৮০৯		৬১৮৩		২৫শতক				✓	২৫শতক		৯৮৩৪/২/১১/০৯	
৯৫	কিস্কু সরেন	মারিও সরেন	দক্ষিণ বটিনা	২৭	৫৫৫		৬৩৯৪		১১.১২শতক		✓					১৩৪৮৪/২২/১২/০৪	
					১২০৬		৬১৮৫		২৭.৫শতক		✓		✓	৩৮.৬২শতক	✓		
৯৬	লক্ষণ হাসদা	মৃঃবারগে হাসদা	ইয়াকুব পুর	২৮		১৩১৭	৪৭		৫০শতক		✓			৫০শতক	✓		
৯৭	সময় মুমু	মৃঃ রাম মুমু	দক্ষিণ বটিনা	২৭	৯৮৮		১১২৭০		১৫শতক		✓			১৫শতক		৭৭৮২/২৪/৫/৯৮	
৯৮	বাবুল মাডি	মৃঃ সবল মাডি	বড় বালিয়া	৬১	৬০৩		৪৭৭৫										
							৪৭৮০		৬শতক		✓			৬শতক		২৫৩৬/১৬/৫/২০০১	
৯৯	সুমি হেমরম	কুলু মাডি	বড় বালিয়া	৬১	৬০৬		৪৭৮১										
							৪৭৮৯		৬শতক				✓	৬শতক		২৫৩৬/১৬/৫/২০০০	
১০০	চৈতি মাডি	মৃঃসুবল মাডি	বড় বালিয়া	৬১	১৪২	১২৭০	৬৩৪৮		৫শতক				✓	৫শতক		১০১৯৬৬/১০/১০/৯৩	
১০১	ছুটু কিস্কু	মৃঃ কেদার কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		৪১৩০		১৫৫৮৩	৪৫শতক		✓				✓		
						৪১৩০		১৫৫৭২	৪৪শতক		✓			৮৯শতক	✓		কিছু অংশ বেদখল
১০২	শ্রী জার্মান কিস্কু	মৃঃ বাকা কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		১১০০০	২২৩৮		১০শতক				✓	১০শতক		২০৫২/৮/৭/১৮	
১০২	সুবল হাসদা	মৃঃথুবগু হাসদা	বড় বালিয়া	৬১		৪৩০৬	৬৩৪৮	১৫৬৩৭	৬২শতক		✓					৮৯৭৯/১২/৮/১৩	
							৬৩৪২	১৬৬৩১	৫০শতক		✓			১.১২.৫একর	✓		
১০৪	কবিরাজ মাড	মানু মাঝি	বড় বালিয়া	৬১		৩২৩	৬৩৪৮	১৫৬০১	৫২শতক		✓						
							৬৩৪২	১৫৬১৯	৫০শতক		✓			১.২একর	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১০৫	গুটমা সরেন	মৃঃ কেদেরা সরেন	বড় বালিয়া	৬১		৯৯২	৬৫৫১		৩.৭৫শতক				✓		৩.৭৫শতক	৩৫৬০/৮/৯/১৪	
১০৬	লাইলী হাসদা	মৃঃথুবগু হাসদা	বড় বালিয়া	৬১		৭২৯	৬৫৫১		১শতক				✓	১শতক		৩৫৫৯/৮/৯/১৪	
১০৭	ফুলমনি্ হাসদা	মৃঃথুবগু হাসদা	বড় বালিয়া	৬১		৭২৯	৬৫৫১		২ শতক				✓	২শতক		৩৫৫৯/৮/৯/১৪	
১০৮	কানু কিস্কু	মৃত বাকা কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		১২৪১	৬৩৩৯/৬৫৫১		৩৩ শতক হতে ২ শতক				✓			২১৩৬/০৯/০৭/১৮	
							৬৩৩৯/৬৫৫১		৩৩ শতক হতে ৩.৭৫				✓	৫.৭৫ শতক		৩৫৬১/০৮/০৯/১৪	
১০৯	রগে সরেন	মৃত কেদেরা সরেন	বড় বালিয়া	৬১			৬৩৩৯/৬৫৫১		৫ শতক				✓		✓		
১১০	ঢেনা হাসদা	ফের হাসদা	বড় বালিয়া	৬১			৬৩৩৯/৬৫৫১		১৫ শতক				✓		✓		
১১১	লবঙ্গ সরেন	রগে সরেন	বড় বালিয়া	৬১			৬৩৩৯/৬৫৫১		৬.২৫ শতক				✓		✓		
১১২	বুদিন মার্ডি	মৃত জিলাপি মার্ডি	বড় বালিয়া	৬১			৬৩৯৬		৩.৮৯ এ হতে ৭ শতক				✓	৭ শতক		২৫১৭/০২/০৯/২০০৭	
১১৩	রবিন কিস্কু	মৃত নেপাল কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		১০৬৫/১৬৬০	২২৮৪		৪.১৭ শতক				✓	৪.১৭ শতক		২৪১৭/০৫/০৭/১৫	
১১৪	কবিরাজ কিস্কু	মৃত নেপাল কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		১০৬৫/১৬৬০	২২৮৪		৪.১৭ শতক				✓			২৪১৭/০৫/০৭/১৫	
						১৮৮৯	২২৮৪		৩ শতক				✓	৭.১৭ শতক		৪১১৭/৩০/১০/১৭	
১১৫	মোটাই কিস্কু	মৃত নেপাল কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১			২২৮৪		৪.১৭ শতক				✓			২৪১৭/০৫/০৭/১৫	
						১৮৮৯	২২৮৪/২১৯১		৩ শতক				✓	৭.১৭ শতক		৪১১৭/৩০/১০/১৭	
১১৬	মঙ্গলী সরেন	স্বামী শ্রী কবিরাজ কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		১৮৮৯	২২৮৪/২১৯১		৩ শতক				✓	৭.১৭ শতক		৪১১৭/৩০/১০/১৭	
১১৭	ভারতি সরেন	শ্রী মটাই কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		১৮৮৯	২২৮৪/২১৯১		৩ শতক				✓	৭.১৭ শতক		৪১১৭/৩০/১০/১৭	
১১৮	লুৎরু মুর্মু	মৃত চুড়ু মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১		১১০১	২২৮৬		১০.৫ শ হতে ৫ শতক				✓			৯৯৭/০৬/০৩/১১	
					১১০		২২৮৬		১২.৫০ শতক				✓	১৭.৫০ শতক		৮৯/০২/০১/৯৩	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১১৯	শ্রী জিতু মুর্মু	লুৎরু মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১	১১০		২২৮৬		১.২১ এ হতে ১২.৫০ শ				✓	১২.৫ শতক		৯১/০২/০১/৯৩	
১২০	শ্রী মঙ্গল মুর্মু	লুৎরু মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১	১১০		২২৮৬		১.২১ এ হতে ১২.৫০ শ				✓	১২.৫ শতক		৯৪/০২/০১/৯৩	
১২১	বাবলু মুর্মু	লুৎরু মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১	১১০		২২৮৬		১.২১ এ হতে ১২.৫০ শ				✓	১২.৫ শতক		৯৫/০২/০১/৯৩	
১২২	শ্রী দেওয়ান মুর্মু	জিঠু মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১	১১০		২২৮৬		১.২১ এ হতে ১২.৫০ শ				✓			৯৫/০২/০১/৯৩	
					১১০		২২৮৬		১.২১ এ হতে ১২.৫০ শতক				✓	২৫ শতক		৮৭/০২/০১/৯৩	
১২৩	বাবুরাম মার্ডি	মৃত মঙ্গলু মার্ডি	বড় বালিয়া	৬১	৩০৯		৬০১৪		৫.৫২ এ হতে ৬.২৫ শতক				✓			২১৬০৩/০৬/০৭/৯১	
							৬০১৪	১৫০৪২	২০ শতক				✓	২৬.২৫ শতক	✓		
১২৪	মিঠু কিস্কু	মৃত শুকল কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১	৩০৯		৬০১৪		৫.৫২ এ হতে ৬.২৫ শতক				✓	৬.২৫ শতক		১১৬০৮/০৬/০৭/৯১	
১২৫	ইস্কো মার্ডি	মৃত মঙ্গলু মার্ডি	বড় বালিয়া	৬১		১৫২১	৬০২৫	১৫০২০	১৬ শতক		✓				✓		
						১৫২১	৬০২৫	১৫০২১	১৭ শতক		✓				✓		
						৪১২২৩/২৯৭	৬০১৫	১৫০৪২	১৬.৫ শতক				✓	৪৯.৫০ শতক	✓		
১২৬	পারগন মার্ডি	মৃত মঙ্গলু মার্ডি	বড় বালিয়া	৬১		৪১২২৩/২৯৭	৬০১৫	১৫০৪২	১৬.৫ শতক				✓	১৬.৫০ শতক	✓		
১২৭	মটাই কিস্কু	মৃত পাগল কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১			৬০১৩/৬০১২				✓					২০৬০৬/২০/০৯/৯৯	
							৬০১৭/৬০১৯				✓						
							৬০২০/৬০২১				✓						
							৬০২২/৬০২৩				✓						
							৬০২৪		৭.৫০ শতক		✓						
					৪৬		৬০১৫		২.৬২ এ হতে ১৭ শতক		✓					৭১৪/১৫/০২/৬২	
						১০৮৫	৬০১৪	১৫০৪২	৩.০০ এক হতে ৫০ শতক				✓		✓		
						১০৮৫	৬০১৫	১৫০৪৪	১.৯০ এ হতে ৭৭ শতক		✓			১.৫১৫ একর	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১২৮	নরেন কিস্কু	মৃত পাগল কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১			৬০১৩/৬০১২				✓					২০৬০৬/২০/০৯/৯৯	
							৬০১৭/৬০১৯				✓						
							৬০২০/৬০২১				✓						
							৬০২২/৬০২৩				✓						
							৬০২৪		৭.৫০ শতক		✓						
					৪৬		৬০১৫		২.৬২ এ হতে ১৭ শতক		✓					৭১৪/১৫/০২/৬২	
						১০৮৫	৬০১৪	১৫০৪২	৩.০০ এক হতে ৫০ শতক				✓		✓		
						১০৮৫	৬০১৫	১৫০৪৪	১.৯০ এ হতে ৭৭ শতক		✓			১.৫১৫ একর	✓		
					৩৮		৬০১৩/৬০১২				✓						
							৬০১৭/৬০১৯				✓						
							৬০২০/৬০২১		৩.১৮ এ হতে ১৫ শতক		✓						
							৬০২২/৬০২৩				✓						
							৬০২৪				✓			১৫ শতক		২০৬০৫/২০/০৯/৯৯	
১২৯	ভবেশ মুর্মু	মৃত সোবান মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১		২২১	১৩১৪	১৫৫৪	৪ শ হতে ১.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৩২১	১৬০৮	৫ শ হতে ১.৬৬ শতক				✓		✓		
							১৩২০	১৬০৯	২০ শ হতে ৬.৬৬ শতক		✓				✓		
							৭৫৪	১৬৬৪	১৩ শ হতে ৪.৩৩ শতক				✓		✓		
							৭৫০	১৫৬৯	৪০ শ হতে ১৩.৩৩ শতক		✓				✓		
							৭৫৭	১৪৯৮	১৪ শ হতে ৪.৬৬ শতক		✓			৩১.৯৭ শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৩০	রমেশ মুর্মু	মৃত সোবান মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১		২২১	১৩১৪	১৫৫৪	৪ শ হতে ১.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৩২১	১৬০৮	৫ শ হতে ১.৬৬ শতক				✓		✓		
							১৩২০	১৬০৯	২০ শ হতে ৬.৬৬ শতক		✓				✓		
							৭৫৪	১৬৬৪	১৩ শ হতে ৪.৩৩ শতক				✓		✓		
							৭৫০	১৫৬৯	৪০ শ হতে ১৩.৩৩ শতক		✓				✓		
							৭৫৭	১৪৯৮	১৪ শ হতে ৪.৬৬ শতক		✓			৩১.৯৭ শতক	✓		
১৩১	বাদল মুর্মু	মৃত সোবান মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১		২২১	১৩১৪	১৫৫৪	৪ শ হতে ১.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৩২১	১৬০৮	৫ শ হতে ১.৬৬ শতক				✓		✓		
							১৩২০	১৬০৯	২০ শ হতে ৬.৬৬ শতক		✓				✓		
							৭৫৪	১৬৬৪	১৩ শ হতে ৪.৩৩ শতক				✓		✓		
							৭৫০	১৫৬৯	৪০ শ হতে ১৩.৩৩ শতক		✓				✓		
							৭৫৭	১৪৯৮	১৪ শ হতে ৪.৬৬ শতক		✓			৩১.৯৭ শতক	✓		
১৩২	ভুট্টু মুর্মু	বাজাল মুমু	বড় বালিয়া	৬১		৩১৯	১৩৫১	১৬৩২/১৭০০	৬৬হতে১০শতক				✓	১০শতক		৩২৩৮/৩০/৯/১৮	
১৩৩	বাজাল মুর্মু	মৃঃ জটু মাঝি	বড় বালিয়া	৬১		৩৫৬	১৩৫১	১৬৩২/১৭০০	৬৬হতে৪৮.৫ শতক				✓	৪৮.৫শতক		৩২৩৮/৩০/৯/১৯	
১৩৪	বিশু মুর্মু	মৃঃটুইলা মুমু	বড় বালিয়া	৬১		২২৪	১৩১৪	১৫৫৪	৫শহতে১.২৫ শতক		✓				✓		
							১৩১৮	১৫৫৮/১৬৯৯	১৪ শ হতে ৩.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩২১	১৬০৮	৫ শ হতে ১.২৫ শতক				✓		✓		
							১২২০	১৬০৯	১৯ শ হতে ৪.৭৫ শতক		✓				✓		
							৭৫৪	১৫৬১	১২ শত হতে ৩ শতক		✓				✓		
							৭৫০	১৫৭০	৩০ শ হতে ৭.৫০ শতক		✓				✓		
							৭৫০	১৫৬৯	১০ শ হতে ২.৫০ শতক				✓		✓		
							৭৫৭	১৪৯৬	১৪ শ হতে ৩.৫০ শতক		✓				✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
						খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৩৫	সুপল মুর্মু	মৃংটুইলা মুমু	বড় বালিয়া	৬১		২২৪	১৩১৪	১৫৫৪	৫শহতে১.২৫ শতক		✓				✓		
							১৩১৮	১৫৫৮/১ ৬৯৯	১৪ শ হতে ৩.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩২১	১৬০৮	৫ শ হতে ১.২৫ শতক				✓		✓		
							১২২০	১৬০৯	১৯ শ হতে ৪.৭৫ শতক		✓				✓		
							৭৫৪	১৫৬১	১২ শত হতে ৩ শতক		✓				✓		
							৭৫০	১৫৭০	৩০ শ হতে ৭.৫০ শতক		✓				✓		
							৭৫০	১৫৬৯	১০ শ হতে ২.৫০ শতক				✓		✓		
							৭৫৭	১৪৯৬	১৪ শ হতে ৩.৫০ শতক		✓				✓		
১৩৬	বিষ্ঠু মুর্মু	ধুমা মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১	৫৫১		৭৪৯		৩৪ শ হতে ১১.৫০ শতক				✓			২৪৮২/২৭/০৭/২০০৮	
১৩৭	চম্পা টুডু	সাবা টুডু	বড় বালিয়া	৬১		১৯৪৫	৬১০		৪৮ শতক		✓						
							১২৮৩		৩২ শতক		✓						
							১২৮৯		২৫ শতক		✓						
							৬১৮		২৪ শতক		✓						
							৬৩৭		৬ শতক		✓						
							৬১১		২৩ শতক		✓						
							৬১৯		১৭.৫০ শতক		✓						
							৭৪৭		৩০ শতক		✓						
							৭৪৮		১২ শতক		✓						
							১২৯৫		২৬ শতক		✓						
							৪০৮৮		৩০ শ হতে ৫.৫০ শতক		✓						
							৪০৮৯		২১ শ ৫.২৫ শতক				✓				
							৪০৯৭		৩৬ শ হতে ৯ শতক		✓			৫৫.২৫ শতক			

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৩৮	টেপরু টুডু	ভাদু টুডু	বড় বালিয়া	৬১	২২৫		৬০৮		৫০ শ হতে ১৩ শতক		✓					৯৪৪৫/০৪/০৭/৯৫	
							৬২২		৬.২০ এ হতে ১৫ শতক		✓				✓		
							৭৪৭		৪১ শতক		✓				✓		
					৩৭৬		৭৪৮		১৫ শতক		✓			৮৪ শতক	✓		
১৩৯	সুকলা সরেন	মৃত গনেশ সরেন	বড় বালিয়া	৬১		৩৯৪	১৩৫২	১৬২৪	৬৮ শতক						✓		
							১৩৫১	১৬৩২/১৭০০	৫৪ শতক						✓		
							১৩৫৫	১৬২৫	৩৮ শতক					১৬০ শতক	✓		
১৪০	ডলি কিস্কু	মৃত ছোট কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		২৪৬	১২৭৫	১৫০০	৯ শতক		✓				✓		
							১২৯৬/১২৯৭	১৫১০	১২ শতক		✓				✓		
							১২৯৭	১৫৪১	৪ শতক		✓				✓		
							৭৫১	১৫৭১	১৫ শতক				✓		✓		
							৬২১	১৫৭৫	৩ শতক		✓				✓		
							৬২১	১৫৭৮	১২ শতক		✓				✓		
							৬২১	১৫৭৯	৫ শতক		✓			৬০ শতক	✓		
১৪১	শুকড়া মুর্মু	বরকু মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১			৬২০		৯৭ শতক		✓				✓		
			”				১৩৩৬		১৪ শতক		✓				✓		
			”				১৩০৭		১৪৯ শতক		✓				✓		
			”				১৩০৮		২৯ শতক		✓				✓		
			”				৭৫০		৬৬ শতক		✓				✓		
			”				১৩১৩		২৭ শতক		✓				✓		
			”				১৩১৬		৩৪ শতক				✓	৪.১৬ একর	✓		

ক্রঃ নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৪২	চন্ডু মুর্মু	মৃত জগেন মুর্মু	মোজাবর্নি	৫৯	১০৮		৭০৭২		১.০৮ এ হতে ৮ শ ত:১.৬০ শ		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিফাপুর	১৬৪				৯	১.৫৬ এ হতে ৭.৫০ ত: ১.৫০ শতক		✓				✓	৩৭৮২/১২/০৬/৯১	
			খলিফাপুর	১৬৪	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ৭৮ শতক ত: ১৫.৬ শতক		✓				✓	৩৭৮০/১২/০৬/৯১	
			খলিফাপুর	১৬৪	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ১৫ শতক ত: ৩ শতক		✓				✓	৩৭৮১/১২/০৫/৯১	
			মোজাবর্নি	৫৯	৩২৮		৭১১৯										
							৭১১৪		৩.৩৯ এ হতে ৩২ শতক ত: ৩.২০ শতক		✓				✓		
							৭১১০				✓						
							৭০৭৮				✓					২৫৬১/২০/০৫/২০০১	
					৩২৮		৭০৭৮/৭১১৪		৩.১৪ এ		✓					২৪৫৮/১১/০৫/২০০২	
							৭০৭৯/৭০৪৩		২৫ শতক		✓					২৪৫৮/১১/০৫/২০০২	
							৭০৪৪/৭০৮৪										
							৭১২৩/৭০৭৪										
							৭১১৮/৭১২৩										
							৭১২৫		৩.৬ এ হতে ৫৫ শতক		✓					৩২৬৮/২১/০৬/৯৮	
১৪৩	সমারু মুর্মু	মৃত জগেন মুর্মু	মোজাবর্নি	৫৯	১০৮		৭০৭২		১.০৮ এ হতে ৮ শ ত:১.৬০ শ		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিফাপুর	১৬৪				৯	১.৫৬ এ হতে ৭.৫০ ত: ১.৫০ শতক		✓				✓	৩৭৮২/১২/০৬/৯১	
			খলিফাপুর	১৬৪	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ৭৮ শতক ত: ১৫.৬ শতক		✓				✓	৩৭৮০/১২/০৬/৯১	
			খলিফাপুর	১৬৪	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ১৫ শতক ত: ৩ শতক		✓				✓	৩৭৮১/১২/০৫/৯১	
			মোজাবর্নি	৫৯	৩২৮		৭১১৯										
							৭১১৪		৩.৩৯ এ হতে ৩২ শতক ত: ৩.২০ শতক		✓				✓		
							৭১১০				✓						
							৭০৭৮				✓					২৫৬১/২০/০৫/২০০১	
					৩২৮		৭০৭৮/৭১১৪		৩.১৪ এ		✓					২৪৫৮/১১/০৫/২০০২	
							৭০৭৯/৭০৪৩		২৫ শতক		✓					২৪৫৮/১১/০৫/২০০২	
							৭০৪৪/৭০৮৪										
							৭১২৩/৭০৭৪										
							৭১১৮/৭১২৩										
							৭১২৫		৩.৬ এ হতে ৫৫ শতক		✓					৩২৬৮/২১/০৬/৯৮	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৪৪	জব্বার মুর্মু	মৃত জগেন মুর্মু	মোজাবর্নি	৫৯	১০৮		৭০৭২		১.০৮ এ হতে ৮ শ ত:১.৬০ শ		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিফাপুর	১৬৪				৯	১.৫৬ এ হতে ৭.৫০ ত: ১.৫০ শতক		✓				✓	৩৭৮২/১২/০৬/৯১	
			খলিফাপুর	১৬৪	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ৭৮ শতক ত: ১৫.৬ শতক		✓				✓	৩৭৮০/১২/০৬/৯১	
			খলিফাপুর	১৬৪	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ১৫ শতক ত: ৩ শতক		✓				✓	৩৭৮১/১২/০৫/৯১	
			মোজাবর্নি	৫৯	৩২৮		৭১১৯										
							৭১১৪		৩.৩৯ এ হতে ৩২ শতক ত: ৩.২০ শতক		✓				✓		
							৭১১০				✓						
							৭০৭৮				✓					২৫৬১/২০/০৫/২০০১	
					৩২৮		৭০৭৮/৭১১৪		৩.১৪ এ		✓					২৪৫৮/১১/০৫/২০০২	
							৭০৭৯/৭০৪৩		২৫ শতক		✓					২৪৫৮/১১/০৫/২০০২	
							৭০৪৪/৭০৮৪										
							৭১২৩/৭০৭৪										
							৭১১৮/৭১২৩										
							৭১২৫		৩.৬ এ হতে ৫৫ শতক		✓					৩২৬৮/২১/০৬/৯৮	
১৪৫	কাজল মুর্মু	মৃত জগেন মুর্মু	মোজাবর্নি	৫৯	১০৮		৭০৭২		১.০৮ এ হতে ৮ শ ত:১.৬০ শ		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিফাপুর	১৬৪				৯	১.৫৬ এ হতে ৭.৫০ ত: ১.৫০ শতক		✓				✓	৩৭৮২/১২/০৬/৯১	
			খলিফাপুর	১৬৪	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ৭৮ শতক ত: ১৫.৬ শতক		✓				✓	৩৭৮০/১২/০৬/৯১	
			খলিফাপুর	১৬৪	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ১৫ শতক ত: ৩ শতক		✓				✓	৩৭৮১/১২/০৫/৯১	
			মোজাবর্নি	৫৯	৩২৮		৭১১৯										
							৭১১৪		৩.৩৯ এ হতে ৩২ শতক ত: ৩.২০ শতক		✓				✓		
							৭১১০				✓						
							৭০৭৮				✓					২৫৬১/২০/০৫/২০০১	
					৩২৮		৭০৭৮/৭১১৪		৩.১৪ এ		✓					২৪৫৮/১১/০৫/২০০২	
							৭০৭৯/৭০৪৩		২৫ শতক		✓					২৪৫৮/১১/০৫/২০০২	
							৭০৪৪/৭০৮৪				✓						
							৭১২৩/৭০৭৪				✓						
							৭১১৮/৭১২৩				✓						
							৭১২৫		৩.৬ এ হতে ৫৫ শতক		✓					৩২৬৮/২১/০৬/৯৮	

ক্রঃ নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৪৬	শনি মুর্মু	মৃত শ্রী সরকার মুর্মু	খলিসাকুড়ি	৬০	২৯৭		৩৪৮০		৪৭ এ হতে ২৩.৫ ত: ৭.৮৩ শতক		✓					২৩৬৭/১৩/০৫/২০০১	
					৩২		৩৩৮৯		২৩ শ হতে ৪.৭০ শতক		✓					১০৮৮/০৮/০২/১৯৯৫	
					২৮৭		৭০৭৪/৭০৮৪		৭.৫০ হতে ২.৫ শতক		✓					২৭৭০/১৩/০৬/১৯৯৯	
							৭১১৮/৭১২৩				✓						
			মোজাবুর্নি	৫৯	১০৮		৭০৭২		১.০৮ এ হতে ৮ ত:০.৫৩ শতক		✓					৩৩৩৯২/০৬/০৫/১৯৯০	বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিসাকুড়ি	৬০	৬১৯			৯	১.০৬ এ হতে ৭.৫ ত:০.৫০ শতক		✓					৩৭৮২/১২/০৬/৯১	
			খলিসাকুড়ি	৬০	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ৭৮ শ ত:৫.২০ শতক		✓					৩৭৮০/১২/০৬/১৯৯১	
			খলিসাকুড়ি	৬০	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ১৫ শ ত: ০১ শতক		✓					৩৭৮১/১২/০৬/১৯৯১	
			মোজাবুর্নি	৫৯	৩২৮		৭১১৯/৭১১৪				✓						
							৭১১০/৭০৭৮		৩.৩৯ এ হতে ৩২ ত: ১.০৬ শ		✓				✓		
							৭৪৪৪/৭০৮৪				✓						
							৭১২৩/৭০৭৪				✓						
							৭১১৮/৭১২৩				✓						
							৭১২৫		১.৮৩ শতক				✓	৯২ শতক			
১৪৭	শুকুমনি মুর্মু	মৃত শ্রী সরকার মুর্মু	খলিসাকুড়ি	৬০	২৯৭		৩৪৮০		৪৭ এ হতে ২৩.৫ ত: ৭.৮৩ শতক		✓					২৩৬৭/১৩/০৫/২০০১	
					৩২		৩৩৮৯		২৩ শ হতে ৪.৭০ শতক		✓					১০৮৮/০৮/০২/১৯৯৫	
					২৮৭		৭০৭৪/৭০৮৪		৭.৫০ হতে ২.৫ শতক		✓					২৭৭০/১৩/০৬/১৯৯৯	
							৭১১৮/৭১২৩				✓						
			মোজাবুর্নি	৫৯	১০৮		৭০৭২		১.০৮ এ হতে ৮ ত:০.৫৩ শতক		✓					৩৩৩৯২/০৬/০৫/১৯৯০	বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিসাকুড়ি	৬০	৬১৯			৯	১.০৬ এ হতে ৭.৫ ত:০.৫০ শতক		✓					৩৭৮২/১২/০৬/৯১	
			খলিসাকুড়ি	৬০	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ৭৮ শ ত:৫.২০ শতক		✓					৩৭৮০/১২/০৬/১৯৯১	
			খলিসাকুড়ি	৬০	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ১৫ শ ত: ০১ শতক		✓					৩৭৮১/১২/০৬/১৯৯১	
			মোজাবুর্নি	৫৯	৩২৮		৭১১৯/৭১১৪				✓						
							৭১১০/৭০৭৮		৩.৩৯ এ হতে ৩২ ত: ১.০৬ শ		✓				✓		
							৭৪৪৪/৭০৮৪				✓						
							৭১২৩/৭০৭৪				✓						
							৭১১৮/৭১২৩				✓						
							৭১২৫		১.৮৩ শতক				✓	৯২ শতক			

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৪৮	লাল মুর্মু	মৃত শ্রী সরকার মুর্মু	খলিসাকুড়ি	৬০	২৯৭		৩৪৮০		৪৭ এ হতে ২৩.৫ তঃ ৭.৮৩ শতক		✓					২৩৬৭/১৩/০৫/২০০১	
					৩২		৩৩৮৯		২৩ শ হতে ৪.৭০ শতক		✓					১০৮৮/০৮/০২/১৯৯৫	
					২৮৭		৭০৭৪/৭ ০৮৪		৭.৫০ হতে ২.৫ শতক		✓					২৭৭০/১৩/০৬/১৯৯৯	
							৭১১৮/৭ ১২৩				✓						
			মোজাবুর্নি	৫৯	১০৮		৭০৭২		১.০৮ এ হতে ৮ তঃ০.৫৩ শতক		✓					৩৩৩৯২/০৬/০৫/১৯৯০	বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিসাকুড়ি	৬০	৬১৯			৯	১.০৬ এ হতে ৭.৫ তঃ০.৫০ শতক		✓					৩৭৮২/১২/০৬/৯১	
			খলিসাকুড়ি	৬০	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ৭৮ শ তঃ৫.২০ শতক		✓					৩৭৮০/১২/০৬/১৯৯১	
			খলিসাকুড়ি	৬০	৬১৯			৯	১.৫৬ এ হতে ১৫ শ তঃ ০১ শতক		✓					৩৭৮১/১২/০৬/১৯৯১	
			মোজাবুর্নি	৫৯	৩২৮		৭১১৯/৭ ১১৪				✓						
							৭১১০/৭ ০৭৮		৩.৩৯ এ হতে ৩২ তঃ ১.০৬ শ		✓				✓		
							৭৪৪৪/৭ ০৮৪				✓						
							৭১২৩/৭ ০৭৪				✓						
							৭১১৮/৭ ১২৩				✓						
							৭১২৫		১.৮৩ শতক				✓	৯২ শতক			
১৪৯	ভূষণ বেররা	মৃত সুবাই বেসরা	মোজাবর্নি	৫৯			১৭৭৫		১৫ শ হতে ৭.৫০ তঃ		✓					৩৮৩৪/২৯/০৯/১৪	
							৩৩৭৯		৪৭ শতক হতে ২৩.৫০ শতক		✓					১৩২/১৪/০/২০০৭	
							৭০৭৫/৭ ০৪৩										
							৭০৭৮		২.২১ এ হতে ৭.৫০ শতক		✓			৩৪.৭৫ শতক		২৩৮৯/১৩/০৫/২০১৯	
১৫০	নার্গিস সরেন	ভূষণ বেসরা	খলিসাকুড়ি	৬০			৩৪৩৮		১৫ শ হতে ৭.৫০ তঃ ৩.৭৫ শতক		✓					৩৮৩৪/২৯০৯/২০০১৪	
১৫১	বাতরা কিস্কুক	মৃত মানু কিস্কু	খলিসাকুড়ি	৬০	৬৯		৩৪৩৮		৬৭ শ হতে ২০ তঃ ৬.৬৬ শতক				✓				
							৩৪৪৪		৪২ শ হতে ৭.৫ তঃ মনে ১.৮৭ শতক				✓	৮.৫৩ শতক		৪৫৩৩/১৪/০৯/২০০২	
১৫২	শ্রী বাপই কিস্কু	মৃত বাওরা কিস্কু	খলিসাকুড়ি	৬০	৬৯		৩৪৩৮		৬৭ শ হতে ২০ তঃ ৬.৬৬ শতক				✓				
							৩৪৪৪		৪২ শ হতে ৭.৫ তঃ মনে ১.৮৭ শতক				✓	৮.৫৩ শতক		৪৫৩৩/১৪/০৯/২০০২	দখল ১ দাগে
১৫৩	শ্রী সিরু কিস্কু	মৃত মানু কিস্কু	খলিসাকুড়ি	৬০	৬৯		৩৪৩৮		৬৭ শ হতে ২০ শতক তঃ ৬.৬৬ শতক				✓				
							৩৪৪৪		৪২ শতক হতে ৭.৫০হতে ১.৮৭ শতক				✓	৮.৫৩ শতক		৪৫৩৩/১৪/০৯/২০২০	
১৫৪	মোহন কিস্কু	মানু কিস্কু	মোজাবর্ণি	৫৯			৭১৭৮		১৫ শতক				✓		✓		
১৫৫	শনিরাম কিস্কু	মৃত মোহন কিস্কু	মোজাবর্ণি	৫৯			৭১৫০		৬ শতক				✓		✓		
১৫৬	লারমা লাকড়া	মৃত জুয়েল লাকড়া	ভাতগাঁও	৩৮		৫৯৭	৩৮৫৩	৬৩৩৭	৭৬ শতক		✓			৭৬ শতক			বন্দবস্ত মূলে

ক্রঃ নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৫৭	আগাষ্টিন মিঙ্গ	মৃত সাউলুস মিঙ্গ	ভাতগাঁও	৩৮		১৫	৩৮৭৯	৬৩৬৮	৭৫ শতক		✓		✓		✓		
							৩৮৪৮	৬৩৩৩	১৫ শতক				✓		✓		
							৩৮৪৭	৬৩৩২	১০ শতক		✓			১ একর	✓		
১৫৮	ইস্টফেল মিঙ্গ	মৃত সাউলুস মিঙ্গ	ভাতগাঁও	৩৮		১৫	৩৮৭৯	৬৩৬৮	৭৫ শতক		✓		✓		✓		
							৩৮৪৮	৬৩৩৩	১৫ শতক				✓		✓		
							৩৮৪৭	৬৩৩২	১০ শতক		✓			১ একর	✓		
১৫৯	ইলিয়াস তিগ্যা	মৃত জয়াকিন তিগ্যা	ভাতগাঁও	৩৮		১২৫৮	৩৮৭৯	৬৩৬৮	২৫ শতক		✓			২৫ শতক			বন্দবস্ত মূলে
১৬০	প্রিনা খাকা	ইলিয়াস তিগ্যা	ভাতগাঁও	৩৮		১২৫৮	৩৮৭৯	৬৩৬৮	২৫ শতক		✓			২৫ শতক			বন্দবস্ত মূলে
১৬১	কেরোবিন লাকড়া	মৃত জুয়েল লাকড়া	ভাতগাঁও	৩৮		৯২০	৩৮৫৩		৪৪ শতক		✓					১৮৭/১৬/০১/২০০৬	
						৯৮৭	৩৮৫৩		৮.৫ শতক		✓			৫২.৫ শতক		১৭৭/১৬/০১/২০০৬	
১৬২	পাথরাজ তিগ্যা	মৃত জয়াকিম তিগ্যা	ভাতগাঁও	৩৮		১২৫৭	৩৮৭৯	৬৩৭৯	২০ শতক				✓	২০ শতক			বন্দবস্ত মূলে
১৬৩	লাজারুস মিঙ্গ	মৃত সিবল মিঙ্গ	ভাতগাঁও	৩৮		৬৭৭	৩৮৭৯	৬৩৬৮	১৮ শতক				✓				বন্দবস্ত মূলে
							৩৮৭৯		১.৩২ একর		✓			১.৫০ একর			বন্দবস্ত মূলে
১৬৪	আলদো মিঙ্গ	মৃত সাউলুস মিঙ্গ	ভাতগাঁও	৩৮		১১০	৩৮৭৯	৬৩৬৮	১.৫০ একর				✓				বন্দবস্ত মূলে
১৬৫	শালপাথর মিঙ্গ	মৃত সাউলুস মিঙ্গ	ভাতগাঁও	৩৮			৩৮৭৯		৬০ শতক				✓				বন্দবস্ত মূলে
							৩৮৭৯		৬০ শতক		✓			১.২০ একর			বন্দবস্ত মূলে
১৬৬	আলেকজান্ডার	মৃত আন্দ্রিয়াজ বারু	ভাতগাঁও	৩৮			৩৮৭৯		১০ শতক				✓	১০ শতক			বন্দবস্ত মূলে
১৬৭	লাণ্টু টুডু	মৃত হপন টুডু	খলিসাকুড়ি	৬০	৩৭৭		৪১১২		১১ শতক		✓					১১৭৯২/০৩/০৪/১৯৯৩	
							৪১১৬		২৪ শতক		✓				✓		
					৪৬৪		৬১৪	৬৫৭	১০ শতক				✓		✓		
					৪৬৪	২২৯	৬১২	৬৬৫	৩৭ শতক		✓				✓		
					৪৬৪		৬০৮	৬৫১	২২ শতক		✓			৯৭ শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৬৮	রাজেন হাসদা	মৃত জুপেন হাসদা	বড় বালিয়া	৬১		৯৪৫	১৩৪৩		৩৬ শ হতে ৭.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৯৩		১৮ শতক		✓				✓		
							৬১৬		২৩.২০ শতক		✓				✓		
							৬১৬/১৪৩৮		১.৪০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৬		১.২০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৭		১.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৮৮		১.৬০ শতক		✓			৫৩.৮৩ শতক	✓		
১৬৯	বড় হাসদা	মৃত জুপেন হাসদা	বড় বালিয়া	৬১		৯৪৫	১৩৪৩		৩৬ শ হতে ৭.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৯৩		১৮ শতক		✓				✓		
							৬১৬		২৩.২০ শতক		✓				✓		
							৬১৬/১৪৩৮		১.৪০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৬		১.২০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৭		১.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৮৮		১.৬০ শতক		✓			৫৩.৮৩ শতক	✓		
					৩৭১		৪১৩০/১৩৬৩		৯৩. শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
১৭০	কান্তি রাম হাসদা	মৃত জুপেন হাসদা	বড় বালিয়া	৬১		৯৪৫	১৩৪৩		৩৬ শ হতে ৭.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৯৩		১৮ শতক		✓				✓		
							৬১৬		২৩.২০ শতক		✓				✓		
							৬১৬/১৪৩৮		১.৪০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৬		১.২০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৭		১.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৮৮		১.৬০ শতক		✓			৫৩.৮৩ শতক	✓		
					৩৭১		৪১৩০/১৩৬৩		৯৩. শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৭১	রুবলাল হাসদা	মৃত জুপেন হাসদা	বড় বালিয়া	৬১		৯৪৫	১৩৪৩		৩৬ শ হতে ৭.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৯৩		১৮ শতক		✓				✓		
							৬১৬		২৩.২০ শতক		✓				✓		
							৬১৬/১৪৩৮		১.৪০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৬		১.২০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৭		১.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৮৮		১.৬০ শতক		✓			৫৩.৮৩ শতক	✓		
					৩৭১		৪১৩০/১৩৬৩		৯৩. শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
১৭২	রামলাল হাসদা	মৃত জুপেন হাসদা	বড় বালিয়া	৬১		৯৪৫	১৩৪৩		৩৬ শ হতে ৭.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৯৩		১৮ শতক		✓				✓		
							৬১৬		২৩.২০ শতক		✓				✓		
							৬১৬/১৪৩৮		১.৪০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৬		১.২০ শতক		✓		✓		✓		
							৬১২/১৩৮৭		১.২০ শতক		✓				✓		
							৬১২/১৩৮৮		১.৬০ শতক		✓			৫৩.৮৩ শতক	✓		
					৩৭১		৪১৩০/১৩৬৩		৯৩. শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
১৭৩	হপন টুডু	লাংটু টুডু	বড় বালিয়া	৬১	১৭৯		৬০৮		৫০ শতক		✓					২৭৮২৩/১৯/১২/১৯৯৪	
							৬০৯		৭ শতক	৮২ হতে ৩৭.৫০ শতক	✓						
							৬২২		১৯ শতক		✓						
							৬০৮/১৪০৮		৬ শতক		✓						

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৭৪	রবেন মুর্মু	মৃত বরকায়িয়	বড় বালিয়া	৬১	২৯০		১৩৪৪		১.১১ এ হতে ৩৭ শ ত: ১৬.৫ শতক		✓					৩২৭৮/২৮/০২/১৯৭৮	
১৭৫	রবেন মাঝি	মৃত বরকায়িয়	বড় বালিয়া	৬১	৩৫৮		১৩০৬		৯৯ শতক		✓				✓		
১৭৬	সৌরভ সরেন	মৃত মঙ্গল সরেন	বড় বালিয়া	৬১			১৩০৯/১৩১৩	১৫৩৭	১৪ শতক		✓				✓		
							১৩০৯/১৩১০	১৫৩৮	৬০ শ হতে ২০ শতক		✓				✓		
							১৩১৭	১৫৫৭	৫.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৩১০	১৫৫৮	১৬ শ হতে ৫.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৩১৫	১৫৫৫	১১ শ হতে ৩.৬৭ শতক		✓				✓		
							১৩২৫	১৬০৫	১.০১ হতে ৩৩.৬৬ শতক		✓				✓		
							১৩২৩	১৬০৬	১২ শ হতে ৪ শতক		✓				✓		
							১৩৪২	১৫৯৩	১.০১ হতে ৪৩ শতক		✓				✓		
						৮৮৮	১৩১২	১৫৪৮	৩০ শ হতে ১০ শতক		✓				✓		
							১৩১২	১৫৪৯	১৪ শ হতে ৪.৬৬ শতক		✓				✓		
							১৩১৯	১৫৫০	৭২ শ হতে ২৪ শতক				✓	১৬৮ শতক	✓		
১৭৭	বাবুল সরেন	মৃত মঙ্গল সরেন	বড় বালিয়া	৬১			১৩০৯/১৩১৩	১৫৩৭	১৪ শতক		✓				✓		
							১৩০৯/১৩১০	১৫৩৮	৬০ শ হতে ২০ শতক		✓				✓		
							১৩১৭	১৫৫৭	৫.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৩১০	১৫৫৮	১৬ শ হতে ৫.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৩১৫	১৫৫৫	১১ শ হতে ৩.৬৭ শতক		✓				✓		
							১৩২৫	১৬০৫	১.০১ হতে ৩৩.৬৬ শতক		✓				✓		
							১৩২৩	১৬০৬	১২ শ হতে ৪ শতক		✓				✓		
							১৩৪২	১৫৯৩	১.০১ হতে ৪৩ শতক		✓				✓		
						৮৮৮	১৩১২	১৫৪৮	৩০ শ হতে ১০ শতক		✓				✓		
							১৩১২	১৫৪৯	১৪ শ হতে ৪.৬৬ শতক		✓				✓		
							১৩১৯	১৫৫০	৭২ শ হতে ২৪ শতক				✓	১৬৮ শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্বানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৭৮	গুলু সরেন	মৃত মঙ্গল সরেন	বড় বালিয়া	৬১			১৩০৯/১ ৩১৩	১৫৩৭	১৪ শতক		✓				✓		
							১৩০৯/১ ৩১০	১৫৩৮	৬০ শ হতে ২০ শতক		✓				✓		
							১৩১৭	১৫৫৭	৫.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৩১০	১৫৫৮	১৬ শ হতে ৫.৩৩ শতক		✓				✓		
							১৩১৫	১৫৫৫	১১ শ হতে ৩.৬৭ শতক		✓				✓		
							১৩২৫	১৬০৫	১.০১ হতে ৩৩.৬৬ শতক		✓				✓		
							১৩২৩	১৬০৬	১২ শ হতে ৪ শতক		✓				✓		
							১৩৪২	১৫৯৩	১.০১ হতে ৪৩ শতক		✓				✓		
						৮৮৮	১৩১২	১৫৪৮	৩০ শ হতে ১০ শতক		✓				✓		
							১৩১২	১৫৪৯	১৪ শ হতে ৪.৬৬ শতক		✓				✓		
							১৩১৯	১৫৫০	৭২ শ হতে ২৪ শতক				✓	১৬৮ শতক	✓		
১৭৯	ধুমা মুর্মু	লপন মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১		৫৬৯	১৪১৭		৯৯ শতক হতে ১৭ শতক		✓				✓		
						৬৫০	১৩১৫	১৫৫৫	২ শ হতে ১.৬০ শতক		✓				✓		
							১৩১০	১৫৬২	১৩ শ হতে ১০.৪০ শতক		✓				✓		
							১৩২১	১৬০৮	২ শ হতে ১.৬০ শতক		✓		✓		✓		
							১৩২০	১৬০৯	১০ শ হতে ৮ শতক		✓				✓		
							৭৫০	১৫৬৯	২০ শ হতে ১৬ শতক		✓				✓		
							৭৫৭	১৫৯৭	৭ শ হতে ৫.৬০ শতক		✓				✓		
							১২৯৬/১ ২৯৭	১৫০৮	১২ শ হতে ৯.৬০		✓				✓		
							১২৯৬	১৫০৯	১০ শ হতে ৮ শতক		✓				✓		
							১২৯৬	১৫১৫	৯ শ হতে ৭.২০শতক		✓				✓		
							১২৯৭	১৫৩৯	১৫ শতক হতে ১১.২০ শতক		✓				✓		
							১২৯৭	১৫৫২	১০ শ হতে ৮ শতক		✓			১০৪.২০ শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৮০	মহন মুর্মু	ধুমা মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১			১৩১৪	১৫৫৪	২ শ হতে ০.১০ শতক		✓				✓		
							১৩১৮	১৫৫২	১৩ শ হতে ০.৬৫ শতক		✓				✓		
							১৩২১	১৬০৮	২ শ হতে ০.১০ শতক		✓				✓		
							১৩২০	১৬০৯	১০ শ হতে ০.৫০ শতক		✓				✓		
							৭৫০	১৫৬৯	২০ শ হতে ১ শতক		✓				✓		
							৭৫৭	১৪৯৭	০৭ শ হতে ০.৩৫ শতক		✓				✓		
							১২৯৬/১২৯৭	১৫০৮	১২ শ হতে ০.৬০ শতক		✓				✓		
							১২৯৬	১৫০৯	১০ শ হতে ০.৫০ শতক		✓				✓		
							১২৯৬	১৫১৫	০৯ শ হতে ০.৫০ শতক		✓				✓		
							১২৯৭	১৫৩৯	১৪ শ হতে ০.৭০ শতক		✓				✓		
							১২৯৭	১৫৪২	১০ শ হতে ০.৫০ শতক		✓			৫.৪১ শতক	✓		
১৮১	শুকুরু মুর্মু	বরকু মুমু	খলিসাকুড়ি	৬০	২৪		৪১৩৯/৪৩৩১		৮-১৯ এ হতে ৬৩ শতক		✓					রেকড সূত্রে	
							৪১৩৬/৪৩২৬		৭.০৩একর		✓						বেদখল
			বড় বালিয়া	৬১	৪১২		৬২০/১৩৩৬		৯৭ শ হতে ১৪ শতক				✓				
					৬০৬		১৩০৭		১৪৯ শতক		✓						
							১৩০৮		২৯ শতক		✓						
							৭৫২		৬৬ শতক		✓						
							১৩১৩		২৭ শতক		✓						
							১৩১৬		৩৪ শতক		✓						
							১৩২২		৫০ শতক		✓						
							৭৬৫		৪৪ শতক		✓			৪.১৩ শতক			
১৮২	মনজুলী মুর্মু	মৃত হপা মাঝি	খলিসাকুড়ি	৬০			৪০৮৮		৩০ শ হতে ৭.৫ শতক		✓						
							৪০৮৯		২১ শ ৫.২৫ শতক		✓						
							৪০৯৭		৩৬ শ হতে ৯ শতক		✓			২১ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৮৩	করটী মুর্মু	মৃত হপা মাঝি	খলিসাকুড়ি	৬০			৪০৫৪		২৫ শ হতে ৬.২৫ শতক		✓						
							৪০৭৩		৩৬ শ হতে ৯ শতক		✓						
							৪০৭৪		১৯ শ হতে ৪.৭৫ শতক		✓						
							৪০৭৫		১৫ শ হতে ৩.৭৫ শতক		✓						
							৪০৭৬		১৫ শ হতে ৩.৭৫ শতক		✓						
							৪০৭৮		১৫ শ হতে ৪.৫০ শতক		✓						
							৪০৮৬		০৬ শ হতে ০.১৫ শতক		✓						
							৪০৮৮		৩০ শ হতে ৭.০৫ শতক		✓						
							৪০৮৯		২১ শ হতে ৫.২৫ শতক		✓						
							৪০৯৭		৩৬ শ হতে ১.০৫ শতক		✓			৪৭.৭৫ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে
১৮৪	সুমি মুর্মু	মৃত হপা মাঝি	খলিসাকুড়ি	৬০			৪০৫৪		২৫ শ হতে ৬.২৫ শতক		✓						
							৪০৭৩		৩৬ শ হতে ৯ শতক		✓						
							৪০৭৪		১৯ শ হতে ৪.৭৫ শতক		✓						
							৪০৭৫		১৫ শ হতে ৩.৭৫ শতক		✓						
							৪০৭৬		১৫ শ হতে ৩.৭৫ শতক		✓						
							৪০৭৮		১৫ শ হতে ৪.৫০ শতক		✓						
							৪০৮৬		০৬ শ হতে ০.১৫ শতক		✓						
							৪০৮৮		৩০ শ হতে ৭.০৫ শতক		✓						
							৪০৮৯		২১ শ হতে ৫.২৫ শতক		✓						
							৪০৯৭		৩৬ শ হতে ১.০৫ শতক		✓			৪৭.৭৫ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৮৫	সুকলা সরেন	মৃত গনেশ সরেন	বড় বালিয়া	৬১		১২৫২	১৩৪৮	১৬৩০	১৮ শতক		✓			১৮ শতক	✓		
১৮৬	জটুয়া মুর্মু	মৃত মাতলা মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১		২৩৭	৪০৪		৪৪শ হতে ২৯ শ ত: ১৪.৫০ শতক		✓						
						২৩৭	৪০৭		২৬শ হতে ১৩ শ ত: ৯ শতক		✓						
						২৩৭	৩৯৬		১৭শ হতে ১১ শ ত: ৫.৫০ শতক		✓						
						২৩৭	৩৯৭		৩৬শ হতে ২৪ শ ত: ১২ শতক		✓						
						২৩৭	৩৯৮		২১শ হতে ১৪ শ ত: ৭ শতক		✓						
						২৩৭	৪০৩		৪৫ শ হতে ২২.৫০ শতক		✓						
						২৩৭	৪০০		৩৩ শ হতে ১৬.৫০ শতক		✓						
						২৩৭	৫৬২		১৯ শ হতে ১৭ ত: ৮.৫০শতক		✓						
						২৩৭	৫৬৩		১৯ শ হতে ১৭ ত: ৮.৫০শতক		✓						
					২৩৭		৫৬৪		৩৮ শ হতে ২৫ ত: ১২.৫০শতক		✓						১৩ শতক দখলে আছে
							৫২৪		১.০১ এ হতে ৬৭ ত: ৩৩.৫০শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৫২৬		১৯ শ হতে ১৯ ত: ৯.৫০শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৬		৩৯ শ হতে ৩৯ ত: ১৯.৭৫শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৫২০		৪৭ শ হতে ৪৭ ত: ২৩.৫০শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
					২১২		৪৪৩		৪০ শ হতে ২০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৫০২		২৫ শ হতে ১২.৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৫১১		১৩ শ হতে ৬.৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিসাকুড়ি	৬০	১৬৯		৪০২৭		১.৫ শ হতে ০.৭৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিসাকুড়ি	৬০			৪০২৮		১৮ শ হতে ৯ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
			খলিসাকুড়ি	৬০	২৪৮		১৮২৪		৫৬ শ হতে ২৮ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮২৫		৪৩ শ হতে ২১.৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮২৬		৬৪ শ হতে ৩২ শতক		✓			৪০৭.২৫ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৮৭	রতন মুর্মু	মৃত লব মুর্মু	বড় বালিয়া	৬১		২২৪	১৩১৪	১৫৫৪	৫ শ হতে ২.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৩১৮	১৫৫৮/১৬৯৯	১৪ শ হতে ৭ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৩২১	১৬০৮	৫ শ হতে ২.৫০ শতক				✓				বেদখল অবস্থায় আছে
							১৩২০	১৬০৯	১৯ শ হতে ৯.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৭৫৪	১৫৬১	১২ শ হতে ৬ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৭৫০	১৫৭০	৩০ শ হতে ১৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৭৫০	১৫৬৯	১০ শ হতে ৫ শতক		✓		বাগান				বেদখল অবস্থায় আছে
						২২৪	৭৫৭	১৪৯৬	১৪ শ হতে ৭ শতক						✓		
						২৩৭	৪০৪		১৪.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
						২৩৭	৪০৭		৯ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
						২৩৭	৩৯৬		৫.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
						২৩৭	৩৯৭		১২ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
						২৩৭	৩৯৮		৭ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
						২৩৭	৪০৩		২২.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
						২৩৭	৪০০		১৬.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
						২৩৭	৫৬২		৮.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
						২৩৭	৫৬৩		৮.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
					২৩৭		৫৫৪		১২.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৫২৪		৩৩.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৫২৬		৯.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৬		১৯.৭৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৫২০		২৩.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪৪৩		২০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৫০২		১২.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৫১১		৬.৫০ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
			খলিসাকুড়ি	৬০	১৫৯		৪০২৭		৭৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০২৮		৯ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
					২৪৮		১৮২৪		২৮ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৬১৭		১৯ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৩৩৮		৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৬২১		৫৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৩১২		২৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৬০৯		৭ শতক		✓			২৬৭.২৫ শতক			মামলা চলমান ও বেদখল
১৮৮	টেপরা টুডু	ভাদু টুডু	খলিসাকুড়ি	৬০		৫১৮	৪১১৭	৫৯২০	৩৭.৪০ শতক		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
							৪১১১/৪১১৩	৫৯২৫	১৭.৫৭ শতক		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
							৪১১৪	৫৯২৭	২২.৯২ শতক		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
							৪৩২৩	৫৯২১	৩৮.২০ শতক		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
							৪৩৩০	৫৯১৭	২২.১৬ শতক		✓			১৩৮.২৫ শতক	✓		বেদখল অবস্থায় আছে
১৮৯	গিদা মুর্মু	টেপা টুডু	খলিসাকুড়ি	৬০		৫১৮	৪১১৭		১১.৬০ শতক		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
							৪১১১/৪১১৩		৫.৪৩ শতক		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
							৪১১৪		৭.৮ শতক		✓				✓		বেদখল অবস্থায় আছে
							৪১২৩		১১.৮০ শতক		✓		✓		✓		বেদখল অবস্থায় আছে
							৪৩৩০		৬.৮৪ শতক		✓			৪২.৭৫ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৯০	কৃষান হাসদা	মৃত লাংটু মাঝি	খলিসাকুড়ি	৬০	২৫১		১৮১২		৩২ শ হতে ৮ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮২১		৪৮ হতে ১২ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮০৫		৫৭ হতে ১৪.২৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮০৯		৪৮ হতে ১২ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮১৩		৫৫ হতে ১১.২৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৬		২০ শতক		✓					১০২৫৪/৩০/০৪/১৯৮৯	বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৭		১১ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৮		১৩ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৯		২৪ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৪১		৪৬ শতক		✓			২১৯.২৫ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে
১৯১	ধীরেন হাসদা	মৃত লাংটু মাঝি	খলিসাকুড়ি	৬০	২৫১		১৮১২		৩২ শ হতে ৮ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮২১		৪৮ হতে ১২ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮০৫		৫৭ হতে ১৪.২৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮০৯		৪৮ হতে ১২ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮১৩		৫৫ হতে ১১.২৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৬		২০ শতক		✓					১০২৫৪/৩০/০৪/১৯৮৯	বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৭		১১ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৮		১৩ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৯		২৪ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৪১		৪৬ শতক		✓			২১৯.২৫ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৯২	ছুটু হাসদা	মৃত লাংটু মাঝি	খলিসাকুড়ি	৬০	২৫১		১৮১২		৩২ শ হতে ৮ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮২১		৪৮ হতে ১২ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮০৫		৫৭ হতে ১৪.২৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮০৯		৪৮ হতে ১২ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮১৩		৫৫ হতে ১১.২৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৬		২০ শতক		✓					১০২৫৪/৩০/০৪/১৯৮৯	বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৭		১১ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৮		১৩ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৯		২৪ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৪১		৪৬ শতক		✓			২১৯.২৫ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে
১৯৩	আবুল হাসদা	মৃত লাংটু মাঝি	খলিসাকুড়ি	৬০	২৫১		১৮১২		৩২ শ হতে ৮ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮২১		৪৮ হতে ১২ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮০৫		৫৭ হতে ১৪.২৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮০৯		৪৮ হতে ১২ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							১৮১৩		৫৫ হতে ১১.২৫ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৬		২০ শতক		✓					১০২৫৪/৩০/০৪/১৯৮৯	বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৭		১১ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৮		১৩ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৩৯		২৪ শতক		✓						বেদখল অবস্থায় আছে
							৪০৪১		৪৬ শতক		✓			২১৯.২৫ শতক			বেদখল অবস্থায় আছে

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৯৪	নরেন কিস্কু	ছোট কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		১৪৩১	১৩৪১	১৫৯২	৫.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩৩০	১৫৯৭	৪ শতক		✓				✓		
							১৩৩১/১ ৩৩০	১৫৯৮	৩ শতক		✓			১২.৫০ শতক	✓		
১৯৫	রুবি হাসদা	কাতেল হাসদা	বড় বালিয়া	৬১		১৪৩১	১৩৪১	১৫৯২	৫.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩৩০	১৫৯৭	৪ শতক		✓				✓		
							১৩৩১/১ ৩৩০	১৫৯৮	৩ শতক		✓			১২.৫০ শতক	✓		
১৯৬	লবঙ্গ	ছোট কিস্কু	বড় বালিয়া	৬১		১৪৩১	১৩৪১	১৫৯২	৫.৫০ শতক		✓				✓		
							১৩৩০	১৫৯৭	৪ শতক		✓				✓		
							১৩৩১/১ ৩৩০	১৫৯৮	৩ শতক		✓			১২.৫০ শতক	✓		
১৯৭	মহাদেব উরাও	মৃত মাঝি উরাও	চন্ডিপুর	৯৪			২১		২.৬৬ হতে ১২.৫০ শতক		✓			১২.৫০ শতক		২৩৭৭৯/২২/১২/১৯৮৭	
১৯৮	সাঞ্জু উরাও	মৃত মাঝি উরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬২	৮৫৮	৩৫		৪ শ হতে ২ শতক		✓					৮২৩৬/০৮/০৪/১৯৮৯	
							৩৬		২৬ শ হতে ১৩ শতক		✓					৮২৩৬/০৮/০৪/১৯৮৯	
					১৬৫	৮৫৮	২১		২৫ শ হতে ১২.৫০ শতক		✓					২৩৭৭৯/২২/১২/১৯৮৭	
					১৬৫	৮৫৮	২১		২৫ শ হতে ১২.৫০ শতক		✓					৬৪৪০/২৫/০২/১৯৮৭	
					১৬৫		২১		২.৬৬ এ হতে ৬.২৫ শতক		✓					৭৮৭৫/০৫/০৪/১৯৮৯	
					১৬৫		২১		২.৬৬ এ হতে ৪ শতক		✓			৫০.২৫ শতক		৮৫৮৩/১৭/০৩/১৯৮৬	
১৯৯	বুধু উরাও	মৃত বুন্না উরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৫		২১		২.৬৬ এ হতে ১৭.৫০ শতক		✓		✓			১৯৯৩৬/০৯/১১/১৯৩৩	
					১৬৭		১৯		১.৮৪ এ		✓					৬৯/০২/০৬/১৯৯৭	
							২০		৫৫ শতক		✓				✓		
							২২		১.৬২ একর		✓				✓		
							২৩		৯ শতক	৮.৪৭ একর হতে ৮	✓				✓		
							৩৭		২.৭৪ একর		✓				✓		
							৩৮		১.৫৬ একর		✓				✓		
							৩৮/১০৮ ৩		৭ শতক		✓			২৫.৫০ শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২০০	বধনী উরাও	বুধু উরাও	চন্ডিপুর	৯৪	৭৪১	৪৪৫	২২		১.০৬ হতে ১২.৫০ শতক				✓	১২.৫০ শতক		৮০৫৩/৩০/০৬/১৯৯৩	
২০১	রাফেল উরাও	বেসরা উরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৭		১৯		১.৮৪ শতক				✓			১৯৭৭০/০৬/১৯৯৭	
							২০/২২		৫৫ শ হতে ১.৬২ শতক								
							২৩/৩৭		৯ শ ২.৭৪ শতক	৮.৪৭এহতে ৫শতক				৫শতক			
							৩৮/৩৮		১.৫৬এহতে৭ শতক								
২০২	রুবি ওরাও	পিতা বৃষ্ণা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৫		১৩		৩৮শতক								বিচারাধীন
							১৪		৩৯শতক								
							২১		২.৬৬ শতক								
					১৬৬		১৮		৩.৮৯এ হতে ২৪শতক								
					১৬৭		১৯/২০		১.৮৪ এ হতে ৫৬ শতক								বিচারাধীন
							২২/২৩		১.৬২ শতক হতে ৯ শতক								
							৩৭/৩৮		২.৭৪ এ হতে ১.৫৬ শতক								
							১৯		১.৮৪ একর							৬৯/২০/০৬/২০০৭	
							২০		৫৫ শতক								
							২২		১.৬২ একর								
							২৩		৯ শতক		✓						
							৩৭		২.৭৪ একর								
							৩৮		১.৫৬ একর	৮.৪৭ এ হতে ৮ শতক							
							৩৮/১০৮ ৩		৭৪ শতক					৭১.৫০ শতক			
২০৩	বাবলু উরাও	সমারু উরাও	চন্ডিপুর	৯৪	৪৯৩	১৮৫	১৮		১ শতক				✓			১৯৭৩/১৭/০২/২০০৪	
							১৯		৩৭ শ হতে ৯ শতক						✓		
					১৬৭		২২		১.৬২ এ হতে ৭.৫০			✓		১৭.৫০ শতক		৪১৮৩/১৪/০৫/২০০৯	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২০৪	সমারু উরাও	বাংরু উরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৫	১০৮৫	১৯		১.৮৪ এ হতে ৮৭ শতক		✓				✓		
					১৬৭		২০		৫০ হতে ১৫ শতক		✓				✓		
					৪৭১		২১		২.৬৬ হতে ২২ শতক		✓				✓		
					৮৫২		২২		১.৬২ এ হতে ৭৭.৫০ শতক		✓				✓		
							২৩		৯ শ হতে ৪ শতক		✓				✓		
							৩৭		২.৭৪ হতে ১৪ শতক		✓			২.৩৬ একর	✓		
২০৫	মালু ওরাও	কাহারু ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪			২১/২৩	৪৩	২.৫০ শতক				✓		✓		
২০৬	মন্টু ওরাও	কাহারু ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪			২১/২৩	৪৩	২.৫০ শতক				✓		✓		
২০৭	চন্দ্র ওরাও	কাহারু ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪			২১/২৩	৪৩	২.৫০ শতক				✓		✓		
২০৮	ফাগু ওরাও	কাহারু ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪			২১/২৩	৪৩	২.৫০ শতক				✓		✓		
২০৯	বিঠু ওরাও	চৈই	চন্ডিপুর	৯৪	৩৮৪		৭২৯		১.০৯ এ হতে ২৯ শতক		✓			২৯ শতক		১৮৬৬৫/২০/০৯/১৯৮৮	
১১০	বুধু ওরাও	মঙ্গলা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৫	৬৪৩	২১		৬.২৫ শতক		✓		✓			৩৯১৩/১৪/০২/১৯৮৩	
					১৬৬		১৮		৬.২৮ শতক		✓				✓		
					১৬৭		১৯		২.০৫ শতক		✓				✓		
							২২/৩৮/ ৩৭		২.৫ এ হতে ১০ শতক		✓			২২.৫০ শতক	✓		
২১১	ধীর মহন	বিরসা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৭		১৯		২.৫ শতক		✓					৩৯১৩/১৪/০২/১৯৮৩	
							২২		২.৫ শতক		✓				✓		
							৩৭		২.৫ শতক		✓				✓		
							৩৮		২.৫ শতক		✓				✓		
					১৬৫		২১		৬.২৫ শতক		✓				✓		
					১৬৬		১৮		৬.২৫ শতক		✓				✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
							১৩		৭.৫ শতক		✓		✓			৪২৫২/০৬/০৪/২০১০	
							১৪		৭.৫ শতক		✓				✓		
					১৪৭		১৬		২০ শতক		✓				✓		
							১২		১৫ শতক		✓			৭৫ শতক			
২১২	রুবি ওরাও	বিরশা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৭		৩৮/১০৮৩		৭ এ হতে ৩.৫০ শতক				✓	৩.৫০ শতক		৬৩৯/০৯/০১/২০১২	
২১৩	বিশু ওরাও	বিরশা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৪৭		১৬		১২ শতক		✓		✓			৪২৫৪/০৬/০৪/২০১০	
২১৪	শুকরা ওরাও	বিশা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৫		১২		৮ শতক		✓					৩৩৬০/০৭/০৪/২০০৯	
					১৫২		১২		৩০ শতক		✓		✓		✓		
							১৬		১২ শতক		✓				✓		
							১৬		১২ শতক		✓			৬২ শতক		৪২৫৪/০৬/০৪/২০১০	
২১৫	নিপেন ওরাও	পবেন ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬২		৭৩৩		৬.২৫ শতক		✓					৩৭/১৯/০২/২০০৬	
					১৬৫		১৩		৩.৫ শতক		✓				✓		
							১৪		৩ শতক		✓				✓		
							২১		২.২৫ শতক		✓				✓		
					১৬৭		৩৭		৫০ শতক		✓					২২৮/২০/১২/২০০৬	
					১৬২		২৪		৯.৫ শতক				✓		✓		
							২৫		২.৫ শতক		✓				✓		
							২৬		২৬.৫ শতক				✓		✓		
					১৬১		৩০		১১.৫ শতক		✓				✓		
					১৬৬		১৮		১৫ শতক		✓			১.৩০ শতক		২১২৩/১২/০৩/২০০৭	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২১৬	উপেন ওরাও	পবেন ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬২		৭৩৩		৬.২৫ শতক		✓					৩৭/১৯/০২/২০০৬	
					১৬৫		১৩		৩.৫ শতক		✓				✓		
							১৪		৩ শতক		✓				✓		
							২১		২.২৫ শতক		✓				✓		
					১৬৭		৩৭		৫০ শতক		✓					২২৮/২০/১২/২০০৬	
					১৬২		২৪		৯.৫ শতক				✓		✓		
							২৫		২.৫ শতক		✓				✓		
							২৬		২৬.৫ শতক				✓		✓		
					১৬১		৩০		১১.৫ শতক		✓				✓		
					১৬৬		১৮		১৫ শতক		✓			১.৩০ শতক		২১২৩/১২/০৩/২০০৭	
২১৭	পবেন ওরাও	মহিনাথ ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৭		৩৭		৬.৫ শতক				✓			৫৮৫৭/২৫/০৮/২০০৭	
					১৬৭		৩৭		২৫ শতক		✓					৪৬৩৮/০৩/০৬/২০০৯	
						৭৮৩	১৯		১২ শতক						✓		
							২০		১২ শতক						✓		
							২২		২ শতক						✓		
							৩৭		১২ শতক						✓		
							৩৮		১২ শতক						✓		
							২১		২.৬৬ একর	৩০ শতক				৬১.৫ শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২১৮	অনিল	সানিচু	চন্ডিপুর	৯৪	১৬১		২৯/১১২৪		২৬.৪০ শতক		✓					১৭০৫৫/০৭/০৬/১৯৭৫	
					১৫৪		৭৩৪		৩.৬০ শতক				✓	৩০ শতক	✓		
২১৯	দুলাল	সানিচু	চন্ডিপুর	৯৪	১৬১		২৯/১১২৪		২৬.৪০ শতক		✓					১৭০৫৫/০৭/০৬/১৯৭৫	
					১৫৪		৭৩৪		৩.৬০ শতক				✓	৩০ শতক	✓		
২২০	রাজেন	সানিচু	চন্ডিপুর	৯৪	১৬১		২৯/১১২৪		২৬.৪০ শতক		✓					১৭০৫৫/০৭/০৬/১৯৭৫	
					১৫৪		৭৩৪		৩.৬০ শতক				✓	৩০ শতক	✓		
২২১	খোকন	সানিচু	চন্ডিপুর	৯৪	১৬১		২৯/১১২৪		২৬.৪০ শতক		✓					১৭০৫৫/০৭/০৬/১৯৭৫	
					১৫৪		৭৩৪		৩.৬০ শতক				✓	৩০ শতক	✓		
২২২	স্বপন	সানিচু	চন্ডিপুর	৯৪	১৬১		২৯/১১২৪		২৬.৪০ শতক		✓					১৭০৫৫/০৭/০৬/১৯৭৫	
					১৫৪		৭৩৪		৩.৬০ শতক				✓	৩০ শতক	✓		
২২৩	রানা ওরাও	ভালু ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪		৭৮৩	৩৭		২০ শতক		✓					১৭৪/২৬/০৯/২০১২	
					১৬২		২৪		১৬ শতক		✓		✓	৩৬ শতক		৩৪/২৬/১২/২০১১	
২২৪	শিবধন সিং	বুধু সিং	চন্ডিপুর	৯৪	৬৯০		১৭		২৮শতক		✓					১২৫৯০/২৯/১০/৯৫	
							২৭		৫শতক		✓				✓		
							২৮		১.৫০শতক		✓				✓		
							৭২৯		১১শতক		✓				✓		
							৭৩০		২.৫০শতক		✓				✓		
							৭৩১		১১শতক		✓				✓		
							৭৪১		৪শতক		✓				✓		
							৭৪২		৬.৫শতক		✓				✓		
							৭৪৩		৫.৫০শতক		✓				✓		
							৭৪৪		৭শতক		✓				✓		

ক্র: নং	স্বত্বানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
					৬৯০		৭৪৫		২৬.১২শতক		✓					১২৫৯০/২৯/১০/৯৫	
							৪৭৬		৯.৫০শতক		✓				✓		
							৩৪৭		২৫শতক		✓				✓		
					৩৫৯		১৭		৬.৫০শতক		✓					১২৭৫৪/২/১১/৯৫	
							৭৩১		৬শতক		✓			১৫৫.১২ এ			
২২৫	গবিন্দ সিং	বুধু সিং	চন্ডিপুর	৯৪	৬৯০		১৭		২৮শতক		✓					১২৫৯০/২৯/১০/৯৫	
							২৭		৫শতক		✓				✓		
							২৮		১.৫০শতক		✓				✓		
							৭২৯		১১শতক		✓				✓		
							৭৩০		২.৫০শতক		✓				✓		
							৭৩১		১১শতক		✓				✓		
							৭৪১		৪শতক		✓				✓		
							৭৪২		৬.৫শতক		✓				✓		
							৭৪৩		৫.৫০শতক		✓				✓		
							৭৪৪		৭শতক		✓				✓		
					৬৯০		৭৪৫		২৬.১২শতক		✓					১২৫৯০/২৯/১০/৯৫	
							৪৭৬		৯.৫০শতক		✓				✓		
							৩৪৭		২৫শতক		✓				✓		
					৩৫৯		১৭		৬.৫০শতক		✓					১২৭৫৪/২/১১/৯৫	
							৭৩১		৬শতক		✓			১৫৫.১২ এ			
২২৬	মঙ্গল ওরাও	সমা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৫২		১৬		২.৫ শতক				✓	২.৫ শতক		৪১৭৭/২৯/০৪/২০১৩	
২২৭	সমে ওরাও	সমা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৫২		১৬		২.৫ শতক				✓	২.৫ শতক		৪১৭৭/২৯/০৪/২০১৩	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২২৮	বিশ্বনাথ ওরাও	সমা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৫২		১৬		২.৫ শতক				✓	২.৫ শতক		৪১৭৭/২৯/০৪/২০১৩	
২২৯	সতি মোহন ওরাও	খুদিরাম ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	৬৪৪		৩০		১২.৫ শতক				✓	১২.৫ শতক		১৯২/১৮/১০/২০১২	
২৩০	রঞ্জিত ওরাও	খুদিরাম ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	৬৪৪		৩০		১২.৫ শতক				✓	১২.৫ শতক		১৯২/১৮/১০/২০১২	
২৩১	নারায়ন ওরাও	খুদিরাম ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	৬৪৪		৩০		১২.৫ শতক				✓	১২.৫ শতক		১৯২/১৮/১০/২০১২	
২৩২	মহেন্দ্র ওরাও	খুদিরাম ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	৬৯০		২৭		১২ শতক							১৯১/১৮/১০/২০১২	
							২৮		৩ শতক								
							২৭		১৯৫ শতক				✓				
							৭২৯		১০৯ শতক								
							৭৩০		৫ শতক								
							৭৩১		৪৮ শতক								
							৭৪১		৮ শতক								
							৭৪২		১৩ শতক								
							৭৪৩		১১ শতক								
							৭৪৪		১৪ শতক								
							৭৪৬		১৯ শতক								
							৭৪৭		২৫২ শতক					১৫ শতক			

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২৩৩	আবুল তির্কী	লালু তির্কী	চন্ডিপুর মৌজা	৯৪	১৫৪		৭৩৪/৭৪		৬.৫ শতক		✓				✓	৭৯৬৭/০৯/০৭/২০০৩	
						৯২৯	২৪		৩.৪৪ শতক								
							২৫		১.৩৭ শতক	৩ এ হতে ১২ শতক							
							৩৪		৪.১২ শতক								
							৩৫		১.৩৭ শতক								
							৩৬		৮.২৫ শতক								
							৭৩২		৩.৪৪ শতক								
							৭৩৩/৭৭		১৫.৮১ শতক				✓			১৩৭৮৮/১০/০৫/১৯৮২	
							৭৩৪		২১.৩১ শতক								
							২৬		৯.৬২ শতক	২ এ ৮৭ হতে ৩১ শতক				৪২ শতক			
২৩৪	চান্দু ওরাও	তুরিয়া ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৫৫		৩১		৬ শতক			✓				১৫৮১১/৩১/০৮/১৯৯৪	
							৩৩		৩৩ হতে ১৬ শতক								
							৩২		৩২ হতে ৫ শতক	৪.৫০ শতক							
						২৬২	৩৪		৩০ শতক		✓			৩৪.৫০ শতক			
২৩৫	খোকারাম ওরাও	বৃম্লা ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬১		২৯/১১২৪		৭ শতক				✓			৯৮২৭/২৬/০৯/২০১০	
					১৫৪		৭৩৪		৩ শতক		✓			১০ শতক			

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২৩৬	বিন্নী ওরাও	স্বামী মনিন্দ্র ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৫	৪৬৮	১৩										
							১৫		৩.২৫ শতক								
							২১										
					১৬৬		১৮		৩ শতক		✓					১৯৬/১৬/০৮/২০০০	
					১৬৭		২২										
							২৩		৬.২৫ শতক		✓			১২.৫০ শতক			
২৩৭	চিত্র বাবু ওরাও	মনিন্দ্র ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৬৫		১৩/১৪/ ২১		৩.২৫ শতক								
					১৬৬		১৮		শতক							১৯৬/১৬/০৮/২০০০	
					১৬৭		২২				✓						
							২৩				✓						
							৩৭		৬.২৬ শতক		✓						
							৩৮				✓			১২.৫০ শতক			
২৩৮	রিনা ওরাও	মন্টু ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	৭৮৩		১৯										
							২০										
							২২										
							৩৭		২২.৫০ শতক		✓						
							৩৮				✓						
							২১				✓			২২.৫০ শতক		২০৮/০৬/১২/২০১২	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২৩৯	ডুগনু ওরাও	চুই ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪	১৫৮	৬৪৭	১৮		৫০ শ হতে ১৬.৬৬							১৬৮৯৩/০৯/১০/১৯৭৩	
					১৫৮	৬৪৭	১৮									১৬৮৯২/০৯/১০/২০০৭	
					১৫৯		১৯		১.৮৪ হতে ২০ শ ত: ৬.৬৬								
							৩৮		২৫শ হতে ১৭ শ ত: ৫.৮৩								
						৬৪৭	৩৮		২.৭৪ শ হতে ৮৩ ত: ২৭.৬৬ শ							১৪৩৫৫/০৫/১০/১৯৭২	
						৬৪৭	৩৮		১.৫৬ শ হতে ১.০০ এ ত: ৩৩.৩৩ শতক								
						৬৪৭	১৯		১.৮৪ হতে ৪৭ শ ত: ১৫.৮৩ শতক								
							৩৮/১০৮৩		৭ শ হতে ২.৩৩ শতক								
					১৬৬		১৮		৩.৮৯ এ হতে ১৩.৫ শ ত: ৪.৫০							৪০১৪/৮/৩/৭৮	
					৩৮৪		৩০		১.০৯এহতে৩১তঃ১০.৩৩শতক		✓					৯৩৯০/২২/১২/৭৭	
					৩৮৬		৭৪৫		১.৫৮এহতে১৬.২৫ তঃ৫.৪২শতক		✓					৯৩৯০/২২/১২/৭৮	
					২৭০		৭৫৮		২.৭৯হতে৯৩ তঃ৪৩শতক		✓			৩৬৫.৪০ শতক		৩০৩৬/৮/৫/৭২	
					১৫১		৭৩৬-৭৪০		২১৯.৬৬শতক		✓				✓		
					১৫২		১২/১৫/১৬/৭৩৫		৪০.৩৩শতক		✓			৫২৫.৩৯ শতক	✓		
							১৭		১.৯৫এহতে৬৫শত ঃ২১.৬৬শতক							৯৩৯১/২২/১২/৭৭	
							২৮		৫৩শহতে১৭.৬৬ত ঃ৫.৮৮শতক							৯৩৯১/২২/১২/৭৮	
							৭২৯		১.০৯হতে৩৬ তঃ১২শতক							৯৩৯১/২২/১২/৭৯	
							৭৩০		৫শতকহতে৫ তঃ১.৬৭শতক							৯৩৯১/২২/১২/৮০	
					৩৮৬		৭৪৪		১৪শতকহতে ৪.৬৬শতক							৯৩৯১/২২/১২/৭৭	
							৭৪৫		১২.৬৬শতক							৯৩৯১/২২/১২/৭৮	
							৭৪৭		৪শতকহতে১.৩৩শতক							৯৩৯১/২২/১২/৭৯	
					১৫৮		১৮		৩.৮৯হতে২৭ তঃ৯শতক		✓					৩১৭৩৪/১১/১০/৭৫	
					১৫৯		১৯		১.৮৪হতে৫০তঃ ১৬.৬৬শতক		✓						

ক্রঃ নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
							২২		১.৬২হতে৫০তঃ১৬.৬৭শতক		✓						
					১৫৭		২১		২.৬৬হতে৭২তঃ২৪শতক		✓						
					১৫৯		৩৭		২.৭৪হতে৭৫তঃ২৫শতক		✓					১৫৬১৪/২৪/৪/৭৫	
							৩৮		১.৫৬হতে২৫তঃ৮.৩৩শতক		✓						
					১৫৭		১৩		৩৮শতকহতে১৩.৬৬শতক		✓					১৪৩৫৬/৫/১০/৭২	
							১৪		৩৯হতে১৩শতক								
							২১		২৩শতকহতে৭.৬৭শতক								
২৪০	জয়নারায়ন ওরাও	মৃঃ বন্ধন ওরাও	চন্ডি পুর	৯৪	১৫৮	৬৪৭	১৮		৫০শতকহতে১৬.৬৬শতক							১৬৮৯৩/৯/১০/৭৩	
					১৫৮	৬৪৭	১৮									১৬৮৯২/৯/১০/৭৩	
					১৫৯	৬৪৭	১৯		২০শতকহতে৬.৬৬শতক								
						৬৪৭	৩৮		১৭শতকহতে৫.৮৩শতক							১৪৩৫৫/৫/১০/৭২	
						৬৪৭	৩৭		৮৩শতকহতে২৭.৬৬শতক								
						৬৪৭	৩৮		১০০হতে৩৩.৩৩শতক								
						৬৪৭	১৯		৪৭.৫০হতে১৫.৮৩শতক								
							৩৮/১০৮৩		৭শতকহতে২.৩৩শতক								
					১৬৬		১৮		১৩.৫০শতকহতে৪.৫০শতক							৪০১৪/৮/৩/৭৮	
							১৭		৬৫শতকহতে২১.৬৬শতক							৯৩৩১/২২/১২/৭৭	
							২৮		১৭.৬৬শতকহতে৫.৮৮শতক							৯৩৩১/২২/১২/৭৮	
							৭২৯		৩৬শতকহতে১২শতক							৯৩৩১/২২/১২/৭৯	
							৭৩০		৫শতকহতে১.৬৭শতক							৯৩৩১/২২/১২/৮০	
					৩৮৬		৭৪৪		১৪শহতে৪.৬৬শতক							৯৩৩১/২২/১২/৮১	
							৭৪৫		১২.৬৬শতক							৯৩৩১/২২/১২/৮২	
							৭৪৭		৪শতকহতে১.৩৩শতক							৯৩৩১/২২/১২/৮৩	
					১৫৮	১৮			২৭শতকহতে৯শতক		✓					৩১৭৩৪/১১/১০/৭৫	
					১৫৯	১৯			৫০শতকহতে১৬.৬৬শতক		✓						

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
						২২			৫০শতকহতে ১৬.৬৯শতক		✓						
					১৫৭	২১			৭২মতকহতে ২৪শতক							১৫৬১৪/২৪/৪/৭৫	
					১৫৯	৩৭			৭৫শতকহতে ২৫শতক		✓						
						৩৮			২৫শতকহতে ৮.৩৩শতক		✓						
					১৫৭	১৩			৩৮শতকহতে ১৩.৬৬শতক		✓					১৪৩৫৬/৫/১০/৭২	
						১৪			৩৯শতকহতে১ ৩শতক		✓						
						২১			২৩শতকহতে ৭.৬৭শতক		✓						
					৩৮৪		৩০		৩১শতকহতে১ .৩৩শতক		✓					৯৩৯০/২২/১২/৭৭	
					৩৮৬		৭৪৫		১৬.২৫হতে৫. ৪২শতক		✓						
					২৭০		৭৫৮		৯৩হতে৪৩শত ক		✓			২৪০.৪০ শতক		৩০৩৬/৮/৫/৭২	
					১৫১		৭৩৬- ৭৪০		২১৯.৬৬শতক		✓				✓		
					১৫৮		১২/১৫/ ১৬/		৪০শতক		✓			৫০০০০শ তক	✓		বেদখল অবস্থায়
					৩৮৫		৩৩৯- ৩৪০/৩৪৭		৩.৪৩এ		✓					১৮৯/৫/১/৭৮	বেদখল অবস্থায়
২৪১	কৃষ্টওরাও	মৃতঃ বিঠু ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪			৩৭	৯০	৭৭শতকহতে ২৫.৬৬		✓						
							৭৪৩	৮০	৪শতকহতে১. ৩৩শতক		✓						
							৭২৯	১১৫	৫৭শতকহতে ১৯শতক		✓						
							৭৪৫	১১৪	৫২শতকহতে১ ৭.৩৩		✓						
							৭৪৪	৮১	১৪শতকহতে ৪.৬৬শতক		✓						
							৭৫৮	৯২	৯৩শতকহতে ৮.৫০শতক		✓						
							৩৮	১১৭	১৮শতকহতে ৬শতক		✓						
							৩৮	১১৮	২৫শতকহতে ৮শতক		✓						
							১১২৪	৬২	১২শতকহতে৪ শতক		✓						
							১২	২৩	২১শতকহতে৭ শতক		✓						বেদখল অবস্থায়

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
						২৩০	৭৪০	৮৫	২০শতকহতে৬.৬৬শতক		✓						
							৭৪৬	৮৪	৮শতকহতে২.৬শতক		✓						
							৭৩৯	৮৬	৮২শতকহতে২৭.৩৩শতক		✓						
							৭৩৫	৮৮	৩৪শতকহতে১১.৩৩শতক		✓						
							১৮	৩৩	৪শতকহতে১.৩৩শতক		✓						
							৭৩৬/৭৩৭	৮৭	৮৬শতকহতে২.৬৬শতক		✓						
							৩৭	৪৭	৯শতকহতে৩শতক		✓						
							৩৭	৮৯	১৪শতকহতে৪.৬৬শতক		✓						
							৩৭	৪৫	১৬শহতে৫.৩৩		✓						
							১২	২৫	৩৪শতকহতে১১.৩৩শতক								
							১৫	২৮	১৮শতকহতে৬শতক								
							১৬	২৮	১.০৪শতকহতে৩৪.৬৬শতক					২৩৬.৩৭ শতক			
					১৫১		৭৩৬-৭৪০		৭৩.২২শতক						✓		
							১২/১৫/১৬/৭৩৫		১৩.৪৪শতক						✓		
						২২৯	৭৩৩		৭৭মথকহতে২০শতক								
							৭২৮		১২০শতকহতে২৪শতক								
							৭৩৯		১২৫শতকহতে২০শতক								
							৭৩৪		২৮৪শতকহতে৯৭শতক								
							১১২৪		৬২শতকহতে১৩শতক					৪৯৭.০০ একর			

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২৪২	কাবুল ওরাও	মৃতঃ বিঠু ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪			৩৭	৯০	৭৭শতকহতে২৫.৬৬		✓						
							৭৪৩	৮০	৪শতকহতে১.৩৩শতক		✓						
							৭২৯	১১৫	৫৭শতকহতে১৯শতক		✓						
							৭৪৫	১১৪	৫২শতকহতে১৭.৩৩		✓						
							৭৪৪	৮১	১৪শতকহতে৪.৬৬শতক		✓						
							৭৫৮	৯২	৯৩শতকহতে৮.৫০শতক		✓						
							৩৮	১১৭	১৮শতকহতে৬শতক		✓						
							৩৮	১১৮	২৫শতকহতে৮শতক		✓						
							১১২৪	৬২	১২শতকহতে৪শতক		✓						
							১২	২৩	২১শতকহতে৭শতক		✓						বেদখল অবস্থায়
						২৩০	৭৪০	৮৫	২০শতকহতে৬.৬৬শতক		✓						
							৭৪৬	৮৪	৮শতকহতে২.৬শতক		✓						
							৭৩৯	৮৬	৮২শতকহতে২৭.৩৩শতক		✓						
							৭৩৫	৮৮	৩৪শতকহতে১১.৩৩শতক		✓						
							১৮	৩৩	৪শতকহতে১.৩৩শতক		✓						
							৭৩৬/৭৩৭	৮৭	৮৬শতকহতে২.৬৬শতক		✓						
							৩৭	৪৭	৯শতকহতে৩শতক		✓						
							৩৭	৮৯	১৪শতকহতে৪.৬৬শতক		✓						
							৩৭	৪৫	১৬শহতে৫.৩৩		✓						
							১২	২৫	৩৪শতকহতে১১.৩৩শতক								
							১৫	২৮	১৮শতকহতে৬শতক								
							১৬	২৮	১.০৪শতকহতে৩৪.৬৬শতক					২৩৬.৩৭ শতক			
					১৫১		৭৩৬–৭৪০		৭৩.২২শতক						✓		

ক্রঃ নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
							১২/১৫/১৬/৭৩৫		১৩.৪৪শতক						✓		
						২২৯	৭৩৩		৭৭মথকহতে২০শতক								
							৭২৮		১২০শতকহতে২৪শতক								
							৭৩৯		১২৫শতকহতে২০শতক								
							৭৩৪		২৮৪শতকহতে৯৭শতক								
							১১২৪		৬২শতকহতে১৩শতক					৪৯৭.০০ একর			
২৪৩	বাবলু ওরাও	মৃতঃ বিঠু ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪			৩৭	৯০	৭৭শতকহতে২৫.৬৬		✓						
							৭৪৩	৮০	৪শতকহতে১.৩৩শতক		✓						
							৭২৯	১১৫	৫৭শতকহতে১৯শতক		✓						
							৭৪৫	১১৪	৫২শতকহতে১৭.৩৩		✓						
							৭৪৪	৮১	১৪শতকহতে৪.৬৬শতক		✓						
							৭৫৮	৯২	৯৩শতকহতে৮.৫০শতক		✓						
							৩৮	১১৭	১৮শতকহতে৬শতক		✓						
							৩৮	১১৮	২৫শতকহতে৮শতক		✓						
							১১২৪	৬২	১২শতকহতে৪শতক		✓						
							১২	২৩	২১শতকহতে৭শতক		✓						বেদখল অবস্থায়
						২৩০	৭৪০	৮৫	২০শতকহতে৬.৬৬শতক		✓						
							৭৪৬	৮৪	৮শতকহতে২.৬শতক		✓						
							৭৩৯	৮৬	৮২শতকহতে২৭.৩৩শতক		✓						
							৭৩৫	৮৮	৩৪শতকহতে১১.৩৩শতক		✓						
							১৮	৩৩	৪শতকহতে১.৩৩শতক		✓						
							৭৩৬/৭৩৭	৮৭	৮৬শতকহতে২.৬৬শতক		✓						
							৩৭	৪৭	৯শতকহতে৩শতক		✓						
							৩৭	৮৯	১৪শতকহতে৪.৬৬শতক		✓						

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
							৩৭	৪৫	১৬শহতে৫.৩৩		✓						
							১২	২৫	৩৪শতকহতে ১১.৩৩শতক								
							১৫	২৮	১৮শতকহতে ৬শতক								
							১৬	২৮	১.০৪শতকহতে৩৪.৬৬শতক					২৩৬.৩৭ শতক			
					১৫১		৭৩৬–৭৪০		৭৩.২২শতক						✓		
							১২/১৫/১৬/৭৩৫		১৩.৪৪শতক						✓		
						২২৯	৭৩৩		৭৭শতককহতে২০শতক								
							৭২৮		১২০শতকহতে ২৪শতক								
							৭৩৯		১২৫শতকহতে ২০শতক								
							৭৩৪		২৮৪শতকহতে৯৭শতক								
							১১২৪		৬২শতকহতে১৩শতক					৪৯৭.০০ একর			
২৪৪	তুরিয়া ওরাও	মৃতঃ চন্ড মুমু	চন্ডিপুর	৯৪		২৯৩	৭৪৫		৬শতক				✓	৬শতক		৮৭৯৭/১৫/৭/২০০৪	
২৪৫	ভুবন ওরাও	রাজেন ওরাও	চন্ডিপুর	৯৪		৩০৯০	৭২৭		৪.৫০শতক				✓			৫০১২/১৯/৭/৯৫	
২৪৬	মঙ্গল মুমু	নজি মুমু	চন্ডিপুর	৯৪			৭২৭		৬শতক				✓			৫৬৭৭/৫/৩/৮৯	
২৪৭	পবিত্রা ওরাও	ডলা ওরাও	চন্ডিপুর		১৬২		৭৩৩		০৩শতকহতে ১.৫০শতক		✓					১০৪৫/২৯/৪/২০০৬	
							৭৩৪		১৪ শতক হতে ৭ শতক		✓						
						৯২১	৭৩৩		১০ শতকহতে ৩.৩৩ শতক			✓					
							৭৩৪		১৪ শতকহতে ৩.৩৩ শতক			✓		১৫.১৬ শতক		৮৫৮৬/১৬/৯/২০০৯	
২৪৮	দিপা ওরাও	ডোলা ওরাও	চন্ডিপুর		১৬২		৭৩৩		০৩ শতকহতে ১.৫০ শতক		✓						
							৭৩৪		১৪ শতক হতে ৭ শতক		✓			৮.৫		১০৪৫/২৯/৪/২০০৬	
							৭৩৩		১০ শতকহতে ৩.৩৩ শতক			✓				৮৫৮৬/১৬/৯/২০০৯	
						৯২১	৭৩৪		১০ শতকহতে ৩.৩৩ শতক			✓		১৫.১৬ শতক			
২৪৯	চান্দু ওরাও	তুরিয়া ওরাও	চন্ডি পুর	৯৪		২৬২	৩৪	৫০	৩০শতক		✓		✓		✓		
						১৫৫	৩১/৩৩/৩২		২৭শতকহতে ৪.৫০শতক		✓		✓	৩৪.৫০শতক			
২৫০	শ্রীবাবুলাল ওরাও	বৃষ্ণাওরাও	চন্ডিপুর	৯৪			৭৩৩		১০শতকহতে ৩.৩৩শতক				✓			১৫৮১১/৩১/৮/৯৪	
						৯২১	৭৩৪		৩.০৬হতে৩.৩৩শতক		✓				✓	৮৫৮৬/১৬/৯/১৯	
						৮৩৭	৭৩৩		২.৮৭হতে২৫ শতক		✓			৩১.৬৬শতক		৩৪২০/১২/৬/১৭	

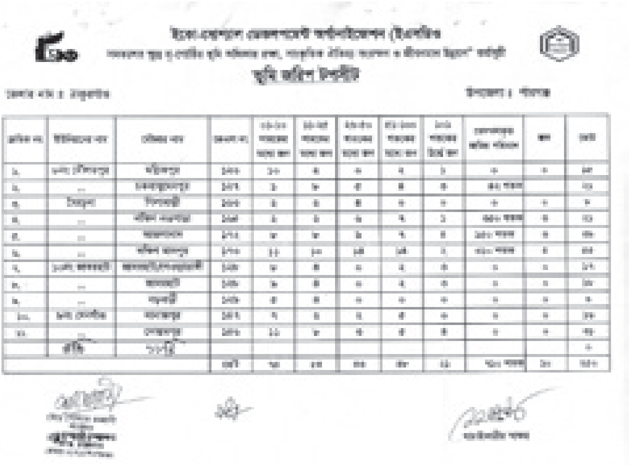

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

সমতল অঞ্চলের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির ভূমি অধিকার রক্ষা, সাংকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষন ও জীবনমান উন্নয়ন” কর্মসূচী

উপকারভোগীদের ডিজিটাল ভূমি জরিপ তথ্য

জেলা নাম ঃ ঠাকুরগাঁও উপজেলার নাম ঃ পীরগঞ্জ পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম ঃ দৌলতপুর মৌজার নাম ঃ মল্লিকপুর জেএল নং-১২৬

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১	মনি মালা মার্ডি	মৃত: কালুয়া কিস্কু	মল্লিকপুর	১২৬			৪১৩		৯.৫ শতক				✓	৯.৫ শতক	✓	০	
২	শান্তি লাল হেমরম	হপনা হেমরম	মল্লিকপুর	১৩৯৯		৮০৮	২৭৫৫	২৮১৯	১.২২ শতক								
					২১৩	৮০৯	৪২২	৫১২	১.১৩ একর		১.১৩ এশর				✓		
			বড়বাড়ী	১২৯		৩০১	৩৪৪	৫৭২	৩১ শতক		৩১ শতক				✓		
							৩৪৫	৫৭৩	৯৩ শতক		৯৩ শতক				✓		
৩	লক্ষি মুর্মু	মৃত: কালিদাস মুর্মু	মল্লিকপুর	১২৬	৪৬		৪১৩		৫শতক				✓			৮৩৪১ ২৫/৯/২০০১	
৪	রবি হেমরম	বিষু হেমরম	মল্লিকপুর	১২৬			৪২৭		৬.৫ শতক				✓		✓		
৫	বয়লা সরেণ	বার্কা সরেন	মল্লিকপুর	১২৬	২৯০		২৭৫৫		৩.৭৫ শতক				✓			৪৫০১ ২৩/০৮/২০০৭	
৬	ধেনা সরেণ	মৃত: কালিদাস রণে	মল্লিকপুর	১২৬	২৯০		৪২২		৭.৫ শতক				✓			৪৫০০ ২০/১১/২০১৩	
৭	আকালু সরেণ	মৃত: নিমাই সরেণ	মল্লিকপুর	১২৬	২৯০		৪২২		২.৫ শতক				✓			৭০৬২ ৩০/১০/২০০৮	
					২৯০		৪২২		৭.৫ শতক				✓			৭৩২১ ০২/০৮/২০০৯	
৮	ফিলিপ মুর্মু	পাউরুশ মুমু	মল্লিকপুর	১২৬	০	০	২৭৫৫		৫শতক				✓			৪২৮৭ ০২/০৭/২০১৪	
			পাড়িয়া	৭৯	৩৮	০	১৫৭		৭.৫শতক				✓			৭০৬৫ ১৯/০৮/১৯৯৭	
৯	পানু হেমরম	মৃত: ভূরত মুমু	মল্লিকপুর	১২৬	৪৭	৫৯১	৪১৩	৫০৮	১৩শতক				✓			৬২৬৩ ২৫/০৭/১৯৯৩	
১০	নানিক টুটু	মৃত: বয়লা মুমু	মল্লিকপুর	১২৬	২৯০	০	৪২২	০	৭.৫ শতক				✓			৩৩৯৯ ২৭/০৫/২০০৩	

ক্র: নং	স্বত্বানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১১	মাইদি মুমু	রেসপি হেমরম	মল্লিকপুর	১২৬			৪২২		২.৫ শতক				✓		✓		
১২	বিশু হেমরম	মৃত সানজিলা হেমরম	মল্লিকপুর	১২৬	৪৭	৫৮২	৪১৩	৫০৮	২১শতক		✓					৭৭৩২ ০৪/১২/২০০৮	
			মল্লিকপুর	১২৬	৪৭	৫৮২	৪২৫	৫১৯	৯.৫শতক		✓				✓		
			মল্লিকপুর	১২৬	০	৫৮২	৪২৬	৫১৭			✓				✓		
			মল্লিকপুর	১২৬	০	৫৮২	৪২৭	৫০৯	৩৫.৫শতক		✓			৯০শকক		১০৬৯৭ ০৬/১২/২০০৬	
১২	জলপা হেমরম	মৃত সানজিলা হেমরম	মল্লিকপুর	১২৬	৪৭	৫৮২	৪১৩	৫০৮	২১শতক		১১শতক		১০শতক		✓		
					৪৭	৫৮২	৪২৫	৫১৯	৯.৫শতক		✓				✓		
					০	৫৮২	৪২৬	৫১৭	২৪শতক		✓				✓		
					০	৫৮২	৪২৭	৫০৯	৩৫.৫শতক		✓			৯০শকক	✓		
১৩	সুনিল হেমরম	বিষু হেমরম	মল্লিকপুর	১২৬	৪৭	৫৮২	৫২৭	৫০৯	২শতক				✓	২শতক		৭৩৩২ ০৬/১২/২০০৮	
১৪	শ্াওনা হেমরম	বিষু হেমরম	মল্লিকপুর	১২৬	৪৭	৫৮২	৪২৭	৫০৯	৩শতক				✓		✓		
১৫	শিকলা হেমরম	মঙ্গল হেমরম	গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০	০	৪শতক				✓			৭২৪১ ০২/০৮/০১	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০	০	৩.২৫শতক			✓				৪৪৬৮ ০৯/০৫/০৫	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০	০	১.৭৫শতক			✓				৭৭৫০ ০১/০৯/০৫	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০	০	২শতক			✓				২৩৪১৪ ০৫/০৩/০২	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০	০	৩.৫শতক			✓				২৮৮৭ ০৬/০৫/০৩	
			দক্ষিন ন্ওপাড়া	১৬৫	৪৭	০	১১৩২		৩.৩শতক		✓					৫৬৩৩ ২৯/০৬/৭৯	
			দক্ষিন ন্ওপাড়া	১৬৫	৮২	০	১৮		১০শতক		✓			২৭.৮০শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৬	ধাপরু হেমরম	মঙ্গল হেমরম	গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০	০	৪শতক				✓			৭২৪১ ০২/০৮/০১	
				১৬৩	১০	৯২	৯০	০	২শতক			✓				২৩৪১৪ ০৫/০৩/০২	
				১৬৩	১০	৯২	৯০	০	৩.৫শতক			✓				২৮৮৭ ০৬/০৫/০৩	
				১৬৫	৪৭	০	১১৩২		৩.৩শতক		✓					৫৬৩৩ ২৯/০৬/৭৯	
				১৬৫	৮২	০	১৮		১০শতক		✓			২৭.৮০শতক	✓		
১৭	লাইসেন হাসদা	মৃত গলিয়া হাসদা	গিলাবাড়ি	১৬৩	৯,১০	৮৫	৯০		১৬.৫শতক				✓			৭২৪০ ০২/০৮/০১	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	৯,১০	০	৯০		৮.২৫শতক			✓		২৪.৭৫শতক		২৩৪০ ০৫/০৩/২০০২	
১৮	বড়ই মুর্মু	মংলু মুর্মু	গিলাবাড়ি	১৬৩	৯,১০	৫৯	৯০		৮শতক				✓			৭২৪৩ ০২/০৮/০১	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	৯,১০	০	৯০		২শতক				✓	১০শতক		৪৪৬৪ ১০/০৭/১৩	
১৯	তালা কিস্কু	মৃত জেঠা কিস্কু	গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	০	৯০		৬.৫শতক				✓	৬.৫শতক		২৮৮৯ ০৬/০৫/২০০৩	
২০	বিশু হেমরম	মঙ্গল হেমরম	গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৬২	৯০		৫শতক				✓			২৮৮৮ ০৬/০৫/০৩	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৬২	৯০		৮.২৫শতক				✓			৭২৪৪ ০২/০/০১	
			দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫	৪৭	০	১১৩,১৩৮		৩.৩০শতক		✓					৫৬৩৩ ২৯/০৬/৭৯	
			দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫	৮২	০	১৮		১০শতক		✓					৪৪৬৮ ০৯/০৬/০৫	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০		৩.২৫শতক				✓	২৯.৮০শতক			
২১	রবিন হেমরম	মঙ্গল হেমরম	গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০		৪শতক				✓				
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০		১.৭৫শতক			✓				৭৭৫০ ০১/০৯/০৫	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০		২শতক			✓				২৩৪১ ০৫/০৩/০২	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০		৩.৫০শতক			✓				২৮৮৭ ০৬/০৫/০৩	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২২	বাপই হেমরম	মঙ্গল হেমরম	গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০		৪শতক				✓				
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০		১.৭৫শতক			✓				৭৭৫০ ০১/০৯/০৫	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০		২শতক			✓				২৩৪১ ০৫/০৩/০২	
			গিলাবাড়ি	১৬৩	১০	৯২	৯০		৩.৫০শতক			✓				২৮৮৭ ০৬/০৫/০৩	
			দক্ষিন নৃওপাড়া	১৬৫	৪৭	০	১১৩,১৩৮		৩.৩০শতক		✓					৫৬৩৩ ২৯/০৬/৭৯	
			দক্ষিন নৃওপাড়া	১৬৫	৮২	০	১৮		১০শতক		✓			২৪.৫৫শতক			
২৩	জলকু মাডি	মৃত লফসা মাডি	জাবরহাট	১২৮	১	০	১৫৪৪		১২শতক				✓	১২শতক			খাস পত্তন নেওয়া হয়েছে
২৪	সিরিল হাসদা	সাগরাম হাসদা	জাবরহাট	১২৮	১		১৫৪৪		৯শতক				✓	৯শতক			খাস পত্তন নেওয়া হয়েছে
২৫	তালা টুডু	ঘাংটা টুডু	জাবরহাট	১২৮	১		১৫৪৪		৬শতক				✓	৬শতক			খাস পত্তন নেওয়া হয়েছে
২৬	ঢেনু মুর্মু	মৃত রাম মুর্মু	জাবরহাট	১২৮	১		১৫৪৪		৪শতক				✓	৪শতক			খাস পত্তন নেওয়া হয়েছে
২৭	ভগন টুডু	মৃত জেঠা টুডু	জাবরহাট	১২৮	১		১৫৪৪		৪শতক				✓	৪শতক			খাস পত্তন নেওয়া হয়েছে
২৮	তালামাই হেমরম	মৃত মোহন টুডু	জাবরহাট	১২৮	১		১৫৪৪		৬শতক				✓	৬শতক			খাস পত্তন নেওয়া হয়েছে
২৯	ঘোগই টুডু	নুনা টুডু	জাবরহাট	১২৮	১		১৫৪৪		৬শতক								খাস পত্তন নেওয়া হয়েছে
			জাবরহাট	১২৮	১		১৬৪২		২৫শতক		✓						খাস
			জাবরহাট	১২৮	২০৫		১৬৩৭		৩শতক				✓		✓		
			জাবরহাট	১২৮	২০৫		১৬৫১		৩০শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	২০৫		১৬৬১		৩৪শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	২০৫		১৫৯১		১১শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	২০৫		১৬১৭		২০শতক		✓			১.৫০একর	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৩০	বারনাবাস টুডু	নুনা টুডু	জাবরহাট	১২৮	১		১৫৪৪		৬শতক				✓	৬শতক			
৩১	মার্টিন টুডু	ঢেনা টুডু	জাবরহাট	১২৮			১৫৪৩		১২শতক				✓	১২শতক			
৩২	মাইকেল	বুধুরাই	জাবরহাট	১২৮		৫৩৭	১,৫৪৩		১০শতক				✓	১০শতক		৬৬৬৪ ২২/০৯/০৯	
৩৩	দুলমনি মুর্মু	খাড়া টুডু	জাবরহাট	১২৮	২৭৮	৫৩৭	১৫৪৩		১৯শতক				✓	১৯শতক		৬৫৩৭ ১২/১০/১১	
৩৪	চুনু টুডু	সুপল টুডু	জাবরহাট	১২৮	২৭৮		১৫৪২		১৬.৫শতক				✓			৯৪১৮ ২২/১২/০১	
			জাবরহাট	১২৮	৮২		১৫৩৪		১৩শতক		✓					৪৬০১ ০৮/০৮/১২	
			জাবরহাট	১২৮	৮২		১৫৩৮		১২শতক		✓					৪৬০২ ০৮/০৮/১২	
			জাবরহাট	১২৮	৫০৭		১৫৩৮		১০শতক		✓					৬৮৪৯ ১৯/১১/১৫	
			জাবরহাট	১২৮	৫০৭		১৫৩৫		১৫শতক		✓					৬৮৫০ ১৯/১১/১৫	
			জাবরহাট	১২৮			১৫৩৪		৪শতক		✓			৭০.৫শতক		৬৮৫১ ১৯/১১/১৫	
৩৫	রবিন হাসদা	সাগরাম হাসদা	জাবরহাট	১২৮	১		১৫৪৪		১১শতক				✓	১১শতক			কাগজ নাই
৩৬	সামুয়েল হেমরম	মৃত খেলারাম হেমরম	জাবরহাট	১২৮	৭৪২		১৪৬৫		৩৫.৫শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	৭৪২		১৫৪৬		১০৩.৫একর		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	৭৪২		১৫২৬		৫১.৫০শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	৭৪২		১৫২৪		১২.৫শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	৭৪২		১৬৩৯		৪.৫শতক				✓		✓		
৩৭	মারিও হেমরম	মৃত খেলা হেমরম	জাবরহাট	১২৮	৭৪২		১৪৬৫		৩৫.৫শতক		✓						
							১৫২৪		১২.৫শতক		✓						
							১৬৩৯		৪.৫শতক				✓				
৩৮	মঙ্গল সরেন	মৃত দুখু সরেন	জাবরহাট	১২৮			১৫০৭		৯২শতক		✓				✓		
							১৬৩৮		০৯শতক				✓		✓		
							১৪৯১		২৪০শতক		✓			৩.৪১একর	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
							১৪৯১		২৪০শতক		✓			৩.৪১একর	✓		
৪০	চিন্তামনি	নুনু টুডু	জাবরহাট	১২৮	১		১৫৪৪		৬শতক				✓	৬শতক			খাস খতিয়ান
৪১	গেনসা কর্মকার	মৃত জানকি কর্মকার	দানাজপুর	১৪৭	৩০		৯৪২		৩৮.৫শতক		৩০শতক		৮.৫শতক			৩২৫০ ২৪/০৪/৭৩	
			দানাজপুর	১৪৭	১৬		৯৪২		১৮শতক		✓			৫৬.৫শতক		২৮২০ ০৫/০৩/৯০	
৪২	মহাবতি কর্মকার	মৃত জানকি কর্মকার	দানাজপুর	১৪৭	১৬		৯৪২		৮শতক				✓	৮শতক		৩০৩৭ ১৯/০৬/১৯	
৪৩	বাহাদুর কর্মকার	কুমার কর্মকার	দানাজপুর	১৪৭	১৬		৯৪২		৯.৫শতক				✓	৯.৫শতক	✓		
৪৪	অর্জুন কমৃকার	কুমার কর্মকার	দানাজপুর	১৪৭	১৬		৯৪২		৯.৫শতক				✓	৯.৫শতক	✓		
৪৫	ভীম কর্মকার	কুমার কর্মকার	দানাজপুর	১৪৭	১৬		৬৪২		৯.৫শতক				✓	৯.৫শতক	✓		
৪৬	রসিক সরেন	মৃত রাধে সরেন	দানাজপুর	১৪৭		৩৪৫	৯৩৬	২১২৮	২৪শতক				✓				
			দানাজপুর	১৪৭	৮৯		২৭৪		১৫শতক		✓						
			দানাজপুর	১৪৭	৩২২		৭৪৯		১.২৫শতক		✓					৯৪২৪ ২০/১২/০৬	
			দানাজপুর	১৪৭			৭৫০		৪.৭৫শতক		✓						
			দানাজপুর	১৪৭			১৯৭		১২.৭৫শতক					৫৮.৫০শতক			
৪৭	সামিল সরেন	মৃত রাধে সরেন	দানাজপুর	১৪৭		৩৪৫	৯৩৬	২১২৮	২৫শতক		✓					৩৬১ ১৩/০১/০৪	
			দানাজপুর	১৪৭			৭৫০		৭.২৫শতক		✓						
			দানাজপুর	১৪৭			১৯৭		১৯.৫শতক					৬৬.২৫শতক			
৪৮	তেরেজা মার্ডি	রসিক সরেন	দানাজপুর	১৪৭			৭৪৯		১.২৫শতক		✓					৯৪২৪ ২০/১২/০৬	
			দানাজপুর	১৪৭			৭৫০		৪.৭৫শতক		✓					৯৪২৫ ২০/১২/০৬	
			দানাজপুর	১৪৭			১৯৭		১২.৭৫শতক		✓			১৮.৭৫শতক		৯৪২৬ ২০/১২/০৬	
৪৯	কল্পনা রানী	সামুয়েল সরেন	দানাজপুর	১৪৭	৩২২		৭৪৯		২শতক		✓					৯৪২৭ ২০/১২/০৬	
			দানাজপুর	১৪৭			৭৫০		৭.২৫শতক		✓					৯৪২৮ ২০/১২/০৬	
			দানাজপুর	১৪৭			১৯৭		১৯.৫শতক		✓			২৮.৭৫শতক		৯৪২৯ ২০/১২/০৬	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৫০	স্বাধীন মার্ডি	কার্মা মার্ডি	দানাজপুর	১৪৭		৭৯	৩১৪	৮০৩	২০শতক		✓				✓		
			দানাজপুর	১৪৭			৯৩৬	১২৮	১০শতক				✓	৩০শতক	✓		
৫১	টুনুস মার্ডি	কার্মা মার্ডি	দানাজপুর	১৪৭		৭৯	৩১৪	৮০৩	২০শতক		✓				✓		
			দানাজপুর	১৪৭			৯৩৬	২১২৮	৫৪শতক		৪৪শতক		১০শতক	৭৪শতক	✓		
৫২	সুধীর মুর্মু	মঙ্গল মুর্মু	দানাজপুর	১৪৭	৩৬	৪৩৪	৯৩৬	২১২৮	১৭.৫শতক				✓		✓	৪৮৬৩ ৩০/০৮/১২	
			বড়বাড়ী	১২৯		৫৯২	১০০	১৩৩	৪৯শতক			✓		৬৬.৫শতক	✓		
৫৩	সুলতান মুর্মু	মঙ্গল মুর্মু	দানাজপুর	১৪৭	৩৬	৩৭৭	৯৩৬	২১২৮	১৫শতক				✓	১৫শতক	✓		
৫৪	হপনা টুডু	বিন্দু টুডু	দানাজপুর	১৪৭	৩৬	২৬১	৯৩৬	২১২৮	৫শতক				✓	৫শতক	✓		
৫৫	বাবুল টুডু	বিন্দু টুডু	দানাজপুর	১৪৭	৩৬	২৬১	৯৩৬	২১২৮	৫শতক				✓	৫শতক	✓		
৫৮	তেরেজা টুডু	সাবে টুডু	বড়বাড়ী	১২৯	২৭৭		১৩৬		১২.৫শতক				✓	১২.৫শতক		৮৭৯৮/২০০১	
৫৯	ডুমকা হেমরম	মৃত মনু হেমরম	বড়বাড়ী	১২৯	২৫৩		১০৮		২.৫শতক				✓			২১২২/২০১০	
			বড়বাড়ী	১২৯	২৫৩		১০৮		২.৫শতক				✓	৫শতক		১১৮০/২০০৮	
৬০	ফচু সরেন	মৃত নারান সরেন	বড়বাড়ী	১২৯	২৫৩		১০৮		৩০শতক				✓	৩০শতক		৮৬৪৩/৯৫	
৬১	সানজিলা	মৃত জেঠা	বড়বাড়ী	১২৯	১২৮		১০০		১২.৫শতক				✓	১২.৫শতক		৪০৬৫/০৮	
			বড়বাড়ী	১২৯		৩৭৯	৯৪		৩২শতক		✓					২৬২৫/৯২	
			বড়বাড়ী	১২৯		৩৭৯	৯৫		৩৩শতক		✓			১.২৭একর			
৬৯	সুবল মুর্মু	মৃত জিদান মুর্মু	বড়বাড়ী	১২৯	১৮৭		১৩৭		২৫শতক			২০শতক	৫শতক	২৫শতক		৭৮৫৩ ০৮/০৯/০৫	
৭০	বিনয় মুর্মু	রেংগা মুর্মু	বড়বাড়ী	১২৯	২২৯		১৩৫		১০শতক				✓	১০শতক		১০০৬ ০২/০২/০৫	
৭১	রবিন হেমরম	মৃত শালঘান	বড়বাড়ী	১২৯			১৫১		১৮শতক				✓	১৮শতক	✓		
৭২	তালা মুর্মু	মৃত মঙ্গল মুর্মু	বড়বাড়ী	১২৯	২৫৩	৩৩৬	১১১		৩৮শতক		২৮শতক		১০শতক	৩৮শতক		৬৪৬ ২২/০৪/৮০	
৭৬	চুনু টুডু	মৃত সুনা টুডু	বড়বাড়ী	১২৯	২৫৩	১৬৯	১০৮		৩৪শতক		✓				✓		
			বড়বাড়ী	১২৯	২৫৩	১৬৯	১১১		৩শতক				✓		✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৭৭	ক্রেমেন মার্ডি	কারলুস মার্ডি	জাবরহাট	১২৮		২২৬	৯৭৭		২০শতক			১০শতক	১০শতক	২০শতক		৪৭৮৬ ০৩/০৬/০২	
৭৮	রবিন মার্ডি	খোল মার্ডি	জাবরহাট	১২৮		৩৬২	৯৮১,৯৮২		২শতক				✓	২শতক	✓		
৭৯	নেলা মার্ডি	সময় মার্ডি	জাবরহাট	১২৮		৩৬২	৯৮১,৯৮২		২শতক				✓	২শতক	✓		
৮০	মেরি মুর্মু	মৃত বড়কু মুর্মু	জাবরহাট	১২৮		৩৬২	৯৮১,৯৮২		২শতক				✓	২শতক	✓		
৮১	সানজিলা মার্ডি	মৃত সময় মার্ডি	জাবরহাট	১২৮		৩৬২	৯৮১,৯৮২		২শতক				✓	২শতক	✓		
৮২	সিলভেষ্টার সরেন	মার্কুস সরেন	জাবরহাট	১২৮			৯৭১		৬শতক				✓			৪৯৩৯ ২৮/০৬/২০০০	
			জাবরহাট	১২৮	২০৭	৬৬৮	২৬১		৪৫শতক		✓						
			সাদামহল	৭৮	৮৯	১৩	১৭৬		২৩শতক		✓			৭৪শতক		৩২০৯ ৩০/১০/১৬	
৮৩	গঙ্গা মুর্মু	মৃত ভুচু মুর্মু	জাবরহাট	১২৮	৩৭২		৯৭০		৪.৫শতক				✓	৪.৫শতক		৪৭২৫ ১৭/০৬/১৯	
৮৪	বাড়কা মুর্মু	মৃত ভুচু মুর্মু	জাবরহাট	১২৮	৩৭২		৯৭০		২.৫শতক				✓			৪৭২৫ ১৭/০৬/৯৯	
			জাবরহাট	১২৮	৩৭২		৯৭০		১শতক				✓	৩.৫শতক		৭৭২৮ ৩১/১২/১৫	
৮৫	মাইকেল সরেন	মার্কুস সরেন	জাবরহাট	১২৮	৫৯১		৯৭১		৫০শতক				✓			৮৬০১ ২৩/১২/৯৯	
			জাবরহাট	১২৮	৫৯১		৯৭২,৯৭৬		৫৮শতক		✓					২৮৫৩ ২১/০৩/০১	
														১.০৮একর		২৮৭১ ২১/০৩/০১	
৮৬	গুলু হাসদা	মৃত ভোলা হাসদা	জাবরহাট	১২৮			৯৭০		৫শতক				✓	৫শতক			
			সাদামহল	৭৮	২০৭		১৭৫		৬৯শতক		✓			৭৫শতক		৩২০৬ ৩০/১০/১৬	
৮৮	মাতিয়াস হাসদা	মানুয়েল হাসদা	জাবরহাট	১২৮			৯৭০		৫শতক				✓	৫শতক		২৮২০ ০৬/০৭/১৭	
৮৯	কাই মুর্মু	মৃত সামু মুর্মু	জাবরহাট	১২৮			৯৭০		৫শতক				✓			৪৭২৪ ১৯/০৬/৯৯	
			জাবরহাট	১২৮		৫৪৪	৯৭১		২০শতক		✓			২৫শতক		৪৭২৫ ১৯/০৬/৯৯	
৯০	স্বপন মুর্মু	কাই মুর্মু	জাবরহাট	১২৮			৯৭১		৬.৫শতক				✓			৭৭২৬ ৩১/১২/১৫	
			জাবরহাট	১২৮			৯৭০		২.৫শতক				✓	৯শতক		ঐ	
৯১	বিজয় বাস্কে	নির্মল বাস্কে	জাবরহাট	১২৮			৯৭০		২.৫শতক				✓	২.৫শতক		৭৭২৭ ৩১/১২/১৫	
৯২	সূর্য মার্ডি	ভগন মার্ডি	জাবরহাট	১২৮			৯৮৯		১.৬৩ একর		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮			৯৮১,৯৮২		১শতক				✓	১.৬৪ এশর	✓		

ক্র: নং	স্বত্বানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
৯৩	লক্ষি হাসদা	মৃত ভচু মুর্মু	জাবরহাট	১২৮			৯৭৬		১৬.৫শতক				✓	১৬.৫শতক	✓		
৯৪	আলবিনুস সরেন	মার্কুস সরেন	জাবরহাট	১২৮			৯৭১		১৫শতক				✓	১৫শতক	✓		
৯৫	সাকলা মুর্মু	ধন মুর্মু	কান্তর	১২৪	২০১৭	৪৯৫	২১৪৪	৩১৩৯	৩২শতক		✓				✓		
			কান্তর	১২৪	২০১৭	৪৯৫	২১৪২, ৪১৪৩	৩১৩৮	১৬শতক				✓	৪৮শতক	✓		
৯৬	লক্ষি হেমরম	ছটকা হেমরম	কান্তর	১২৪	১০৮০	৪৪১	২১৬৪	৩১৬১	৬শতক		✓			৬শতক	✓		
৯৭	আলেসিউস হাসদা	মৃত কুলুস হাসদা	চক বাসুদেব পুর	১২৭	৩১		৩৩		২.৫শতক				✓			৩৩০৪ ২৪/০৪/১০	
			চক বাসুদেব পুর				৩৬		৫.২৫শতক				✓			৩৩০৫ ২৪/০৪/১০	
			সাদা মহল	৭৮	১৯৩		১৭৪	৩৮	২৫.৫শতক		✓				✓		
			সাদা মহল				২৬৯	৩৭	২৮.৫শতক		✓			৬১.৫শতক	✓		
১০০	মাহাত মুর্মু	মৃত শ্রীমৎ মুর্মু	চক বাসুদেব পুর	১২৭	১৩	৪৪	৫১,৫২	৯৭	২১.৫শতক				✓		✓		
			চক বাসুদেব পুর	১২৭	১৩	৪৪	৫১	১০০	১৬শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	৪২	৪৮২	৬১,৬৪	৯৫	৩৭.৫শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	৪২	৪৮২	৬৫,৬৬	৯৬	১.১৮একর		✓			২.৬৭একর	✓		
১০১	আগনেস মুর্মু	লুউস মুর্মু	জাবরহাট	১২৮	৪২	৪৮২	৬১	৯৫	৩৭.৫শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	৪২	৪৮২	৬৪,৬৫	৯৬	১.১৮একর		✓				✓		
			চক বাসুদেব পুর	১২৭	১৩	৪৪	৫২	৯৭	৫শতক				✓	১.৬০শতক	✓		
১০২	ডিঘল মুর্মু	শ্রীমৎ মুর্মু	চক বাসুদেব পুর	১২৭	১৩	৪৪	৫১,৫২	৯৭	২১.৫শতক				✓	২১.৫শতক	✓		
			চক বাসুদেব পুর	১২৭	১৩	৪৪	৫১	১০০	১৬শতক			✓			✓		
			জাবরহাট	১২৮	৪২	৪৮২	৬১	৯৫	৩৭.৫শতক		✓				✓		
			জাবরহাট	১২৮	৪২	৪৮২	৬৫,৬৬	৯৬	১.১৮একর		✓			১.৯৮এশর	✓		
১০৩	সাগরাম হেমরম	কিশুন হেমরম	চক বাসুদেব পুর	১২৭		৫২	৮৬	৮২	৩৩শতক				✓	৩৩শতক		৫৫১১ ০৭/০৮/০৩	
১০৪	যোহন চড়ে	মৃত কবিরাজ চড়ে	চক বাসুদেব পুর	১২৭	২০		৫২		২৫শতক		১৫শতক	৫শতক	৫শতক			৩০৬২ ১৩/০৪/৯৮	
			চক বাসুদেব পুর	১২৭	২০		৫২		২৫শতক		✓			৫০শতক		১৫৮০ ০৮/০৩/০৬	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১০৫	তালা চড়ে	মৃত কবিরাজ চড়ে	চক বাসুদেব পুর	১২৭	২০		৫২		২৫শতক		১৫শতক	৫শতক	৫শতক			৩০৬২ ১৩/০৪/৯৮	
				১২৭	২০		৫২		২৫শতক		✓			৫০শতক		১৫৮০ ০৮/০৩/০৬	
১০৬	মদন চড়ে	মৃত কবিরাজ চড়ে	চক বাসুদেব পুর	১২৭	২০		৫২		২৫শতক		১৫শতক	৫শতক	৫শতক			৩০৬২ ১৩/০৪/৯৮	
				১২৭	২০		৫২		২৫শতক		✓			৫০শতক		১৫৮০ ০৮/০৩/০৬	
১০৯	যোসেফ মার্ডি	কালু মার্ডি	চক বাসুদেব পুর	১২৭		২৭	৮৫	৮২	১৭শতক				✓	১৭শতক		৮৬৭৩ ২১/০৬/৮৭	
১১০	রসেন মুর্মু	মাহাত মুর্মু	জাবরহাট	১২৮	১	৮১৫	৬৫		১২শতক		✓						পত্তন নেওয়া হয়েছে
			জাবরহাট	১২৮	২০	৪৪	৫২	৯৭	৩শতক				✓	১৫শতক		৮৯৭২ ১৯/০৯/১৮	
১১১	পাতরাস মুর্মু	মাহাত মুর্মু	জাবরহাট	১২৮	১	৮১৮	৬৫		৮শতক		✓						পত্তন নেওয়া হয়েছে
			জাবরহাট	১২৮	২০	৪৪	৫২	৯৭	৩শতক				✓	১১শতক		৪৯৭১ ১৯/০৯/১৮	
১১২	মানুয়েল মুর্মু	মঙ্গল মুর্মূ	চক বাসুদেব পুর	১২৭		২৭	৮৬	৮২	১৭শতক				✓	১৭শতক	✓		
১১৩	সামুয়েল মার্ডি	যোহন মার্ডি	চক বাসুদেব পুর	১২৭	২২	৮৯	৬৭		২৪.৭৫শতক		✓				✓		
				১২৭	২২	৮৯	৬৭,৯০		৪১.৭৫শতক		✓				✓		
				১২৭		৮৯	৫১		১৪.৫শতক		✓				✓		
				১২৭		৮৯	৫২		১০.৫শতক				✓				
				১২৭	১		৬৫		১৮শতক		✓			১০৯.৫একর			পত্তন নেওয়া হয়েছে
১১৪	আগাতা মুর্মু	ফিলিপ মার্ডি	চক বাসুদেবপুর	১২৭	২২	৮৯	৬৭		২৪.৭৫শতক		✓				✓		
			চক বাসুদেবপুর	১২৭	২২	৮৯	৬৭,৯০		৪১.৭৫শতক		✓				✓		
			চক বাসুদেবপুর	১২৭		৮৯	৫১		১৪.৫শতক		✓				✓		
			চক বাসুদেবপুর	১২৭		৮৯	৫২		১০.৫শতক				✓	৯১.৫শতক			
১১৫	যোহন মুর্মু	মাহাত মুর্মু	জাবরহাট	১২৮	১	৮১৭	৬৫		৮শতক		✓						পত্তন নেওয়া হয়েছে
			চক বাসুদেবপুর	১২৭	২০	৪৪	৫২	৯৭	৩শতক				✓	১১শতক		৪৯৭৭ ১৯/০৯/১৮	

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১১৬	স্বপন মুর্মু	মাহাত মুর্মু	জাবরহাট	১২৮	১	৮১৪	৬৫		৮শতক		✓						পত্তন নেওয়া হয়েছে
			চক বাসুদেবপুর	১২৭	২০	৪৪	৫২	৯৭	৩শতক				✓	১১শতক		৪৯৭০ ১৯/০৯/১৮	
১১৮	জিতু হাসদা	টেপরা হাসদা	কান্তর	১২৪	৫৫৭		২১৪৪		১২.৫শতক		✓			১২.৫শতক	✓		
১১৯	দখই হাসদা	গনেশ হাসদা	কান্তর	১২৪	২৪৫৭	১৯৬	২১৪৫	৩১১৭	৬৮.৫শতক		✓				✓		
			কান্তর	১২৪	২৪৫৭	১৯৬	২১৪৬	৩১২১	১৩.৫শতক		✓				✓		
			কান্তর	১২৪	২৪৫৭	১৯৬	২১৩৯	৩১৩৪	৫শতক				✓		✓		
			কান্তর	১২৪	২৪৫৭	১৯৬	২২৬৫	৩১৩৫	২শতক				✓	৮৯শতক	✓		
১২০	টেপরা হাসদা	গনেশ হাসদা	কান্তর	১২৪	২৪৫৭	১৯৬	২১৪৫	৩১১৭	৫৬শতক		✓				✓		
				১২৪	২৪৫৭	১৯৬	২১৪৬	৩১২১	১৩.৫শতক		✓				✓		
				১২৪	২৪৫৭	১৯৬	২১৩৯	৩১৩৪	৫শতক				✓	৭৪.৫শতক	✓		
১২১	নেপাল মুর্মু	মৃত রেংটা মুর্মু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫		২২৯	৩		৮.২৬শতক				✓		✓		
				১৬৫		২২৯	৩৯		২.৪৬শতক		✓				✓		
				১৬৫		২২৯	৩২		১.৬০শতক		✓				✓		
				১৬৫		২২৯	৩৩		১৩.৭৩শতক		✓				✓		
				১৬৫		২২৯	৪০		১শতক		✓				✓		
				১৬৫		২২৯	৪১,৪২		৮২শতক		✓			৩৫.৩১শতক	✓		
১২২	সাবলু মুর্মু	রেংটা মুর্মু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫		২২৯	৩		১৬.৫শতক				✓		✓		
							৩৯		৫শতক		✓				✓		
							৪০		২.২০শতক		✓				✓		
১২৩	মানুয়েল মুর্মু	সলেমান মুর্মু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫	১		৫১৯		১২.৫শতক				✓	১২.৫শতক			পত্তন নেওয়া হয়েছে
১২৪	সলেমান মুর্মু	মৃত নিলু মুর্মু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫		২১২	৫২৯		৯৯শতক		✓					৩১৩১ ১৩/০৮/১৫	
							৫২৬		১৫.৫শতক		✓						
							৫২৪		৬৭শতক		✓						
							৫১৯		১২.৫শতক		✓		✓	১.৯৪একর			
১২৫	বিশু টুডু	ফুচু টুডু	দক্ষিণ নওপাড়া	১৬৫	১২৮		১১৪		৩৯শতক		✓				✓		
							১১৫		৭শতক		✓				✓		
							১১৪/৬৫৫		১৯শতক		✓			৮১.২৫শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১২৬	সাবা টুডু	পিতা ফুচু টুডু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫	১২৮		১১৪		৩৯শতক		✓				✓		
							১১৫		৭শতক				✓	৪৬শতক	✓		
১২৭	খাড়া টুডু	মৃঃসুপল টুডু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫	১২৮		১১৪		৩৯শতক		✓				✓		
							১১৫		৭শতক				✓	৪৬শতক	✓		
১২৮	লক্ষিরাম হাসদা	মৃঃবুধু হাসদা	দক্ষিণ নওপাড়া	১৬৫		৩১৮	১৭/১৮		৪৫শতক		৩৫শতক		১০শতক				
							১১৩		৮শতক		✓				✓		
							১১৮		১৩শতক		✓			৬৬শতক	✓		
১২৯	নুনা টুডু	মৃঃঘানটা টুডু	দক্ষিণ ন্রওপাড়া	১৬৫			১৮		১০শতক				✓	১০শতক	✓		
১৩০	বাবুল টুডু	বিশু টুডু	দক্ষিণ ন্রওপাড়া	১৬৫			১২১		৫.২৭শতক				✓	৫.২৭শতক	✓		
১৩১	তালামাই	মৃঃবগদা সরেন	দক্ষিণ ন্রওপাড়া	১৬৫		১৮৭	১৭/১৮		২০শতক		১৬শতক		৪শতক				
							১৩৮		৯শতক		✓			৬২.২৫শতক	✓		
১৩২	পিতর হামদা	মৃঃ ধুমা হাসদা	বৈরচুনা	১৬৭	১২৪		৩		৮.৫শতক				✓	৮০৫০শতক		১৯২৩/১৮/২/৯৬	
১৩৩	টিরো সরেন	মৃঃফকর সরেন	দক্ষিণ নওপাড়া	১৬৫		১৮৭	১৭/১৮		২০শতক		১৬শতক		৪শতক				
							৫৫		২৮শতক						✓		
							১১৩		৫.২৫শতক		✓				✓		
							১৩৮		৯শতক		✓			৬২.২৫শতক	✓		
১৩৪	ঢেনা মুমু	মৃঃখাচার মুমু	দক্ষিণ নওপাড়া	১৬৫	২২৯		৩		২৪.৮০শতক		✓		✓				
							৩৯		৭.৪০শতক		✓				✓		
							৩২		১.৬০শতক		✓				✓		
							৩৩		১৪.৮০শতক		✓				✓		
							৪০		৩.২০শতক		✓				✓		
							৩৮/৪১/৪২		২৪.৮০শতক		✓			৭৬.৬০শতক	✓		
১৩৫	মেরি হেমরম	মৃত মনসী মুর্মু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫	২২৯		৩		২৪.৮শতক				✓		✓		
							৩৯		৭.৪শতক		✓			৩২.২০শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৩৬	বুধরাই মুর্মু	মৃত খাচাড় মুর্মু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫	২২৯		৩		৮.৩০শতক				✓		✓		
							৩৯		৭.৪০শতক		✓				✓		
							৩২		১.৬০শতক		✓				✓		
							৩৩		১৪.৮০শতক		✓				✓		
১৩৭	ছামী সরেন	ধেধেম হাসদা	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫		১৮৭	১৭/১৮		৪শতক				✓				
							১৮		৫৬.৫শতক		✓				✓		
							৫৫		৮৪শতক		✓				✓		
							১১৩		১৬শতক		✓				✓		
							১৩৮		২৭শতক		✓			১৮৭.৫০একর	✓		
১৩৮	সামিয়েল কিস্কু	তালা কিস্কু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫		৩৭১	৩		১৬.৫শতক				✓	১৬.৫শতক		২৭৮৭ ২৩/০৪/১১	
১৩৯	বুধু মুর্মু	ভাদু মুর্মু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫		২২৯	৩		১২.৪০শতক				✓		✓		
							৩৯		৩.৭০শতক		✓				✓		
							৩২		১.৬০শতক		✓				✓		
							৩৩		২১.৪০শতক		✓				✓		
							৪০		৩.২০শতক		✓				✓		
							৩৮/৪১/৪২		১০.৮০শতক		✓			৭৯.৪০শতক	✓		
১৪০	বুধুরাই মুর্মু	ভাদু মুর্মু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫		২২৯	৩		৬.২০শতক				✓		✓		
							৩৯		১.৮৫শতক		✓				✓		
							৩৩		১১.৫০শতক		✓				✓		
							৩৮/৪১/৪২		৭শতক		✓			২৬.৫৫শতক	✓		
১৪১	লক্ষিরাম মুর্মু	ভাদু মুর্মু	দক্ষিন নওপাড়া	১৬৫		২২৯											
							৩		৬.২০শতক				✓		✓		
							৩৮/৪১/৪২		৭শতক		✓			২৬.৫৫শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৪২	লক্ষিরাম হাসদা	ভন্দে হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১২২৯	৫৩৮	১৪৪০	২৭৩৯	১২শতক		✓				✓		
							১৪৬১	২৮২২	২.৫শতক		✓				✓		
							১৪৬০	২৮২৩	৪৯.৫শতক		✓				✓		
							১৪৫৩	২৮২৫	১৬.৫শতক				✓		✓		
							৯৬০	৩২৯১	৪০শতক		✓				✓		
							১০২৬	৩৪২১	১৫.৫শতক		✓				✓		
							১৬১৬	৩৮৭৯	৩৬শতক		✓				✓		
							১৬১৭	৩৮৮০	৩০শতক		✓				✓		
							১৬০১	৩৮৮৬	৩০শতক		✓				✓		
							১১০৯	৩৫৯৬	২৬.৫শতক		✓			২৫৮.৫০শতক	✓		
১৪৩	ভট্ট হাসদা	ভন্দে হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১২২৯	৫৩৮	১৪৪০	২৭৩৯	১২শতক		✓				✓		
							১৪৬১	২৮২২	২.৫শতক		✓				✓		
							১৪৬০	২৮২৩	৪৯.৫শতক		✓				✓		
							১৪৫৩	২৮২৫	১৬.৫শতক				✓		✓		
							৯৬০	৩২৯১	৪০শতক		✓				✓		
							১০২৬	৩৪২১	১৫.৫শতক		✓				✓		
							১৬১৬	৩৮৭৯	৩৬শতক		✓				✓		
							১১০৯	৩৫৯৬	২৬.৫শতক		✓			২৫৮.৫০শতক	✓		
১৪৪	সুনিল হাসদ	সবিন হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬			১৪৭৮		৩শতক								
১৪৫	শনিরাম হাসদা	প্রধান হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬			১৪৭৮		৫শতক					**৫শতক**	✓		
১৪৬	চন্দ্র মহন হাসদা	প্রধান হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬			১৪৭৮		৫শতক					**৫শতক**	✓		
১৪৭	গনেশ হাসদা	ভূতো হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১০৭৬		১৪৬৮		৮০শতক		✓				✓		
							১৪৭৪		৮শতক						✓		
							১৪৭৫		৪৭শতক						✓		
							১৪৭৪/১৮৬৫		৩০শতক					**৯৫শতক**	✓		

ক্র: নং	স্বত্বানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৪৮	আনু হাসদা	গনেশ হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১০৭৬		১৪৬৮		৪শতক				✓		✓		
১৪৯	জিতেন হাসদা	গনেশ হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১০৭৬		১৪৬৮		৪শতক				✓		✓		
১৫০	বসুনফুল হেমরম	প্রধান মুর্মু	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১		১৪৪২		২০.৫০শতক		১০.৫০শতক		১০শতক	২০.৫০শতক	✓		
১৫১	ফিলিপ হাসদা	মৃতঃ চুনু হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১		১৪৪২		১০শতক		৫শতক		৫শতক	১০শতক	✓		
১৫২	সমাই মুর্মু	মৃতঃ শ্রীরাম মুর্মু	দস্তমপুর	১৪৬	৩১৫		৮৭৮		৭.৫০শতক				✓				
							৮৭৮		৫শতক					১২.৫০শতক		১৮৯১-/১/৪/০৯	
১৫৩	ভূপেন মুর্মু	কালা মুর্মু	দস্তমপুর	১৪৬	৪৩		১৪৮৪		১৭.৫০শতক				✓	১৭.৫০শতক		৫৮৬৭/১২/৮/০৪	
১৫৪	তালা মুর্মু	কালা মুর্মু	দস্তমপুর	১৪৬	৪৩		১৪৮৪		১২.৫শতক				✓	১২.৫শতক		৫৮৭৩ ১২/০৮/০৪	
১৫৫	প্রধান হাসদা	বড়কা হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১১৭১		১১৪০		২৫শতক		✓				✓		
							১১৪১		২০শতক		✓				✓		
১৫৬	সুনিল মুর্মু	মৃতঃ ললিত মুর্মু	দস্তমপুর	১৪৬	৩৫		১৪৩০		৩৫শতক				✓	৩৫শতক		২৩৬৪ ৩০/০৩/০৪	
১৫৭	লক্ষিরাম হাসদা	রবিন হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১	১০৪৯	১৪৪২		৭.৫শতক				✓	৭.৫শতক		৩২১৬ ২৬/০৬/১৯	
১৫৮	চুনু সরেন	বুধরাই সরেন	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১	১০৩	১৪৭৮		২.৫শতক				✓	২.৫শতক		২৫১৬ ১৪/০৪/১৩	
১৫৯	লক্ষিরাম সরেন	মৃতঃ তালা সরেন	দস্তমপুর	১৪৬	১৪৭১	৩৫৮/১	১৭৯৯	৩৯৬৪	৮.২৫শতক		✓				✓		
								৩৯৬৫	২.৫শতক				✓		✓		
								৩৯৬৬	১৮.২৫শতক		✓				✓		
								৩৯৭৪	৬.৫শতক		✓				✓		
								৩৯৭৫	৬.২৫শতক		✓				✓		
								৩৯৭৬	১৫.২৫শতক		✓				✓		
১৬০	বাপই সরেন	মৃতঃ তালা সরেন	দস্তমপুর	১৪৬	১৪৭১	৩৫৮/১	১৭৯৯	৩৯৬৪	৮.২৫শতক		✓				✓		
								৩৯৬৫	২.৫শতক				✓		✓		
								৩৯৬৬	১৮.২৫শতক		✓				✓		
								৩৯৭৪	৬.৫শতক		✓				✓		
								৩৯৭৫	৬.২৫শতক		✓				✓		
								৩৯৭৬	১৫.২৫শতক		✓				✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৬১	লালমনি টুডু	মৃতঃ রাঘধা সরেন	দস্তমপুর	১৪৬	১৪৭১	৩৫৮/১	১৭৯৯	৩৯৬৪	২৫শতক		✓				✓		
								৩৯৬৫	৭.৫শতক				✓		✓		
								৩৯৬৬	৫৫শতক		✓				✓		
								৩৯৭৬	৪৬শতক		✓			**১৭২.৫শতক**	✓		
১৬২	রবিন হাসদা	আমবাই হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১	১০১৬	১৪৭৮	২৭৫১	১৫শতক				✓	**১৫শতক**	✓		
১৬৩	বুধু হাসদা	ভোলা হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১	১০১৭	১৪৪২	২৭৫৩	২০শতক				✓			৭৩৮৬ ২০/১১/০৮	
						১০০৫	১০০৬	৩২৮১	১৭শতক		✓				✓		
							১০১২	৩৩৭৩	৫শতক		✓				✓		
							৯৩৬	৩২৮৬	৬শতক		✓			**৪৮শতক**	✓		
১৬৪	বিশু হাসদা	রবিন হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১	১০১৬	১৪৭৮	২৭৬১	৩শতক				✓				
							১৪৪২		৭.৫শতক				✓	**১০.৫শতক**		৫৩৪৩ ২৬/০৯/১৯	
১৬৫	লক্ষিরাম হাসদা	রবিন হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১	১০১৬	১৪৭৮	২৭৬১	৩শতক				✓				
							১৪৪২		৭.৫শতক				✓	**১০.৫শতক**		৩২১৬ ২৬/০৬/১৯	
১৬৬	ঢেনা সরেন	মৃতঃ ভগন সরেন	দস্তমপুর	১৪৬	৬৪৫		১৪১১		১২.৫শতক				✓	**১২.৫শতক**		৩১৫৭ ১০/০৪/৯৩	
১৬৭	বাবুরাম হাসদা	মৃতঃ চুনু হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১		১৪৪২		৫শতক				✓	**৫শতক**	✓		
১৬৮	হাজরা মার্ডি	জেঠা মার্ডি	দস্তমপুর	১৪৬	১৮১		১৪৪২		৭শতক				✓	**৭শতক**	✓		
১৬৯	গবিন হাসদা	আমবাই হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬			১৪৪২		৪শতক				✓	**৪শতক**	✓		
১৭০	সুনিল হাসদা	গবিন হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬			১৪৪২		৩শতক				✓	**৩শতক**	✓		
১৭১	মনসী হাসদা	গবিন হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬			১৪৪২		৩শতক				✓	**৩শতক**	✓		
১৭২	সবিন হাসদা	আমবাই হাসদা	দস্তমপুর	১৪৬		১০১৬	১৪৭৮	২৭৬১	৬শতক				✓	**৬শতক**	✓		
১৭৩	রাম হাসদা	করিয়া হাসদা	আজলাবাদ	১৭২	১		৮৮		৫০শতক		**৪৪শতক**		**৬শতক**	**৫০শতক**			
১৭৪	মঙ্গলি মুর্মু	বুধরাই সরেন	আজলাবাদ	১৭২		৩১	২৪০		৫৩শতক		**৫০শতক**		**৩শতক**			৮০৮১ ০৬/০৯/০১	
					১		১৫৬		১০শতক				**১০শতক**	**৬৩শতক**			
১৭৫	লাটু মুরমু	বৈদ্যনাথ মুরমু	আজলাবাদ	১৭২	১৭		২২২		১৬.৫শতক		✓					৪১৮০ ২৬/০৫/১০	
					২৯		১০৫		৮.২৫শতক		✓					৬৮৩ ১৪/০১/০২	
					২৯		১০৬		৮.২৫শতক		✓						
					১৭		২২২		১৬.৫শতক		✓					১৩৪০ ০৯/০২/৯৯	
							১০৯		১৬শতক		✓		**৮শতক**	**৬৫.৫শতক**	✓		
							৮৪		১.২৯শতক		✓					৪৭৮/৭/০১/৭৫	
							৯২		৪শতক		✓					১৬৬৬৪/৩/৭/০৭	
							৯০		১৬শতক		✓					৪৭৮/৭/০১/৭৫	
							৯৩		২শতক		✓					৭৯১৬/২৪/৬/৮৯	
							১৮০		৫শতক		✓						
							১৮১		১২.৫০শতক		✓			১৭৭			

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৭৮	ফ্রানচিস টুডু	মৃতঃ লুইস টুডু	আজলাবাদ	১৭২	৮		১৭২		৩৬.৫০শতক		✓				✓		
							১৭৩		১২শতক				✓		✓		
							১৭৪		১০শতক		✓				✓		
							২৩৭		৩২.৫০শতক		✓				✓		
					৮		১৬৪		৩১.৫০শতক		✓			**১২২.২৫শতক**	✓		
১৭৯	ভূতর টুডু	জেঠা টুডু	আজলাবাদ	১৭২	৯		১৪২		২৭শতক		✓					৬৬৭৪/৯/৯/৭৪	
					৪৬		১০৯		৫শতক				✓		✓		
					১৭		২৬০		৭শতক		✓				✓		
							৪২		৪শতক		✓			**৪৩শতক**	✓		
১৮০	শিমুল টুডু	মৃতঃ লুইস টুডু	আজলাবাদ	১৭২	৭		১৭২		৩৬.২৫শতক		✓				✓		
							১৭৩		১২শতক				✓		✓		
							১৭৪		১০শতক		✓				✓		
							২৩৭		৩২.৫০শতক		✓				✓		
							১৬৪		৩১.৫০শতক		✓			**১২২.২৫শতক**	✓		
১৮১	হোপন টুডু	মৃতঃ জেঠা টুডু	আজলাবাদ	১৭২	৯		১৪২		২৭শতক		✓				✓		
					৪৬		১০৯		৮শতক				✓		✓		
			দক্ষিণ মাধবপুর		১৭		২৬০		৭শতক		✓				✓		
			দক্ষিণ মাধবপুর	১৭৩	৫৮		৪১৮		১৪শতক		✓				✓		
			দক্ষিণ মাধবপুর	১৭৩			৪২		২২শতক		✓			**৭৮শতক**	✓		
১৮২	ইস্টেফান টুডু	মৃতঃ লুইস টুডু	আজলাবাদ	১৭২	৭		১৭২		৩৩.২৫শতক		✓				✓		
							৭৩		১২শতক				✓		✓		
১৮৩	রেনাতুষ টুডু	ইস্টেফান টুডু	আজলাবাদ	১৭২	৭		১৭২/২৩৭		৩শতক		✓				✓		
					৮		১৬৪		৩১.৫০শতক				✓	**৩৪.৫০শতক**	✓		
১৮৪	শান্ত মুমু	আংরাই মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২	১		৯১		২শতক				✓		✓		
					১৫		১৩০		১৬শতক		✓			**১৮শতক**	✓		
১৮৫	ফিলিমন হাসদা	শনিরাম হাসদা	আজলাবাদ	১৭২	৪৬		১০৯		৩শতক				✓		✓		
			দক্ষিণ মাধবপুর	১৭৩	৫৮		৪১৮		১৩শতক		✓				✓		
							৪২		১৭শতক		✓				✓		
							৩১১		৮শতক		✓			**৪১শতক**	✓		
১৮৬	চুনু হাসদা	শনিরাম হাসদা	আজলাবাদ	১৭২	৪৬		১০৯		৩শতক				✓		✓		
			দক্ষিণ মাধবপুর	১৭৩	৫৮		৪১৮		১৩শতক		✓				✓		
							৪২		১৭শতক		✓				✓		
							৩১১		৮শতক		✓			**৪১শতক**	✓		

ক্রঃ নং	স্বত্বানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
১৮৭	লক্ষিরাম হাসদা	শনিরাম হাসদা	দক্ষিণ মাধবপুর	১৭৩	৫৮		৪১৮		১৩শতক		✓				✓		
							৪২		১৫শতক		✓				✓		
						৫৬/৫৮	৩১১		৮শতক		✓			৩৬শতক	✓		
১৮৮	মাইনো মুর্মু	মৃতঃ রাজু হেমরম	আজলাবাদ	১৭২	৬		১৭২		১৪শতক				✓			৮৪৬৩/৭/১১/১০	
							৮৪		৫০শতক		✓			৬৪শতক	✓		
১৮৯	নিলু মুর্মু	মৃতঃ মঙ্গল	আজলাবাদ	১৭২	৩১		১৯০/২৪০		৫০শতক		৩৮শতক	১০শতক	২শতক	৫০শতক	✓		
১৯০	নিলু মুর্মু	রেংগা	আজলাবাদ	১৭২	৩১		১৯০/২৪০		১৩শতক		৭শতক	৩শতক	৩শতক	১৩শতক	✓		
১৯১	গোপাল মুর্মু	নিলু মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২	৩১		১৯০/২৪০		২০শতক		১৬শতক	২শতক	২শতক	২০শতক	✓		
১৯২	দেপা সরেন	মৃতঃ বুধরায় সরেন	আজলাবাদ	১৭২	৩		১৬০		১৬.৫০শতক		✓					২৫৭/৭/১/১০	
							১৯০/২৪০		১৬.৫০শতক		✓					৪৫৯৫/২৩/৮/০৭	
	তোড় মুর্মু	মৃতঃ শওনা মুর্মু					১৫৬		১০শতক				✓	৪৩শতক	✓		
১৯৩	মোহন হাসদা	মৃতঃ মানিকা হাসদা	আজলাবাদ	১৭২	৩		১৬০		১০শতক				✓			২৮০৬ /২৫/৪/১৩	
১৯৪	মঙ্গল মুর্মু	খচর মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২		২৩৫	২৩৫		১৭শতক			১০শতক	৭শতক				
							৮৪/২৩৩		৩৩শতক		✓			৫০শতক	✓		
১৯৫	কৃষ্টমমি মুর্মু	মৃতঃ বিমু হাসদা	আজলাবাদ	১৭২	১৮৬		৩৫৯		১৪.২৫শতক		✓			১৪.২৫শতক		৩২৭৩/২১/৪/১০	
							১৬০		৫শতক			✓			✓		
							১৯০/২৪০		২০শতক		✓			৩১শতক	✓		
১৯৮	তোড় মুর্মু	মৃতঃ শওনা মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২		৪৯	২৩৫		১৭শতক			১০শতক	৭শতক				
							২৮৪/২৩৩		৩৩শতক		✓					১৪৮২৯/১৮/১০/৭৩	
			দক্ষিণ মাধবপুর	১৭৩			৪০		১০০শতক		✓				✓		
							৪১২		৮২শতক		✓			২.৩২একর	✓		
১৯৯	আংরাই মুর্মু	জেঠা মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২	১		৯১		৬শতক				✓				খাস জমি
							১৫৩		১৬শতক		✓				✓		
							১৫৪		১৮শতক		✓				✓		
							১৩০		৭৬শতক		✓					৫৭২৪ ০৪/০৫/৮৩	
							১৮৫		২৫শতক		✓			১.৪১একর		২৪০৫ ২৫/০৩/৮৫	
২০০	মানজুল মুর্মু	মৃত জেঠা মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২	১		৯১		৮শতক				✓				খাস জমি
							১৫৩/১৫৪		১৭শতক			✓		১৭শতক	✓		
২০১	রাফায়েল মুর্মু	মৃত টুইলা মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২	১		৯১		১৪শতক				✓				খাস জমি
							৮৮		২৯শতক		✓						
							৯০		১৬শতক		✓				✓		
							৮৪		১.৩৫একর		✓					৪৭৮ ০৭/১০/১৯	
							১৮০		৫শতক		✓						
							১৮১		১২.৫শতক		✓			২.১৫একর			

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২০২	শনিরাম মুর্মু	মৃত গোপাল মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২	৩১		১৯০/২৪০		৬৩.৫শতক		৪৩.৫শতক	১০শতক	৫শতক			৩১৯৭ ২১/০৬/০৭	
							১৯৩		২.৫শতক		✓						
							১৮৯		১৬শতক		✓						
					১				৫শতক				✓	৮৭শতক			খাস জমি
২০৩	বিশ্বনাথ হাসদা	সোম হাসদা	আজলাবাদ	১৭২	৪৬		১০৯		৯শতক				✓	৯শতক	✓		
২০৪	যোসেফ হাসদা	সোম হাসদা	আজলাবাদ	১৭২	৪৬		১০৯		৮শতক				✓	৮শতক	✓		
২০৫	শাহা টুডু	ভুতর টুডু	আজলাবাদ	১৭২	৪৬		১০৯		৩শতক				✓	৩শতক	✓		
২০৬	সানজিলা সরেন	ফগড়া সরেন	আজলাবাদ	১৭২	২০		১০৫		৪.৫শতক				✓	৪.৫শতক		৫৪৪৩ ২৯/০৬/৯৮	
					১৭৩		৪০৪		৪শতক		✓				✓		
					১৭৪		৪০৩		২মতক		✓				✓		
					১৭৩		৩৫৯		৬শতক		✓				✓		
					১৭৪		৩৬৪		২শতক		✓				✓		
					১৭৩		৩৬৮		২শতক		✓				✓		
২০৭	ফুলমনি সরেণ	মৃত: দুখু মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২			১৫৬		৪.৫ শতক				✓	৪.৫ শতক	✓		
২০৮	হপনা হাসদা	মৃত: মোহন হাসদা	আজলাবাদ	১৭২			৮৭		৬৮ শতক		✓			৬৮ শতক	✓		
২০৯	সম সরেন	পিতা: লক্ষণ সরেন	আজলাবাদ	১৭২			১০৬		২৩ শতক		✓			২৩ শতক			
							১০৯		৩১ শতক		✓			৫৪ শতক	✓		
২১০	শান্তি সরেণ	পিতা: নিলু মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২	৩১	০	১৯০		২০ শতক		✓			২০ শতক	✓		
২১১	শিকলা মুর্মু	পিতা: নগেন মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২			১৬০		৫ শতক		✓			৫ শতক	✓		
২১২	সুকুল মুর্মু	পিতা: সমাই মুর্মু	আজলাবাদ	১৭২			১৫৬		৮ শতক		✓			৮ শতক	✓		
২১৩	আফফেড মার্ডি	পিতা: রশিদ মার্ডি	আজলাবাদ	১৭২	১৭		১৬০		১৯ শতক		✓			১৯ শতক	✓		
							১৮০		৩.৫ শতক		✓			৩.৫ শতক	✓		
২১৪	মারসেল হাসদা	সুনিরাম হাসদা	আজলাবাদ	১৭২			১০৯		৩ শতক				✓	৩ শতক	✓		
					১৭৩		৪০১		৪শতক			✓		৫০শতক	✓		
২০৮	তাপস মার্ডি	মৃত জিতেন মার্ডি	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১২৪		৩৭১		৩০শতক		✓				✓		
							৩৮১		৩০শতক		✓				✓		
							৩৮২		২৬শতক		✓				✓		
							৩৬৭		৪৬শতক		✓				✓		
							৩৯৩		১০৮শতক		✓		৮শতক		✓		
							৩৯৪		২শতক		✓			২.৪২একর	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২০৯	লিটন টুডু	রুপাই টুডু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৯৭		৭শতক				✓		✓		
					১১৪		৩৭২		৩শতক		✓				✓		
					১৮৬		৩৫৯		১৯শতক		✓				✓		
					১৮৪		৪০৩		২শতক		✓				✓		
					১৮৪		৪০৫		৪শতক		✓				✓		
					১৮৪		৪০১		৪.৭৫শতক		✓			৩৯.৭৫শতক	✓		
২১০	গনেশ টুডু	রুপাই টুডু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৯৭		৭শতক				✓		✓		
					১১৪		৩৭২		৩শতক		✓				✓		
					১৮৬		৩৫৯		১৯শতক		✓				✓		
					১৮৪		৪০৩		২শতক		✓				✓		
					১৮৪		৪০৫		৪শতক		✓				✓		
					১৮৪		৪০১		৪.৭৫শতক		✓			৩৯.৭৫শতক	✓		
২১১	নারায়ন টুডু	মৃত ভুতর টুডু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১		৩৯৮		২৩শতক				✓		✓		
							৩৯৯		১০শতক		✓				✓		
							৪০০		২০শতক		✓			৫৩শতক	✓		
							৪৩৩		৩৬শতক		✓				✓		
							৪৩৮		১০শতক		✓				✓		
					১২৩		৪৪১		২৩শতক		✓				✓		
					১৮৬		৮২৩		৫৬শতক		✓			২.৫১একর	✓		
২১৩	লক্ষিরাম হাসদা	শনিরাম হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৪১৮		৪৮শতক		৪০শতক		৮শতক	৪৮শতক	✓		
২১৪	ঢেনা মুর্মু	মৃত সোমাই মুর্মু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১		৩৯৮		৬শতক				✓				খাস জমি
							৩৯৯		৮শতক				✓	১৪শতক			খাস জমি
২১৫	রবি মুর্মু	মৃত জাকব মুর্মু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১		৩৯৮		৯.৫শতক				✓				খাস জমি
				১৭৩			৩৯৯		১৫শতক				✓				খাস জমি
				১৭৩			৪০৩		৪শতক				✓	২৮.৫শতক			খাস জমি
২১৬	গনদি সরেন	মৃত রাম সরেন	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	৫৮		৪১৮		৮১.২৫শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	৫৩		২৬০		৬৬শতক		✓			১৪৭.২৫শতক	✓		
২১৭	সুরাই সরেন	মৃত রাম সরেন	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	৫৮		৪১৮		৮১.২৫শতক		৭১.২৫শতক		১০শতক	৮১.২৫শতক	✓		
২১৮	পাতারুস হাসদা	মৃত মাঠু সরেন	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৪৩		২.৫০শতক				✓		✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৪৪		১৭.৫০শতক		✓			২০শতক	✓		
২১৯	মিলন হাসদা	মৃত মাঠু সরেন	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৪৩		২.৫০শতক				✓		✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৪৪		১৭.৫০শতক		✓			২০শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২২০	সোম হাসদা	মাঠু হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩		৪৪১	২০		১৪শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			২৫		৫শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৪৬		১.৫০শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৩৫		১৩শতক				✓		✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৩৬		১.৫০শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৪১৭		১৯শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৪৩৮		৫শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৪৪১		১১.৫শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৪৩৩		১৮শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩১৭		৪.৫শতক		✓			৯৪.৫শতক	✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১৭৩		৪০৫		১২শতক			✓				১৬৪৮ ১৫/০৩/১৮	
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩		২৯৬	৫		১৯শতক		✓					৩৬৭৫ ২২/০৬/১৭	
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৫		১৬শতক		✓			৫৪শতক		৩৭৫১ ১১/০৬/০৩	
২২৩	লিজারিউস টুডু	মৃত সুপল টুডু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১		৩৯১/৩৯৮/৩৯৯		৪০শতক			৩০শতক	১০শতক	৪০শতক			খাস জমি
২২৪	মঙ্গল বাস্কে	মৃত র‌্যাওকান বাস্কে	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১		৩৯৮		১০শতক				✓	১০শতক			খাস জমি
২২৫	চুন্দু মুর্মু	সোমাই মুর্মু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৪০৫		১৪শতক			৭শতক	৭শতক	১৪শতক		৩২৪৮ ০৩/০৬/০৯	
২২৬	সাবিনা	মৃত রাওকান বাস্কে	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১		৩৯৮		৮শতক				✓	৮শতক			খাস জমি
২২৭	দূর্গা	শ্রী যগেশ	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১		৩৮৭		৯শতক				✓	৯শতক			খাস জমি
২২৮	ভুটু মুর্মু	জাকব মুর্মু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১		৩৮৭		৭শতক				✓				খাস জমি
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১৭		৪০৩		৭শতক		✓			১৪শতক		৩৪১২ ১০/০৬/০৯	
২২৯	মন্টু হাসদা	মৃত শাহা হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১০০		৩৯২		৯শতক				✓	৯শতক		৮৮৪৭ ০২/১২/১০	
২৩০	সিকলা মুর্মু	দান্দু মুর্মু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৪২		৪১শতক		✓						
							৪৪৩		৪শতক				✓	৪৫শতক	✓		
২৩১	বেনজু মুর্মু	দান্দু মুর্মু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩৪২		৮২শতক		✓						
							৩৪৩		৯শতক				✓	৯১শতক	✓		
২৩২	সুজন হাসদা	মোহন হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩২৩		৬২শতক		✓			৬২শতক	✓		
২৩৩	নারায়ণ হাসদা	মৃত দিরঘাই হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			৩২৩		৫৮শতক		✓			৫৮শতক	✓		
২৩৪	বুধু হাসদা	জেঠা হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১১৮/১৩২		৫০৪		২৩শতক				✓	২৩শতক	✓		
২৩৫	সুনিল মুর্মু	মৃত চন্দ্র মুর্মু	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	৩১৪		৫০৩		১৮শতক				✓		✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	৬২		৫০২		৭৬শতক		✓			৯৪শতক	✓		
২৩৬	হপনা হেমরম	মৃত সোম হেমরম	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	২২		১৮		৪০শতক		✓			৪০শতক	✓		
২৩৭	টিশন হাসদা	লাখাই হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			১১২		১০শতক				✓		✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	৭৯		১৫৫		৪১শতক		✓			৫১শতক	✓		
২৩৮	সাকিলা হাসদা	লাখাই হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			১২২		১০শতক				✓		✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	৭৯		১৫৫		৩০শতক				✓	৪০শতক	✓		

ক্র: নং	স্বত্ববানের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	মৌজার নাম	জেএল নং-	খতিয়ানের ধরন ও নং		দাগ নং		পরিমান		জমির ধরণ (শতক)			মোট পরিমাণ	মালিকানা সূত্র		মন্তব্য
					এস.এ	খারিজ/ ডিপি	সাবেক	হাল	বর্তমান দখলীয় জমি	হস্তান্তরকৃত জমি	কৃষি জমি	অকৃষি জমি	বসত ভিটা		ওয়ারিশ	ক্রয়কৃত দলিল	
২৩৯	লুকাশ হাসদা	মৃত পিরু হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১৮	২১	২৩১		২.৫শতক				✓		✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			১৩০		১৩শতক		✓				✓		
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			১৫৫		৮শতক		✓			২৩.৫শতক	✓		
২৪১	বিশু হাসদা	মাটু হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১৮		১৩১		২.৫শতক				✓	২.৫তক	✓		
২৪২	সুমন হাসদা	মাটু হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১৮		১৩০		৭শতক				✓	৭শতক	✓		
২৪৩	সুফল হাসদা	বুধুরাই হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	২৩		১১২		৪১.২৫শতক		৩৩.২৫শতক		৮শতক	৪১.২৫শতক	✓		
২৪৪	সামুয়েল হাসদা	সুফল হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	১৮		১৩১		৩শতক				✓	৩শতক	✓		
২৪৫	সোমাই টুডু	পিঠা মাঝি	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	২৩		১১২		৩৩.২৫শতক		✓	✓				৩৬১৬ ১১/০৭/০৭	
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			১১১		৭শতক					৪০.২৫শতক			
২৪৬	বুধু টুডু	পিঠা মাঝি	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	২৩		১১২		৩৩.২৫শতক		✓					৩৬১৬ ১১/০৭/০৭	
			দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩			১১১		৭শতক			✓		৪০.২৫শতক			
২৪৭	সুফল হেমরম	রাম হেমরম	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩		৩১০	১৬		৪০শতক		✓						
							১৮		২০শতক		✓					৬১৬৫ ০২/১০/৮০	
							১১২		৮শতক				✓	৬৮শতক		৩৬০৭ ০৪/০৫/১০	
২৪৮	চুড়কা হেমরম	রাম হেমরম	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩		৩১০	১৬		৪০শতক		✓						
							১৮		২০শতক		✓					৬১৬৫ ০২/১০/৮০	
							১১২		৮শতক				✓	৬৮শতক		৩৬০৭ ০৪/০৫/১০	
২৪৯	শালকু হাসদা	মৃত গুয়া হাসদা	দক্ষিণ মাধবপুর	১৭৩	৫৮		৪১৮		৩২শতক		✓					৫৫৬৭ ১৮/০৮/১১	
							১১৬		৪৭শতক		✓				✓		
							১১৭		২৪শতক		✓				✓		
							১১৮		৪শতক		✓			১.০৭একর	✓		
২৫০	মাতলা হাসদা	বুধুরাই হাসদা	দক্ষিন মাধবপুর	১৭৩	২৩		১১২		৪১.৫শতক		✓		✓				
					১১০/৪৪১		৮২৩		১৬শতক		✓					৩৪১৩ ১০/০৬/০৯	
					১৬		৮০৫		১৭শতক		✓					৭০৮৪ ১৫/১০/৭৯	
							২৩		২৩শতক		✓				✓		

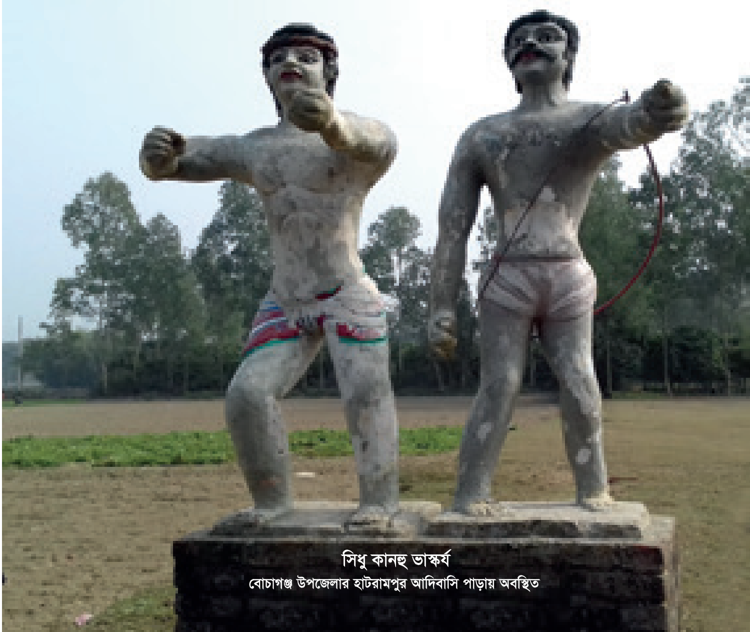

সিধু কানহু ভাস্কর্য

বোচাগঞ্জ উপজেলার হাটরামপুর আদিবাসি পাড়ায় অবস্থিত

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
www.esdo.net.bd

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহায়তায় প্রকাশিত